পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 90 Saturday, 1 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৯০ সংখ্যা ❋ ১৬ ফাল্গুন ১৪৩১, শনিবার, ১ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

'চার্জশিটে নাম থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে?', কোর্টে যাওয়ার পথে 'কাকু' দিলেন না উত্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ সিবিআই-এর দেওয়া তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট নিয়ে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। ওই চার্জশিটের তিন জায়গায় লেখা রয়েছে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তবে সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তাঁর পদ কী, তাঁর ঠিকানা কী, কোনও কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে তাঁর আইনজীবী সঞ্জয় বসু বিবৃতিও দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। যাঁর বয়ানে ওই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে, সেই সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে শুক্রবার কোর্টে তোলার সময় বারবার প্রশ্ন করা হয়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এদিন আদালতে তোলা হয় সুজয়কৃষ্ণ ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে। তাঁকে গাড়িতে তোলা সময়

সাংবাদিকরা বারবার প্রশ্ন করেন, ''চার্জশিটে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আছে, তিনি কে? কার নাম বলেছেন?'' প্রশ্ন শুনে কোনও উত্তর না দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন 'কাকু'। সিবিআই-এর দাবি, সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে নিয়োগ-কাণ্ডে অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়-কুন্তল ঘোষদের বৈঠক হয়। সেখানে কুন্তলের নির্দেশে কথোপকথনের রেকর্ডিং করা হয়। সেই রেকর্ডিং হাতে আসে সিবিআই-এর। তারপরই এই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, রেকর্ডিংয়ে শোনা যাচ্ছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র বলছেন, জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিকে বেআইনি নিয়োগের জন্য ১৫ কোটি টাকা চেয়েছে। কিন্তু সুজয় সেই টাকা তুলতে পারছেন না। এই চার্জশিট সামনে আসার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার মঞ্চ থেকে বলেন, ''সিবিআই একটা ২৮ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে। তাতে দু'জায়গায় আমার নাম লিখেছে। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কে? এমএলএ না এমপি? কোথায় থাকে, কার ছেলে, কী করে, কিছুই লেখেনি। বিজেপি যেমন ভাববাচ্যে কথা বলে, তেমন সিবিআইও ভাববাচ্যে কথা বলেছে।'' আসলে সিবিআই ভয় পেয়েছে বলেই পরিচয় উল্লেখ করেনি, এমনটাই দাবি অভিষেকের।

'কোর্টও জানে কী করে নির্দেশ পালন করাতে হয়'

হাইকোর্টে ফের ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ আদালতে ফের মুখ পুড়ল রাজ্যের। আবারও প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা। হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরও না কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে, না কাউকে ধরা সম্ভব হয়েছে। ২০২৩ সালে দেওয়া নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় বিরক্ত হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ব্যাঙ্কের একটি 'লোন রিকভারি' সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার বিচারপতি বলেন, পুলিশ না পারলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হবে। রানিগঞ্জে ব্যাঙ্কের করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা হয়। অভিযোগ ছিল, ব্যাঙ্ক থেকে এক ব্যক্তি লোন নিয়ে জেসিবি কিনতে চেয়েছিলেন। দেখা যায়, লোন নেওয়ার পর আর ওই লোন মেটানো হয়নি। টাকা না পাওয়ায় ব্যাঙ্ক ওই জেসিবি মেশিন বাজেয়াপ্ত করতে গিয়ে দেখে, আদৌ কোনও মেশিনই কেনা হয়নি। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের অভিযোগ, রানিগঞ্জ থানাকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এরপর ২০২৩-এ হাইকোর্ট রানিগঞ্জ থানার পুলিশকে নির্দেশ দেয়, পুলিশকে পদক্ষেপ করতে হবে। সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ। শুক্রবার তাই কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি ঘোষ। আদালত এদিন জানতে চায় জেসিবি কোথায়? কেন অভিযুক্তকে পাওয়া যাচ্ছে না? কে সেই প্রভাবশালী? কত বড় শক্তিমান তিনি? পুলিশকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, ''ভুলে যাচ্ছেন এটা হাইকোর্টের অর্ডার। এবার সেন্ট্রাল এজেন্সিকে দায়িত্ব দেব। ভুলে যাবেন না, তদন্তকারী অফিসারের কিন্তু নিউ টাউন থানার আইসি-র মতো অবস্থা হবে।'' পুলিশ ও রাজ্যের ভূমিকায় বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি ঘোষ বলেন, ''রাজ্য যদি মনে করে হাইকোর্টের নির্দেশ মানবে না, তাহলে কোর্ট জানে কী করে নির্দেশ পালন করাতে হয়। হয় ডিভিশন বেঞ্চে গিয়ে এই অর্ডার খারিজ করান, আর না হলে নির্দেশ কার্যকর করুন। আপনারা যদি কোর্টের অর্ডার না মানেন, তাহলে কোর্ট আপনাদের সমস্যা দেখবে না।'' প্রয়োজনে সিআরপিএফ নামিয়ে অর্ডার কার্যকর করা হবে বলে কার্যত সতর্ক করেছেন বিচারপতি। আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এটাই শেষ সুযোগ বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

'২০০ জনের মৃত্যুর প্রমাণ কোথায়?'

নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নয়া দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এরপরই ভারতীয় রেলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা, কিন্তু শুক্রবার সেই আর্জি খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার আবেদনকারী আনন্দ লিগ্যাল এইড ফোরাম ট্রাস্ট সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করে, রেল প্রশাসন দুর্ঘটনায় ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা লুকোচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে ২০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপরই পাল্টা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি বিআর গাভাই ও পিকে মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীর আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, ২০০ জন মারা গিয়েছেন, তার প্রমাণ কোথায়? শুক্রবার সংক্ষিপ্ত সওয়াল জবাব শেষে শীর্ষ আদালত আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে সাফ নির্দেশ দিয়েছে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের আদালতে যেতে দিন। পাল্টা আইনজীবী দাবি করেন, নয়া দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার বেশ কয়েকটি ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে ভাইরাল হয়েছে।

ইতিমধ্যে রেলওয়ের তরফে দুর্ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষীদের নোটিশ চেয়ে পাঠিয়েছে। এবার ওই সব ব্যক্তিরা দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন বলে শুক্রবার জানিয়েছে বেঞ্চ। পাশাপাশি এদিন বেঞ্চ মামলাকারীর আইনজীবীর থেকে জানতে চান আপনারা কী মনে করছেন রেল কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টিকে অবহেলা করছে? উত্তরে আইনজীবী বলেন, ''জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন এবং ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য যথাযথ নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য আবেদনটি শীর্ষ আদালতে দাখিল করা হয়েছে।'' এর আগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, এই মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট রেলকে সর্বোচ্চ যাত্রী নির্ধারণ এবং প্ল্যাটফর্ম টিকিট বিক্রির বিষয়টি পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল। নয়াদিল্লি স্টেশনে কুম্ভমেলার পুণ্যার্থীদের ভিড়ে পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে। তাতে মহিলা, শিশু-সহ মোট ১৮ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। নয়াদিল্লির পদপিষ্টকাণ্ড নিয়ে এরপরই সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।

হাইকোর্টে ক্ষমা চাইতে হল রত্নাকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা চলছে গত কয়েক বছর ধরে। এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এরই মধ্যে আবার নিম্ন আদালত ছেড়ে মামলা পৌঁছেছে কলকাতা হাইকোর্টে। তিনি দাবি করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছাড়াই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করেছে আলিপুর আদালত। গত কয়েকদিন ধরে এই মামলার সওয়াল-জবাব চলে। আজ, শুক্রবার সেই মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিল হাইকোর্টের বিচারপতী হীরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। রত্না চট্টোপাধ্যায় অকারণে মামলা দীর্ঘায়িত করছে বলে হাইকোর্টে সওয়াল করেছিলেন শোভনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে হাইকোর্ট। আলিপুর আদালতের বিচারকের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই বলেই রায়ে জানিয়েছেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তাঁর নির্দেশ, আলিপুর আদালত দ্রুত এই ডিভোর্স মামলার নিষ্পত্তি করবে। এদিকে, হাইকোর্টে এদিন ক্ষমা চাইতে হয়েছে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে। আদালতের নির্দেশ মেনে রত্না এদিন ক্ষমা চাইতে রাজি হন। এই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে মিথ্যা এবং কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল রত্নার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। সেই মতো দিন ক্ষমা চেয়েছেন রত্না চট্টোপাধ্যায়।

'ওরা মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করতে চায়'

ভূতুড়ে ভোটার প্রসঙ্গে বিজেপির অভিযোগকে পাত্তা দিলেন না মেয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ ভূতুড়ে ভোটার প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট করেছেন, ভোটার লিস্ট 'ক্লিন' করতে হবে। এই নির্দেশের পর শনিবার থেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকার স্ক্রুটিনি করবেন ফিরহাদ হাকিম বলে জানিয়েছেন। অন্যান্য সব কাউন্সিলর এবং জেলার নেতৃত্বও সেই কাজ শুরু করবে। তবে এই ইস্যুতে বিজেপি যে অভিযোগ তুলছে তা নস্যাৎ করেছেন কলকাতার মেয়র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেই ভোটার তালিকার স্ক্রুটিনি শুরু হবে। বিজেপি ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে, সেই এলাকার অন্তত ২০-২৫ হাজার হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দিতেই এই কাজ শুরু করছে তৃণমূল। এদিন পুরসভায় সাংবাদিক বৈঠক থেকে ফিরহাদ হাকিম এই প্রসঙ্গে বলেন, ''ওরা (বিজেপি) মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করতে চায়, আমরা

সবাইকে নিয়ে চলার পক্ষে। গুজরাতি, বিহারি, শিখ সবাই আমার ভোটার।'' গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চেয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান মেয়র। বিজেপিকে নিশানা করে ফিরহাদের মন্তব্য, ''গণতন্ত্র যাতে সত্যিকারের হয়, গণতন্ত্র নিয়ে যাতে সকলে বাঁচতে পারে, গণতন্ত্র যাতে হরণ না হয়ে যায়, সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেছেন। কোনও সম্প্রদায় বা ভাষা প্রসঙ্গে বলেননি। ওসব ভেদাভেদ বিজেপি করে।'' প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়িতে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও আট জন কাউন্সিলরকে ডেকে এ ব্যাপারে আরও একপ্রস্থ বৈঠক করেছিলেন। অনলাইন পদ্ধতিতে ভোটার লিস্টে নাম তোলার সুযোগ নিয়ে, কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ভোটার লিস্টে ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে দিচ্ছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পদ্ধতিতেই পদ্ম শিবির মহারাষ্ট্র, দিল্লি দখল করেছে বলেও দাবি করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। এ ব্যাপারে নেতাজি ইনডোরের সভা থেকে রীতিমতো তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরার পাশাপাশি, বইয়ে পড়া দাগানোর মতো করে দলের নেতা-কর্মীদের 'টাস্ক'ও বেঁধে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিও তৈরি করেছেন।

সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে বদনাম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, ভূতুড়ে নাম তুলেছে তৃণমূলই শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার কর্মিসভার বৈঠক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভূতুড়ে ভোটার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, সদ্যনিযুক্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এবার সবটা নিয়েই মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি নেতা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুক্রবার জানান, ''মুখ্যমন্ত্রী প্যাকেট নেওয়ার কথা বলেছেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ ঘুষের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা এক্তিয়ার বহির্ভূত।'' ইন্ডোরে তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতাদের বৈঠকে 'ভূত' তাড়ানোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন দলনেত্রী। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন কমিশনের আশীর্বাদেই কারচুপি হয়েছে ভোটার তালিকায়। এ ব্যাপারে শুভেন্দু বলেন, ''ভোটার লিস্টকে আবর্জনামুক্ত করতে বলেছে তৃণমূল। এর থেকে পরিষ্কার, হিন্দিভাষী ও মতুয়াদের টার্গেট করা হচ্ছে।'' নির্বাচন কমিশনের আশীর্বাদ নিয়ে দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো বাংলাতেও ফিল্ড সার্ভে না করে এআরও-র সাহায্যে অপারেটরদের কাজে লাগিয়ে অনলাইনে ভূতুড়ে ভোটারদের নাম তোলা হচ্ছে, এই অভিযোগও তোলেন মমতা। বাংলার ভোটারের একই এপিক কার্ডে হরিয়ানা, গুজরাতের লোকের নাম তুলছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সবটা নিয়েই শুভেন্দু এদিন বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী প্যাকেট নেওয়ার কথা বলেছেন, অর্থাৎ ঘুষের কথা বলেছেন। এআরও-কে কী করে নির্দেশ দিতে পারেন মমতা? জেলা শাসকদেরও ভয় দেখিয়েছেন তিনি। হরিয়ানা, গুজরাতের ভোটার নিয়ে মমতা যা অভিযোগ করেছেন তা ডাহা মিথ্যে। শুধু তাই নয়, উনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চ্যালেঞ্জ করেন কীভাবে? রাজ্যে ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে নাম তুলেছে স্বয়ং তৃণমূল। আর সেই নিয়ে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে বদনাম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।''

চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে হাইকোর্টে যেতে বাধা! রানি রাসমণি রোডে ধর্না কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ আন্দোলনেও বেরোয়নি সমাধানসূত্র। একাধিক মামলার ফাঁসে নিয়োগ জট এখনও খোলেনি। এবার দ্রুত নিয়োগ চেয়ে শুক্রবার বিকেলে ধর্মতলায় ২০১৬ সালের এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে ধর্নায় বসলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণালের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বিচারের নামে দীর্ঘমেয়াদী করে নাটক করছেন। একের পর এক দিন মামলা জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আইনি জট কেটে গেলেও হাইকোর্টের ঢিলেমিকে নিয়োগ আটকে রয়েছে। সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান তিনি। পাশাপাশি এদিন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকেও নিশানা করেন তৃণমূল নেতা। ইন্টারভিউয়ের ১৫ দিন আগে পর্যন্ত সমস্ত সিট আপডেট করে সকল টেট পাশ পরীক্ষার্থীদের নিয়োগ পত্র দেওয়া হোক। এই দাবিতে শুক্রবার কুণালের নেতৃত্বে রাজপথে নামেন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হয় মিছিল। ইন্টারভিউ থেকে বঞ্চিত আপার প্রাইমারী চাকরিপ্রার্থীরা এদিন প্রথমে জমায়েত করেন শিয়ালদহ বিগবাজারে। সেখান থেকে মিছিল করে এস এন ব্যানার্জি রোড ধরে আসেন ধর্মতলায়। কিন্তু মিছিল ধর্মতলায় শেষ হতেই চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূল নেতা। কিন্তু পুলিশি বাধা পেয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়েই রাস্তার উপরেই ধর্নায়

বসতে দেখা যায় কুণালকে। তাঁর দাবি, ''আমার পক্ষে ওঁদের ফেলে সরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। মামলার ফাঁসে অকারণে চাকরি আটকে দিচ্ছে কলকাতা হাইকোর্ট। অবিলম্বে প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ চাই।'' তৃণমূল নেতা মনে করিয়ে দেন, ''এরা এসএলএসটি ওয়ার্ক এডুকেশন এবং ফিজিক্যাল এডুকেশনে যোগ্য। এদের কোনও সিবিআই নেই। সুপ্রিম কোর্টে সম্পর্ক নেই। রাজ্য সরকার, এদের দাবিতে সাড়া দিয়ে, সব আইনি দিক খতিয়ে দেখে এদের নিয়োগ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য একটা অন্যায় মামলা করে, এদের নিয়োগ আটকে রেখেছেন।'' হাইকোর্টের এক বিচারপতির নাম করেও কুণাল বলেন, ''ওই বিচারপতি তারিখ পে তারিখ দিয়ে যাচ্ছেন। কখনও বলছেন রাজ্য সরকার হলফনামা দিক, তা দেওয়া হচ্ছে, কখনও এজিকে গিয়েছেন, তিনি গিয়েছেন। কিছু না কিছু নিয়োগ আটকে রেখেছেন। আমি গত ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওঁদের সঙ্গে যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আদালতে হেনস্থা হতে হচ্ছে। প্রচুর টাকা যাচ্ছে। অবিলম্বে প্রধান বিচারপতিকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। এত লম্বা লম্বা তারিখ দিয়ে হেনস্থা করা চলবে না।'' প্রসঙ্গত, এর আগেও ধর্মতলায় চাকরিপ্রার্থীদের ধরনা মঞ্চে দেখা গিয়েছে কুণাল ঘোষকে। চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধিরা কুণালের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতেও গিয়েছেন। এক আন্দোলনকারী বলেন, ''আমরা এসএলএসটি, শারীর শিক্ষা, কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা ২৬ মাস ধরে রেকমেনডেশন পাওয়ার পরও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'' যদিও পাল্টা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, ছাত্রছাত্রীরা যারা এই মিছিলে রয়েছেন তাঁদের কাছে আমার আবেদন এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যোগ দেবেন না। তৃণমূল দল বা কুণাল ঘোষের মতো দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবেন না। যারা চাকরি পাচ্ছেন না বলছেন তাঁদের বুঝতে হবে এই তৃণমূল দল দুর্নীতিতে যুক্ত। ইন্টারভিউ বঞ্চিত আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা ৯৭৮ দিন হল অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে। একের পর ডেপুটেশন কর্মসূচি করার পরও কোনও সুরাহা হয়নি। তাঁদের দাবি, কিছু করতে হবে না, শুধু স্বচ্ছ নিয়োগ করা হোক। যোগ্য হয়েও দিনের পর দিন রাস্তায় বসে থাকা মেনে নেওয়া যায় না।

বিজ্ঞান দিবসের শুভেচ্ছায় বিকাশ-সংকল্প প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিকশিত ভারতের সংকল্প জুড়েছেন বিজ্ঞান শুভেচ্ছা বার্তায়। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী, বিশেষ করে আমাদের তরুণ উদ্ভাবকদের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও লিখেছেন, আসুন আমরা বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনকে জনপ্রিয় করে তুলি এবং একটি বিকশিত ভারত গড়তে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাই। এই মাসের মন কি বাত অনুষ্ঠানের সময়, 'একদিন বিজ্ঞানী হিসেবে' বিষয়ে কথা বলেছিলাম। যেখানে তরুণরা কোনও না কোনও বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে অংশ নেবে

চলতি বছরের শেষ নাগাদ যক্ষ্মা নির্মূল করবে ভারতঃজে পি নাড্ডা

পুরী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃচলতি বছরের শেষ নাগাদ যক্ষ্মা নির্মূল করবে ভারত। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। তিনি বলেছেন, এই বছরের মধ্যে ভারত থেকে যক্ষ্মা (টিবি) নির্মূল করার সমস্ত প্রচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, যদিও বিশ্ব ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মাকে নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছে, তবে এই বিষয়ে যেভাবে কাজ চলছে তা অসাধারণ এবং দেশ এই বছরের মধ্যে যক্ষ্মা নির্মূল করবে বলে আশা করা যেতে পারে।শুক্রবার সকালে ওড়িশার পুরীতে ভারতের পাবলিক হেলথ কেয়ার সিস্টেমে ভাল, প্রতিলিপিযোগ্য অনুশীলন এবং উদ্ভাবনের উপর নবমতম জাতীয় শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করে নাড্ডা বলেন, ২০১৭ সালে সরকার একটি নতুন স্বাস্থ্য নীতি গ্রহণ করার পরে প্রচুর সংস্কার এসেছে। যেখানে মাতৃমৃত্যুর হার (এমএমআর) এবং শিশু মৃত্যুর হার দ্বিগুণ কমেছে। নাড্ডা জানিয়েছেন, ভারতের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ 'আয়ুস্মান ভারত' যোজনার সুবিধা পাচ্ছে।

প্রয়াত ওড়িশার বিশিষ্ট অভিনেতা উত্তম মহান্তি, শোকের ছায়া চলচ্চিত্র মহলে

ভুবনেশ্বর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ওড়িয়া ছবির একদা দাপুটে ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পী উত্তম মহান্তি প্রয়াত হয়েছেন। আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিবেশী রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ও বর্ষীয়ান অভিনেতা এবং বিশিষ্ট উত্তম মহান্তি প্রয়াত। বৃহস্পতিবার রাতে গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভর্তি হন হাসপাতালে। লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত ছিলেন তিনি।তাঁর এই প্রয়াণে ওড়িয়া সিনেমায় এক যুগের অবসান হল। পরিবারের তরফে ভাইপো এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন। উত্তম জায়া অপরাজিতা মহান্তি ওড়িশার বাড়িতেই রয়েছেন। মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ভেঙে পড়েছেন। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত ১৩০-টিরও বেশি ওড়িয়া ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মন্ত্র মুগ্ধ করে। তাঁর সহজাত অভিনয় শৈলী বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওঁরাও, ধর্মেন্দ্র প্রধান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

সস্ত্রীক তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন ধনখড়, দেশের প্রগতি কামনা উপরাষ্ট্রপতির

বীরভূম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সস্ত্রীক বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তারা মায়ের কাছে দেশের প্রগতি ও মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ। ও তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখড়। শুক্রবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড় এয়ারফিল্ডে এসে পৌঁছন উপরাষ্ট্রপতি ও তাঁর স্ত্রী। তাঁদের স্বাগত জানান পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পোন্নাম্বালাম এস এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী।সেখান থেকে তারাপীঠ মন্দিরে যান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ও তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখড়। যথোচিত ভক্তি ও ধর্মীয় মর্যাদায় তারা মায়ের পূজার্চনা করেন তাঁরা। উপরাষ্ট্রপতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, পবিত্র তারাপীঠ মন্দিরে মা তারার ঐশ্বরিক দর্শনে মুগ্ধ। ভারতের অগ্রগতি, আমাদের সকল নাগরিকের মঙ্গল এবং সর্বজনীন আনন্দের জন্য প্রার্থনা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই শক্তিপীঠে মা তারার অনন্ত কৃপা আমাকে অতুলনীয় আধ্যাত্মিক শক্তিঃ এবং গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ করেছে। এই পবিত্র স্থানটির পবিত্রতা সত্যিই আমাদের কালজয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

সমাজবাদী পার্টির ভবিষ্য অন্ধকারেঃমৌর্য পাল্টা কটাক্ষ শিবপালের

লখনউ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সমাজবাদী পার্টির তীব্র আক্রমণ সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। তাঁর কথায়, সমাজবাদী পার্টির ভবিষ্য অন্ধকারে। পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা শিবপাল যাদব। শুক্রবার কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেছেন, ২০২৭ সালেও ২০১৭-র মতো, তৃতীয়বারের মতো বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। সমাজবাদী পার্টি'র ভবিষ্য অন্দকারে। তাঁদের নৌকায় একটি বড় গর্ত রয়েছে এবং নৌকাটি ডুবে যাওয়ার কারণে সেখানে বসে থাকা লোকজন এখনই নেমে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। সমাজবাদী পার্টি 'সমাপ্তওয়াড়ি পার্টি' হতে চলেছে।পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন সমাজবাদী পার্টি'র নেতা শিবপাল যাদব। মহাকুম্ভ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে শিবপাল বলেছেন, বিজেপির লোকজন কেবল বিভ্রান্ত করছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আগে বলছিলেন, মহাকুম্ভে কোনও ময়লা নেই, কিন্তু গতকাল সেখানে ময়লা কে পরিস্কার করছিল?

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, আতঙ্কে সাধারণ মানুষ

ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশ জুড়ে অপরাধের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণের মতো অপরাধ প্রতিদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সংখ্যালঘু সনাতনী হিন্দুদের ওপরও নির্যাতন চলছে অব্যাহতভাবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য সরকারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।সম্প্রতি ঢাকার বনশ্রীতে ২০০ ভরি সোনা লুট হয়েছে, যৌথ বাহিনীর অভিযান চলার মধ্যেও দুস্কৃতীরা গুলি ছুড়ছে। রাতে কাজ শেষে ঘরে ফেরা মানুষ ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ছে। বাধা দিলেই হামলার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অপরাধ বাড়ার প্রতিবাদে ঢাবি শিক্ষার্থীরা রাত ১টায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন। তারা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগেরও দাবি তুলেছেন।পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারিতে চুরি, ছিনতাই, হত্যা, অপহরণ সবই বেড়েছে। ডিসেম্বরে ৯৬৬টি চুরি-ছিনতাইয়ের মামলা হলেও জানুয়ারিতে তা ১০৫৯টিতে পৌঁছেছে। ডিসেম্বরে হত্যা মামলা হয়েছে ২০৪টি, অপরদিকে জানুয়ারিতে ২৯৪টি। অপহরণের মামলা ডিসেম্বরে ৭৪টি এবং জানুয়ারিতে ১০৫টি। বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেক ঘটনা ভুক্তভোগীরা ভয়ে মামলা করছেন না। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে, বনশ্রীসহ কিছু এলাকায় স্থানীয়রা নিজেরাই পালাক্রমে পাহারা বসিয়েছেন। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সরকারের নীরবতা জনমনে প্রশ্ন তুলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যৌথ বাহিনী ' অপারেশন' শুরু করলেও, জনগণের আস্থা ফেরাতে সরকারকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।রাতে কাজ শেষে ঘরে ফেরা ব্যবসায়ী অথবা পথচারীর টাকা ও মূল্যবান জিনিস অস্ত্রের মুখে ছিনিয়ে নিচ্ছে ছিনতাইকারীরা। তালা কেটে বাড়িঘর ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সামগ্রী লুটপাট নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধা পেলেই এলোপাথাড়ি অস্ত্র দিয়ে কোপানো হচ্ছে, বাদ যাচ্ছে না সাধারণ মানুষও, চালানো হচ্ছে গুলি। এতে করে বাংলাদেশের শহর থেকে গ্রামগঞ্জে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হতে বাধ্য। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কম্বাইন্ড অপারেশন শুরু করেছে।এদিকে চুরি-ছিনতাই প্রতিরোধে কয়েকটি স্থানে রাতে পাহারা বসিয়েছেন স্থানীয় মানুষ। তারা পালাক্রমে এলাকা পাহারা দিচ্ছেন। জানা গিয়েছে, স্বর্ণ ডাকাতি হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় যুবকদের সমন্বয়ে রাতভর সম্মিলিত পাহারার উদ্যোগ নিয়েছেন বনশ্রী এলাকার বাসিন্দারা। সাধারণ মানুষ বলছেন, সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, তারা নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছেন। ব্লকভিত্তিক পালাক্রমে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশজুড়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন ধারাবাহিকভাবে চললেও ইউনূস সরকারের এই নীরবতা সাধারণ মানুষের মধ্যে এক গভীর প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৮ ফেব্রুয়ারিঃ আই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক

ধোপে টিকল না আর্জি, পদপিষ্টের ঘটনায় আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃগত ১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় রেলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়, কিন্তু শুক্রবার সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আবেদনকারী আনন্দ লিগ্যাল এইড ফোরাম ট্রাস্ট সুপ্রিম কোর্টে দাবি করেছে, রেল প্রশাসন মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা লুকাচ্ছে।আবেদনকারী শীর্ষ আদালতে আরও জানান, প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে পদপিষ্ট হওয়ার সময় প্রায় ২০০ জন মারা গিয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালত প্রশ্ন করে, ২০০ জন মারা গিয়েছেন, তার প্রমাণ কি? শুক্রবার সংক্ষিপ্ত শুনানি শেষে শীর্ষ আদালত আবেদনটি খারিজ করে দেয়। সর্বোচ্চ আদালত মন্তব্য করে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের আদালতে যেতে দিন।

বিরাট ধস শেয়ার বাজারে সূচকে, সেনসেক্স ও নিফটিতে বড় পতন

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃভারতের শেয়ার বাজারে 'সেল অফ'-এর চাপ প্রবল হয়ে উঠল সপ্তাহের শেষ ট্রেডিং দিনে। শুক্রবার সকালেই বিরাট ধস নামল সূচকে। সকালে বাজার খুলতেই সেনসেক্স এবং নিফটি সূচকে বড় পতন আসে।এদিন আবারও নতুন করে ট্রাম্পের কর হুমকির জেরে ধস নামে শেয়ার বাজারে। আর একইসঙ্গে ডিসেম্বর মাসের মূল জিডিপির তথ্য প্রকাশের দিন সামনেই আর তাই এই আবহে বাজারে বিনিয়োগকারীদের মনোভাব বদলে যায়। প্রায় ১.৫ শতাংশের কাছাকাছি পতন আসে সেনসেক্স এবং নিফটি সূচকে। আর অন্যদিকে বিএসই মিডক্যাপ এবং বিএসই স্মলক্যাপ সূচকেও ২ শতাংশ পতন আসে।সকাল ১০টার সময় সেনসেক্স এক ধাক্কায় ১০০৯ পয়েন্ট পরে যায়, অর্থাৎ ১.৩৫ শতাংশ ধস নামে শেয়ার বাজারে। সূচক নেমে আসে ৭৩,৬০২.৭০ পয়েন্টে আর নিফটি ৫০ সূচক পড়ে যায় ৩১২.২৫ পয়েন্টে অর্থাৎ ১.৩৯ শতাংশ ধস নামে বাজারে। আর নিফটির সমস্ত স্টকের মধ্যে আজকের বাজারে ২৬৫২টি স্টকের দাম কমে এবং মাত্র ৫১৯টি স্টকে সবুজ সঙ্কেত দেখা যায়।নিফটি ৫০ সূচকের স্টকগুলির মধ্যে ইনফোসিস, উইপ্রো, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা, টেক মহিন্দ্রার শেয়ারে সবথেকে বেশি পতন আসে। আর একইসঙ্গে গ্রাসিম, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, শ্রীরাম ফিনান্স, কোল ইন্ডিয়ার শেয়ারে সবথেকে বেশি মুনাফা আসে এদিনের বাজারে।

হালিশহর জেটিয়া পাঁচ মাথার মোড়ে টিলাইচণ্ডী কালী মাতা আশ্রমে শিব পূজা

দুরন্ত বার্তা,২৮ ফেব্রুয়ারিঃ-হালিশহর জেঠিয়া পাঁচ মাথার মোড়ে টিলাই চন্ডী কালী মাতার আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মহা শিবরাত্রি পূজা। টিলাই চন্ডী কালীমাতার আশ্রমে অনুষ্ঠিত এই শিব পূজা উপলক্ষে বহু মানুষজন ও ভক্তকূল উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাদের মনের ব্যথা ও মনের কথা বাবা ভোলেনাথকে জানিয়েছেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ও মানতও করেছেন। ডিলাইচণ্ডী কালীমাতা আশ্রমে এদিন বহু মানুষ ভোগ-প্রসাদ গ্রহণ করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পূজার্চনা চলে ও ভোলেবাবাকে ফল-মূল মিষ্টান্ন দিয়ে পূজা নিবেদন করা হয়। এই পূজা অনুষ্ঠানে এই জেলার বাইরের থেকেও অনেক জেলার ভক্তরা এসেছিলেন ভিরাই চন্ডী মন্দিরের শিব ঠাকুরকে পুজো দিতে।সমগ্র ভক্ত কুলের মধ্যে এদিনের ভোলেনাথের পূজা এলাকায় সাড়া ফেলে দেয়। সমগ্র পূজা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হালিশহর জেটিয়া পাঁচ মাথার মোড়ের টিলাইচণ্ডী কালীমাতা আশ্রমের সেবাইত ও সাধু পরিতোষ চক্রবর্তী।

নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘের নাট্যোসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে

মহন্ত দাশগুপ্তঃ-গত ১৩ ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ই ফেব্রুয়ারী,২০২৫ নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে ৪ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘে'র ৫৫ বর্ষ নাট্যমেলা (দ্বিতীয় পর্ব)। গত ১৩ ই ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, শ্রী তীর্থঙ্কর চন্দ্র মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক শ্রী সনৎ দে এবং নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘের সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃশ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চারদিনব্যাপী এই নাট্য মেলায় বিভিন্ন জেলার সেরা সেরা নাট্যদল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে এবং নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘের নিজস্ব নাটকও মঞ্চস্থ হয়। হিজলপুকুরিয়া জনজাগরণী হাবড়া'র নাটক-দেনাপাওনা, নৈহাটি রঙ্গসেনা'র নাটক-ধৃতরাষ্ট্র, হালিসহর আবহমানের নাটক-উল্কি, ডুমুরদহ অনামীনাট্যম্-এর নাটক-স্বপ্ন সফর, ত্রিবেণী নটনিকেতনের নাটক-নান্দীমুখ, টাকি আমরা অমলকান্তির নাটক-মানুষের ডিম, ইউনিটি মালঞ্চের নাটক-হজম শক্তি, হরিপাল নাট্যপ্রহরীর নাটক-শেষ বিচার, চন্দননগর যুগেরযাত্রী'র নাটক-রঘু ডাকাতের চিঠি, ইত্যাদি নাটকগুলি নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ হয় । এছাড়াও নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ তাদের মহিলাদের দ্বারা মহিলা নাটক, নাট্যকার মৃণাল দে'র-গ্রহণমুক্তি পরিচালনায়-দেবাশীষ সেন। সামগ্রিক ভাবনায় বিমল দে, নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ প্রযোজিত অনুজ গোষ্ঠীর নাটক-বঙ্কুবাবুর বন্ধু, পরিচালনায়-দেবাশীষ সেন , এছাড়াও তাদের নাটক-স্বপ্নের কাটাকুটি নাট্যকার-দেবব্রত ঘোষ, পরিচালনায়-কাজল ভট্টাচার্য। এছাড়াও মঞ্চস্থ নাটক-শিকড়ের ডানা, নাট্যকার-সৌমেন্দু ঘোষ, পরিচালনায়-দেবাশিষ সরকার, এই নাট্য উৎসবের সমস্ত নাটক দর্শকদের মনে সাড়া অতিরিক্ত সাড়া জাগায়। প্রতি বছরের মতো এই বছর তাদের নাট্যমেলা নৈহাটি অঞ্চলে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে।

খারাপ আবহাওয়া জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে

শ্রীনগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে খারাপ আবহাওয়ার কারণে পিছিয়ে দেওয়া হল পরীক্ষা। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের 'দুর্গম' অঞ্চলে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১ মার্চ ও ৩ মার্চ যে পরীক্ষাগুলি হওয়ার কথা ছিল, তা পিছিয়ে ২৪ ও ২৫ মার্চ পুনঃনির্ধারিত হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীর স্কুল শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে শুক্রবার জানানো হয়েছে, ১ মার্চ দশম শ্রেণীর হিন্দিউর্দুর যে পরীক্ষা ছিল তা হবে

ইইউ ও ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হবে সবচেয়ে বড় চুক্তি ঃ উরসুলা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) ও ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হবে সবচেয়ে বড় চুক্তি। জোর দিয়ে বললেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেন। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, আমি ভাল করেই জানি, এটা সহজ হবে না। শুক্রবার দিল্লিতে ইইউ-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্ব সম্মেলনে উরসুলা বলেছেন, এই কারণেই আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে একমত হয়েছি এবং এই বছরের মধ্যেই তা সম্পন্ন করতে চাই।উরসুলা আরও বলেছেন, আমরা কৌশলগত অংশীদারিত্বের তৃতীয় দশকে প্রবেশ করছি, এই বিষয়টি পরিস্কার। সেরাটা এখন আসতে বাকি।একসঙ্গে আমরা ভবিষ্যত গঠন করতে পারি এবং এই শতাব্দীর অন্যতম সংজ্ঞায়িত অংশীদারি হতে পারি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৬ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ০১ মার্চঃ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৫ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১২ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ১১ ফাল্গুন, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আবারও কিছু দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তাপমাত্রাও কিছুটা কমতে পারে। দার্জিলিঙে হতে পারে তুষারপাত।মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তার পরের তিন দিনে তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গেও মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিঙের কোথাও কোথাও তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫২মিনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

হিমাচলে আটকে ঘরবন্দী সোনারপুরের আরোহীর অভিযাত্রী দল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার ও আটকে ঘরবন্দি সোনারপুরের আরোহীর অভিযাত্রী দল। আবহাওয়া দপ্তরের পুর্বাভাস অনুযায়ী প্রবল তুষারপাত হিমাচলপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অংশে ।তাঁর ফলে ব্যাহত হচ্ছে সেখানকার জনজীবন।আর এরইমধ্যে সিনকুন সাউথ অভিযানে গিয়ে হিমাচলপ্রদেশের ছিকা গ্রামে সোনারপুরের আরোহীর পাঁচ সদস্যের অভিযাত্রী দল।মঙ্গলবার বিকেলেই তাঁরা পৌঁছে যায় সেখানে ।পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বুধবার ও বৃহস্পতিবার তাদের এখানেই থাকার কথা ছিল।কিন্তু শুক্রবারও তাঁরা ঘরবন্দী ।তবে শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার পুর্বাভাস রয়েছে । তুষারপাতের জেরে গ্রামবাসীরাও ঘরবন্দী ।ফলে এখানে একটি স্বাস্থ্য শিবির করার কথা ছিল কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আবহাওয়ার পুর্বাভাস অনুযায়ী ব্যাপক স্নোফল হচ্ছে সেখানে।যার ফলে কার্যত ঘরবন্দী রয়েছেন তাঁরা ।তবে অভিযাত্রী দলের প্রত্যেকেই ভালো ও সুস্থ আছেন বলে ওয়াটসঅ্যাপ বার্তায় শুক্রবার জানান তাঁরা ।২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্নোফলের পুর্বাভাস রয়েছে । তাই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন দলনেতা রুদ্রপ্রসাদ হালদার। তিনি এও বলেন, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশান রাস্তা পরিষ্কার করলে তাঁরা সড়ক পথে অভিযানের উদ্দেশ্যে কিছুটা এগোতে পারবেন । কিন্ত রাস্তা পরিষ্কার করতে দেরী হলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাঁরা ঘোড়ায় করে এগনোর পরিকল্পনাও করেছেন। তবে সবটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার উপর। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালেই মানালি থেকে বের হয়েছিলেন সোনারপুর আরোহীর পাঁচ সদস্যের এই অভিযাত্রী দল ।প্রথমে তাঁরা যান কেলংয়ে । কেলংয়ে ডিসি অফিস ও পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়মানুযায়ী সমস্ত তথ্য জমা করা হয় ।তারপর ছিকা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় পুরো টিম।১২ হাজার ফুট উচ্চতায় এই গ্রাম এই পথের শেষ গ্রাম।এখানেই দুদিন থাকার কথা রয়েছে তাদের । আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবির ও সেখান কার ছোটছোট বাচ্ছাদের হাতে খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে তাদের ।ছিকা গ্রামের কমিউনিটি সেন্টারে আপাতত তাঁরা থাকছেন । এখানেই স্বাস্থ্য শিবির করবে তাঁরা। রুদ্রপ্রসাদ হালদার ছাড়াও এই অভিযানে রয়েছেন সোনারপুর আরোহীর আরও চার সদস্য । তাঁরা হলেন রাহুল হালদার, চিকিসক উদ্দীপন হালদার, দেবাশিস মজুমদার ও অরুনাভ সাঁপুই। সোনারপুর আরোহীর এ বারের মূল লক্ষ্য শীতকালীন অভিযানে সফল আরোহণ করা ।দলনেতা রুদ্রপ্রসাদ হালদার বলেন, এই অভিযান সফল হলে শীতকালীন অভিযানে আগ্রহ আর ও বাড়বে । সাধারণত ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে মার্চের মধ্যে কোনও পর্বতের বেসক্যাম্প থেকে শৃঙ্গে আরোহন করে আবার বেসক্যাম্পে ফেরত এলে তা শীতকালীন পর্বতারোহনের মধ্যে পড়ে । জানা গিয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ধরে পশ্চিম গিরিশিরায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।এখন দেখা যাক প্রকৃতির সহায়তা কতটা পান তাঁরা।

নিজের বন্দুক থেকেই গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হুগলিতে নিজের বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন এক পুলিশ কর্মী। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই পুলিশ কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হুগলি জেলার ইমামবাড়ার এই ঘটনায় জখম পুলিশ কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওই পুলিশকর্মীর নাম হিমাংশু মাঝি। বাড়ি বাঁকুড়ায়। পুলিশ কনস্টেবল পদে রয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে ইমামবাড়া হাসপাতালেরই পুলিশ লকআপ পাহারার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। কর্মরত অবস্থায় হঠাই নিজের বন্দুক থেকে মাথায় গুলি চালিয়ে দেন তিনি। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন ওই পুলিশ কর্মী। তড়িঘড়ি ওই হাসপাতালেই তাঁকে ভর্তি করানো হয়। কেন তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, হাসপাতালের কর্মী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রক্তচাপ মাপার নাম করে কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল হাসপাতালের কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর শাস্তির দাবিতে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ওই কিশোরী বৃহস্পতিবার হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়। শুক্রবার ভোরবেলা হাসপাতালে এক কর্মী তার রক্তচাপ মাপতে গিয়েছিলেন। সব সেরে চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ পর তিনি আবারও ওই কিশোরী কাছে আসেন। ফের রক্তচাপ মাপা হবে বলে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে সেখানেই শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন তিনি। অভিযুক্তকে ধাক্কা মেরে ওই কিশোরী পালিয়ে আসার চেষ্টা করলে তাকে ঘরের মধ্যে আটকে দেন। তারপরই কিশোরী চিৎকার শুরু করে। তখন ভয়ের চোটে সেখান থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। নিজের ওয়ার্ডে ফিরে এসেই ওই কিশোরী তার মাকে স্বাস্থ্যকর্মীর কীর্তির কথা বলে। কিশোরীর পরিবারের লোকেরা ওই স্বাস্থ্যকর্মী শাস্তির দাবিতে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টিতে গুরুত্ব না দেওয়ায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালের সামনের রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

বিশেষভাবে সক্ষম ভাইয়ের টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ বোনের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং , ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশেষভাবে সক্ষম ভাইয়ের নামে আসা আবাস যোজনার টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উঠল বোনের বিরুদ্ধে। বারবার টাকা চেয়েও না মেলায় এবার থানার দ্বারস্থ হলেন ভাই জামালউদ্দিন মোল্লা। বোন আমিনা শেখের বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেরোভাঙা এলাকার ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মাথা গোঁজার ঘর ঠিক মত না থাকায় পঞ্চায়েতের তরফে জামালউদ্দিনের নামে আবাস যোজনার ঘরের সুপারিশ করা হয়েছিল। সেই ঘরের প্রথম কিস্তির টাকা অ্যাকাউন্টে ও জমা প।ে কিন্তু অভিযোগ জামালের বোন সেই টাকা নানা অছিলায় অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেয়। ফলে টাকার অভাবে ঘর করতে পারছেন না জামাল। বোনের কাছে টাকা চাইলেও সেই টাকা মেলেনি বলে দাবি তাঁর। বিষয়টি পঞ্চায়েতে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই বোনের বিরুদ্ধেই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ জানান শুক্রবার। জামাল বলেন, আবাস যোজনার ঘরের ৬০ হাজার টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল। বোন সেই টাকা তুলে দেওয়ার নাম করে নিজেই নিয়ে নেয়। টাকা চাইলেও দিচ্ছে না। আমি ঘর করতে পারছি না। ঘরের কাজ শুরু না করলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও মিলছে না। এই বিষয়ে আমিনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। ফোন ধরেননি তিনি। এসএমএসের উত্তরও দেননি। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আকচার মণ্ডল বলেন, আমাদের কাছে এসেছিলেন জামালউদ্দিন। আমরা টাকা ফেরতের কথা বললেও আমিনা টাকা ফেরত দেয়নি। আমরাই থানার দ্বারস্থ হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছি।

দি প্রগ্রেস এর চতুর্থ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিঞ্জান ভিত্তিক মডেল প্রদর্শনী

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুষ্ঠিত হলো একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান। উলুবেড়িয়ার বীরশিবপুরে একটি বেসরকারি বিদ্যালয় দি প্রগ্রেস এর চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো বিদ্যালয়ে পাঠরত নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের কবিতা,গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি,নাটক,গুনিজন সংবর্ধনা, বিঞ্জান ভিত্তিক মডেল প্রদর্শন সহ নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সেখ আনোয়ারুল হক বলেন গ্রাম্য এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ইংরেজি ভাষার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে , এবং বিঞ্জান ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক মহম্মদ মহসীন, মহেশপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অমিত চক্রবর্তী, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরিজি ঘোষ, সাংবাদিক মতিয়ার রহমান,এম এ মনু, শিক্ষক কামারুল হক, শিক্ষক ইদ্রিস আলী,সেখ মহঃআরিফুল্লা প্রমুখ।

কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি চাষির থেকে ৯ টাকা কেজি দরে আলু কিনবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকা।, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অভাবী বিক্রি রুখতে চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি আলু কিনতে চলেছে রাজ্য সরকার। সরকারকে আলু বিক্রি করার জন্য একজন চাষি পাবেন কুইন্টাল পিছু ৯০০ টাকা করে। অর্থাৎ এক কেজি আলু ৯ টাকা দরে কিনে নেওয়া হবে। ফলে আলু চাষ করে এ রাজ্যের দষিদের আর ক্ষতির মুখ দেখতে হবে না। কৃষি বিপণন দপ্তর যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, সেই অনুযায়ী, চাষিদের কাছ থেকে জ্যোতি আলু কেনা শুরু করা হবে ১ মার্চ থেকে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত জেলায় জেলায় এই ব্যবস্থা চালু থাকবে। তার মধ্যে নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র দেখিয়ে আলু রাজ্যের কাছে বিক্রি করতে হবে। হিমঘর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই আলু কেনা হবে। হিমঘর মালিকরা প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণও পাবেন। কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে খবর, একজন চাষির থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ কুইন্টাল বা প্রায় ৭০ বস্তা আলু কেনা হবে। সব মিলিয়ে জেলাগুলি থেকে প্রায় ১১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কিনে নেবে রাজ্য সরকার। পূর্ব বর্ধমান, হাওয়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর-এই ১২টি জেলা থেকে আলু কেনা হবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, এবার রাজ্যে আলুর ফলন নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী কৃষি দপ্তরও। দপ্তরের হিসাবে প্রায় ১৪০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হবে। তাই আগে থেকেই চাষিদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে সরাসরি আলু কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। কোন চাষিদের কাছ থেকে আলু কেনা হবে, হিমঘর ভিত্তিক তার তালিকা তৈরি করবেন বিডিওরা। হিমঘর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই এই আলু কেনা হবে। যাঁরা আলু বিক্রি করবেন সেই সমস্ত চাষিদের কৃষক বন্ধু প্রকল্প, কিষান ক্রেডিট কার্ড, জমির নথি বা বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পে আলুর বিমা করা নাথির মতো প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি দিয়ে বিডিওর কাছে আবেদন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রায়ত্ত বাঙ্ক থেকে হিমঘর মালিকরা আলু কেনার জন্য ঋণও পাবেন। সূত্রের খবর, ৭ জুন থেকে চাষিদের কাছে থেকে কেনা আলু বিক্রি শুরু করবেন হিমঘর কর্তৃপক্ষ। প্রতি সপ্তাহে মোট মজুত আলুর ৫ শতাংশ করে বিক্রি করতে হবে। এবং বিক্রি করার সময় আলুর বন্ডের দাম কত হবে, তা নির্দিষ্টও করে দিয়েছে কৃষি বিপণন দপ্তর। ব্যাঙ্ক ঋণের সুদ, হিমঘর মালিকদের লভ্যাংশ, সব মিলিয়ে হিসাবে প্রতি কুইন্টাল আলুর বন্ডের দাম ধার্য করা হয়েছে ১০৬২ টাকা। বাজারে বন্ডের দাম কোনও কারণে নেমে গেলে সরকার হিমঘর মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেবে। বন্ধের দাম কোন সময়ে কত রয়েছে, তা নজরে রাখবে কৃষি বিপণন দপ্তর। সরকার সরাসরি আলু কিনলে প্রতি কুইন্ট।লে ১৫০১ থেকে ১৫০৫ টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিমানবন্দরের দিকে ৩ রুটে টানা তিনদিন বন্ধ বাস, চরম ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টানা তিনদিন ধরে ৪৬, ৪৬ এ এবং ৪৬ বি রুটে বন্ধ ৬৩টি বাস। তার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার যাতায়াতকারীরা। শুক্রবারই এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর। বিমানবন্দর থেকে বাগুইআটি, কেষ্টপুর, চিনারপার্ক এবং কাঁকুরগাছি হয়ে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত যায় এই বাসগুলি। কমপক্ষে কয়েক হাজার নিত্যযাত্রী এই বাসে যাতায়াত করেন। বাসরুটগুলিতে ২৫০-৩০০ জন কর্মী রয়েছেন। তাঁদের দাবি, হীরালাল খেওড় নামে এক শ্রমিক নেতার সঙ্গে বিবাদের জেরে তিনদিন ধরে বন্ধ বাস পরিষেবা। বাসমালিকদের অভিযোগ, ওই শ্রমিক নেতা বোনাসের টাকা

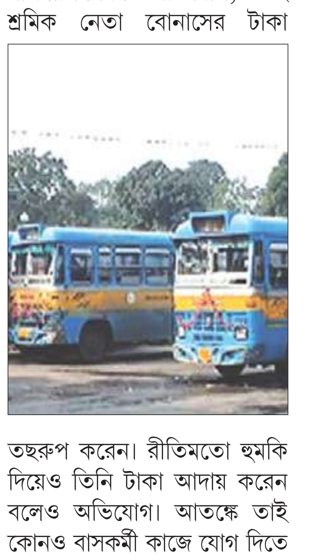

তছরুপ করেন। রীতিমতো হুমকি দিয়েও তিনি টাকা আদায় করেন বলেও অভিযোগ। আতঙ্কে তাই কোনও বাসকর্মী কাজে যোগ দিতে চাইছেন না। সমস্যা সমাধানে বাস মালিকদের সংগঠনের তরফে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সচিবকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে সমস্যা সমাধান হয়নি। তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেটের সহ সভাপতির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে লড়ছেন বাসমালিক ও কর্মীরা। কিন্তু এতদিন সকলকে একত্রিত করতে পারছিলেন না। তবে এবার পেরেছে। তাই একসঙ্গে ৬৩টি বাস পরিষেবা বন্ধ। তার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার যাতায়াতকারীরা। তবে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তাঁর দিকে আপাতত

পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ‘হেমপ্রভা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা’ পেলেন সেখ মাবুদ আলী

বনস্পতি দে ঃ পরিবেশ রক্ষায় দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ডের

সবুজ সৈনিক সেখ মাবুদ আলী-কে আন্তর্জাতিক ‘ শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা - ২০২৪’ প্রদান করলো বন্দ্যোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক পরিষদ। সমাজসেবা বিভাগে এই বিশেষ সম্মাননায় তাঁকে মানপত্র, স্মারক এবং সাম্মানিক প্রদান করা হয়।

সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ২০,০০০-এরও বেশি গাছ রোপণ করে। বিশেষ করে বিলুপ্তপ্রায় গাছ সংরক্ষণে তাঁদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সম্প্রতি ডানকুনিতে ৪০টি লাল চন্দন গাছ রোপণ করা হয় এবং সেই গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় ক্লাবের সহযোগিতায় বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন সেখ মাবুদ আলী। সম্মাননা গ্রহণ করে সেখ মাবুদ আলী বলেন, এই পুরস্কার শুধু আমার একার নয়, সবার। পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, এবং আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আরও অনেকে এই কাজে এগিয়ে আসবেন। পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। সেখ মাবুদ আলী ছাড়াও ‘ শিল্প -সাহিত্য - সংস্কৃতি সম্মাননা- ২০২৪’ পেয়েছেন কথা সাহিত্যে শ্রী পার্থ ভট্টাচার্য (ভারত), কবিতায় ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো দিয়াজ (চিলি) ও শ্রী সন্তোষ কুমার পোখারেল (নেপাল), এবং সঙ্গীতে শ্রীমতি সুকৃতি লাটু (ভারত)। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, রবিবার, কলকাতার বজ বজে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজ বজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি ও লেখক সুধাংশুরঞ্জন সাহা, রেখা রায়, নমিতা দাশ, প্রদীপ গুপ্ত, সুবীর রঞ্জন দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ ধর, দীপক মান্না, মৌসুমী সরকার, পৌরমাতা স্নিগ্ধা মাইতি ।

মহাকুম্ভর গুরুত্ব নিয়ে মন্তব্য তথাগত রায়ের

দুরন্তার্তা,কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভের বিশালত্ব জেনে অনেকের চোখ কপালে উঠছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, মহাকুম্ভের দৌলতে ফুলে ফেঁপে উঠবে উত্তর প্রদেশের অর্থনীতি। শুক্রবার মহাকুম্ভ নিয়ে এক্সবার্তায় মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তিনি লিখেছেন, মহাকুম্ভের পবিত্র স্নানের জন্য ৪৫ দিন ধরে প্রায় .৬২ কোটি মানুষের সমাবেশের অর্থ কেবল একটিইঃহিন্দুত্বই এই জাতির জন্য সব কিছু। যদি হিন্দুত্ব চলে যায়, তাহলে সব কিছুই চলে যায়। হিন্দুত্বকে আলিঙ্গন করুন এবং আপনি দেশকে রক্ষা করবেন এবং এগিয়ে নিয়েযাবেন।প্রসঙ্গত, শিবরাত্রিতে শেষ হয়েছে প্রয়াগের মহাকুম্ভ। গত কয়েক দশকে প্রয়াগরাজে জনসমাগম হার মানিয়েছে সব জমায়তকে।

লরির চাকায় পিষ্ট স্কুটির পিছনে বসা যাত্রী, গুরুতর জখম চালকও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দুর্ঘটনা। শুক্রবার সকালে একটি স্কুটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি লরি। ওই ধাক্কায় স্কুটির দুই আরোহী ছিটকে সেতুর রাস্তায় পড়ে যান। লরির চাকায় পিষ্ট হন স্কুটির পিছনে থাকা আরোহী। গুরুতর জখম হন স্কুটি চালকও। মৃতের নাম মনোজ সাউ (৪০)। তিনি হাওড়া থানা এলাকার বনবিহারী বোস রোডের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুটি নিয়ে মনোজ সাউ এবং তাঁর ভাই অমরনাথ সাউ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শুক্রবার সকালে। অমরনাথের শ্বশুর কলকাতার বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে শ্বশুরের মৃতদেহ শববাহী গাড়িতে নিয়ে ফিরছিলেন অমরনাথ। তিনি স্কুটিতে ছিলেন। স্কুটির পিছনে ছিলেন তাঁর ভাই মনোজ। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে তাঁদের স্কুটিকে একটি লরি ধাক্কা মারে। স্কুটিটি চালাচ্ছিলেন অমরনাথ, পিছনে বসেছিলেন মনোজ। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মনোজের। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন অমরনাথ। মনোজের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। লরিটি বেপরোয়া ভাবে চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে লরিটিকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। ঘাতক লরি এবং চালকের খোঁজ করছে পুলিশ। সাউ পরিবারে শোকের ছায়া। ওই লরি চালকের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন তাঁরা।

অতর্কিতে অ্যাসিড হামলার শিকার খড়দহের গৃহবধূ, অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কাজ করতে করতে অতর্কিতে অ্যাসিড হামলার শিকার হলেন খড়দহের এক গৃহবধূ। তাঁর মাথায়, মুখে প্রতিবেশী এক যুবক আচমকাই অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার অভিযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রহড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

শুক্রবার দুপুরে খড়দহ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের এলপি কলোনিতে ঘটে অ্যাসিড হামলার ঘটনাটি। অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে। তাঁর মাথার চুল ও মুখের বেশ খানিকটা অংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানান চিকিৎসকরা। তাঁর অবস্থা আপাতত সংকটজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, তারক দাস নামে একজনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন আক্রান্ত গৃহবধূ ও অভিযুক্ত উভয়েই। গৃহবধূ স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে বাড়ির একটি ঘরে ভাড়া থাকেন। পাশের ঘরের ভাড়াটে অভিযুক্ত সুজিত কুমার দেবনাথ। অভিযোগ, এদিন দুপুরে আক্রান্ত গৃহবধূ বাড়ির উঠোনে কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই পাশের ঘরের ভাড়াটিয়া সুজিত দেবনাথ ওই গৃহবধূর পিছন থেকে মাথায় ও মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। অ্যাসিড হামলায় গৃহবধূর মুখ ও মাথার অংশ পুড়ে যায়। তিনি চিৎকার করে উঠলে আশপাশের ঘর থেকে সকলে বেরিয়ে আসেন। এমন কাণ্ড দেখে শিউরে ওঠেন তাঁরা। আক্রান্ত মহিলার স্বামী অশোক দাস জানান, আমি বাড়িতে ছিলাম না, কাজে গিয়েছিলাম। ভাইপো ফোন করে জানাল এরকম ঘটনা ঘটেছে। বুঝলাম না কেন এই ঘটনা ঘটল। ওদের সঙ্গে আমাদের কখনও কোনও ঝগড়া ছিল না।

অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রয়াগরাজ সফরে মহাকুম্ভের সময় করা চমৎকার কাজের জন্য রেলওয়ে পরিবারকে সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন

গোরক্ষপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রয়াগরাজ সফর করেন ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের জন্য ভারতীয় রেলের ব্যাপক প্রস্তুতির স্ব-পর্যালোচনা করতে। এই বিশাল ধর্মীয় সমাবেশের মাত্রা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তিনি স্থল কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য উত্তর মধ্য রেলওয়ে (এনসিআর), উত্তর পূর্ব রেলওয়ে (এনইআর) এবং উত্তর রেলওয়ের (এনআর) অধীনে বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করেন। তার সফরকালে, তিনি রেল কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন শ্রী বৈষ্ণব বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ের প্রশংসা করেন এবং সকল তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক যাত্রা সহজতর করার জন্য ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। রেলমন্ত্রী পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অব্যাহত নির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং অভূতপূর্ব সংখ্যক ভক্তদের সামলাতে তাদের অব্যাহত সহায়তার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন যাদব এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সরকারকে ধন্যবাদ জানান। রেলওয়ে কর্মীদের অসামান্য নিষ্ঠার প্রশংসা করলেন রেলমন্ত্রী। তাঁর সফরকালে, রেলমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে রেলওয়ে কর্মীদের প্রত্যেকের সাথে দেখা করেছিলেন এবং এই ধরণের অনুষ্ঠান পরিচালনায় ভূমিকা পালনকারী প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। যাত্রীদের সহায়তাকারী ফ্রন্টলাইন কর্মী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী আরপিএফ, জিআরপি এবং পুলিশ কর্মীরা, নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল পরিচালনাকারী ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, চিকিৎসা সহায়তা প্রদানকারী ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মী থেকে শুরু করে হেল্প ডেস্কের কর্মকর্তা এবং বুকিং কর্মীরা, ভ্রমণকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য-সকলের অবদানের প্রশংসা করা হয়েছে। রেলকর্মীদের নিষ্ঠার প্রশংসা করলেন রেলমন্ত্রীতিনি টিটিই, ড্রাইভার, সহকারী ড্রাইভার, সিগন্যাল এবং টেলিকম কর্মী, টিআরডি এবং বৈদ্যুতিক দল, এএসএম, নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, ট্র্যাকম্যান এবং রেলওয়ে প্রশাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এই বিশাল উদ্যোগের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রথম থেকে শেষ সারির প্রতিটি কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্টেশনগুলি পরিদর্শন করেন এবং প্রথম থেকে শেষ সারির প্রতিটি কর্মচারীর সাথে দেখা করে তাদের ধন্যবাদ ও উৎসাহিত করেন এবং লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর জন্য মহাকুম্ভ ২০২৫-এর একটি নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য যারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অভূতপূর্ব ট্রেন চলাচল২০২৫ সালের মহাকুম্ভমেলা উপলক্ষে, ভারতীয় রেলওয়ে তার প্রাথমিক পরিচালন পরিকল্পনার চেয়েও বেশি পরিষেবা প্রদান করেছিল।

জয়নগরের শিবে আজও বহমান বাঙালির আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

শুভঙ্কর দাস, হুহলি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনি প্রান্তজনের ব্রতচারী। তিনি সিদ্ধ যোগীপুরুষ। তিনি মহাদেব। বাঙালি চিরকালই নিজের মতো করে মহাদেবকে সাজিয়েছে। বঙ্গজীবনে তিনি ভোলে বাবা। তিনি সরল হলেও তার স্বার্থত্যাগী বীরত্বের প্রতি বাঙালি বিভোর। তাই তো ধান ভানতে মহীপালের গীত পাল্টে সে ধান ভানতে শিবের গীত করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর মজিলপুরের বিশিষ্ট মৃশিল্পী শম্ভুনাথ দাস প্রায় আট প্রজন্ম ধরে শিবের মূর্তি নির্মাণে বাঙালির সেই আদি অকৃত্রিম বীরত্বময় ভাবুক পিতার বাসল্য রসকেই তুলে ধরেছে। তিনি শিবের জীবনযাপনের বিভিন্ন অভিব্যাক্তি প্রতিমা নির্মাণে তুলে ধরে থাকেন। বাম হাতে পিনাক ও ডানে ত্রিশূল। মুখে চিন্তিত সতর্ক ভাব স্পষ্ট। নন্দীর ওপর বসে মহাদেব। সন্তান ও দৈনন্দিন সংসার কোন অনিশ্চিত পথে এগিয়ে চলবে সেই বিষয়ে চিন্তিত বাঙালি পিতার মনোভাবই স্পষ্ট হয়েছে এই প্রতিমার মধ্য দিয়ে। তার অনুচরেরা বাজাচ্ছে শিঙা। নন্দীর ওপর বসে পার্বতী ও গণেশকে নিয়ে বসে রয়েছেন মহাদেব। এমন অনুপম প্রতিমা নির্মাণের মধ্যে বঙ্গ পুরুষের সংসারী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সংসার সীমান্তে নেতৃত্বের আনন্দ যে তার কাঁধে সেটাই এই প্রতিমার মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। কাঁধে মৃত সতীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন শিব। মুখের ভাবে শোকস্তব্ধ গাম্ভীর্যতা। যেন জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া স্বজনহারা স্বামী। শোক বিহ্বল হলেও শরীরী ভাষায় হাল না ছাড়া মনোভাব। শত দু ঃখের মাঝেও কর্তব্যের প্রতি অটল থেকে এগিয়ে যাওয়ার বঙ্গ পুরুষের মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে এই প্রতিমার মধ্যে দিয়ে। শম্ভুনাথ দাসের তৈরি শিব মূর্তির মধ্যে

নেশাতুর শিবের দেখাও পাই। তীব্র শোকে নেশাগ্রস্ত শিব যেন বড্ড ক্লান্ত, সঙ্গীহীন। ত্রিলোকের অধিপতি হয়েও তিনি নিঃসঙ্গ। খ্যাতি, যশের প্রতি নেই তার কোনো আসক্তি। সে যেন প্রিয়জনের অবহেলায় বড্ড একা হয়ে পড়েছে। পদ্মের ওপর বসে অন্নপূর্ণা। শিব গিয়েছে তার কাছে ভিক্ষে করতে। শরীরী ভাষায় ইতস্তত ভাব। সংসার চালাতে গিয়ে অর্থাভাব হলে ঋণ নিতে হয়। এতে মনের মধ্যে কুণ্ঠা বোধ তৈরি হয় বঙ্গ পুরুষের। সেই ভাবই অনবদ্য আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন শিল্পী। শম্ভুনাথ দাসের তৈরি শিব প্রতিমাগুলো দুই খোল ছাঁচের পোড়ামাটির তৈরী। ছাঁচগুলো বংশপরম্পরায় মজিলপুরের দাস পরিবারের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তার তৈরি শিবের চোখের বিন্যাসের মধ্যে পটচিত্রের ছোঁয়া রয়েছে। খুবই গভীর সেই চোখের ভাবনা। আর তাতেই বিভোর বাঙালি।

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশন

দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড) কর্তৃক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, লিকুইডেশনে **কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড** - যার **CIN: U01222WB1973PLCO29137** এবং পোঃ আরামবাগ, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১২৬০১-এ নিবন্ধিত অফিস রয়েছে, নীচে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং পদ্ধতি অনুসারে আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুসারে **ই-নিলামের মাধ্যমে** একটি গোয়িং কনসার্ন হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা **যেখানে আছে যেমন আছে, যাহা আছে যেমন আছে এবং কোনও রিকোর্স নেই** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হচ্ছে। ই-নিলামটি MSTC লিমিটেড www.mstcindia.co.in দ্বারা পরিচালিত হবে এবং **www.bidboli.com** এর মাধ্যমেও তালিকাভুক্তবিপণন করা যেতে পারে। ই-নিলামটি **শুক্রবার, ০৪ এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১০০ টা থেকে বিকাল ৪০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

১.	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম ঃ **MSTC লিমিটেড** ২. মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম **www.bidboli.com** ৩. তারিখ এবং সময় **শুক্রবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।** ই-নিলামের সময়সীমা ৮ মিনিট পর্যন্ত সীমাহীনভাবে বাড়ানো হবে অর্থাৎ ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগের শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে দরপত্র জমা দিলে প্রতিবার ই-নিলামের শেষ সময় ৮ মিনিট করে বাড়ানো হবে।
২.	বর্ণনা	**সম্পূর্ণ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ওয়াশিংটন আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেডের বিক্রয়-একটি চলমান উদ্বেগ হিসেবে অবসাদ বিক্রয়ের মাধ্যমে সেই সম্পদগুলি বাদ দেওয়া হবে যেখানে সুরক্ষিত ঋণদাতারা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাই অবসাদ এস্টেটের অংশ নন।**
৩.	রিজার্ভ মূল্য	৯৪,৩৭,৩১,০০০.০০- (চুরানব্বই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা) মাত্র।
৪.	আর্নেস্ট মানি	জমা ৪,৭১,৮৬,৫৫০.০০- টাকা(চার কোটি একাত্তর লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা) মাত্র।
৫.	দর বৃদ্ধি	আইএনআর ১০,০০,০০০.০০- (দশ লক্ষ টাকা) মাত্র
৬.	ই-নিলামে অংশগ্রহণ	১. সকল আগ্রহী ক্রেতাকে অবশ্যই প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে উল্লিখিত **শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে liquidator.ahl@decoderesolvency.com** ঠিকানায় ইমেল করার মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুসারে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেওয়া একটি পূর্বশর্ত। ৩. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুসারে) যোগ্য দরদাতা হিসেবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া একটি পূর্বশর্ত।
৭.	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**মঙ্গলবার, ১৮ মার্চ, ২০২৫**
৮.	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**বৃহস্পতিবার, ২০ মার্চ, ২০২৫**
৯.	সম্পত্তি পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী নির্ধারণের জন্য, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে **liquidator.ahl@decoderesolvency.com** ঠিকানায় লিখুন। যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি **শুক্রবার, ২১ মার্চ, ২০২৫ থেকে শনিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৫, সকাল ১১.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬,০০ টা পর্যন্ত।**
১০.	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**মঙ্গলবার, ০১ এপ্রিল, ২০২৫**

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে সানসে মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, সকল আগ্রহী দরদাতাদের কেবলমাত্র ইমেল ঠিকানায় liquidator.ahl@decoderesolvency.com ঠিকানায় লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অন্য কোনও যোগাযোগের মাধ্যম গ্রহণ করা হবে না।

এসডি-
ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর- আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড
পত্রালাপ ইমেল liquidator.ahl@decoderesolvency.com নিবন্ধিত ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com আইবিবিআই নিবন্ধন নম্বরঃ IBBII/PE-0091/PA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখ ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ০১ মার্চ, ২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯০ সংখ্যা, শনিবার ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩১

সিনেমায় নষ্ট মেয়ের উপাখ্যান

বারো বছরের মেয়েটি বার ডান্সারের লাইসেন্স নিতে গিয়েছিল কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরে। সেখানেই এই কথোপকথন। যে বয়সে মেয়েরা বিনুনি বেঁধে স্কুলে যায় বা এক্কাদোক্কা খেলে সেই বয়সে একটা মেয়ে কিনা নাচনি হতে চায় ! উপায়টাই বা কি, পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। সন ১৯৪৭, ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল একটা দেশ। আর তার সাথে ভাগ হয়ে গেলো দুটো প্রদেশ, বাংলা ও পাঞ্জাব। হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করা, একই ভাষায় কথা বলা লোকজন হঠাৎ করেই জানতে পারে দুটো আলাদা জাতে পরিণত হয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, মাঝখানে উঠে গেছে কাঁটাতারের বেড়া। শুরু হলো বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মহানিষ্ক্রমণ। একদিন যারা বৃষ্টিভেজা সবুজ গাছগাছালি ঘেরা কুটিরে বাস করতো শান্তিতে, তাদের ঠিকানা হলো রেল প্লাটফর্ম কিংবা অস্বাস্থ্যকর বস্তি অঞ্চলে। রাতারাতি তাদের পরিচয় হলো উদ্বাস্তু। মেয়েটির নাম আরতি দাস। জন্ম পূর্ববাংলার নারায়ণগঞ্জে। ওপার বাংলা থেকে যেদিন বাবা মায়ের হাত ধরে কোলকাতায় আসে তখন বয়স এক বছরেরও কম। প্রথমে শেয়ালদা স্টেশন তারপর একে ওকে ধরে আহিরীটোলায় মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হলো। সামান্য যে সোনাদানা আনতে পেরেছিলো তা বেচে চললো কিছুদিন তারপর মা বাবুদের বাড়িতে আর বাবা এক দোকানে কাজ নিলো। সামান্য আয়ে পাঁচটা পেট চালানো মুস্কিল। এরকম আধপেটা খেয়ে দিন চালানোর বিরুদ্ধে আরতি বিদ্রোহ করে বসলো একদিন। দুদিন ঘোরাঘুরি করে এক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারের কাজ জুটিয়ে নেয়। বয়স তখন তার মাত্র এগারো। এই এ্যাংলো পরিবারে প্রায় সন্ধ্যায় রেকর্ড প্লেয়ারে গান চালিয়ে নাচানাচি হতো। পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আরতি দেখতো, চেষ্টা করতো তাদের নাচ নকল করতে। সে বাড়ির পার্টিতে নিয়মিত আসতো ভিভিয়েন হ্যানসেন, পার্ক স্ট্রিটের 'মোক্যাম্বো' রেস্তরাঁর এক গাইয়ে। তার চোখে একদিন ধরা পড়ে গেল আরতির প্রচেষ্টা। তাকে নিয়ে হ্যানসেন গেলো চৌরঙ্গির 'ফারপোজ'-এ। হ্যানসেনের সুপারিশে মাসিক সাতশো টাকা বেতনে কাজ পেলো আরতি। সাদা চামড়ার মেয়েরা তখন দেশ ছাড়ায় হোটেলে বার ডান্সারের তীব্র অভাব। কাঠখড় পুড়িয়ে হাতে এসেছিল লাইসেন্স। প্রতি রাতে বার-নর্তকী হওয়ার ছাড়পত্র। দর্শকদের সামনে আসার আগে চলেছে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ। সেই প্রশিক্ষণেই দেওয়া হয়েছিল পোশাক যা পরে তাকে প্রতি রাতে নাচতে হবে। দেখে অঝোরে কেঁদেছিল মেয়েটা। এতটা নিরাবরণ হয়ে আসতে হবে রাতের আসরে ! ধীরে ধীরে একদিন সেই লজ্জাটুকু ভুলে গেলো, মন দিলো অনুশীলনে। প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একদিন উদ্বাস্তু আরতি দাসের পায়ে উঠে এল ক্যান ক্যান, চার্লসটন, টুইস্ট, হাওয়াইয়ান হুলা এবং বেলি ডান্স। হোটেল থেকে নাম রাখা হয় শেফালি, মিস শেফালি। জৌলুসময় এক ক্যাবারে ড্যান্সারের আড়ালে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় নারায়ণগঞ্জে জন্ম নেওয়া আরতি নামের সাদামাটা মেয়েটা। ফিরপোজ হোটেলের পর থেকে আর কখনোই পিছু ফিরতে হয়নি শেফালিকে। সেখান থেকে ওবেরয় গ্রান্ড, সতেরো বছর ধরে প্রতি রাতে নেচেছেন।

হেমন্তর কালজয়ী সঙ্গীত

'ও নদী রে... একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে' এবং 'পথের ক্লান্তি ভুলে' ;হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের গানদুটি কেবল বাঙালির আবেগের দুই টুকরো প্রতিচ্ছবিই নয়, প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ের দুটি প্রকোষ্ঠ বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। বাংলা গানের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায় জুড়ে আছে এই দুই কালজয়ী গান। এই অবিস্মরণীয় সুর শোনা গিয়েছিল ইংরেজি চলচ্চিত্রেও। আজ থেকে ঠিক ৫৩ বছর আগে, ১৯৭২ সালে মুক্তি পাওয়া 'Siddhartha ছবিতে এই অনন্য ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে প্রথমবারের মতো হলিউডের কোনো চলচ্চিত্রে বেজে উঠেছিল বাংলা গান। যদিও গান দুটি বাঙালি দর্শকের কাছে নতুন ছিল না। 'ও নদী রে' প্রথমবার শোনা যায় ১৯৫৯ সালের 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে এবং 'পথের ক্লান্তি ভুলে' সেই একই বছরে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ। কিন্তু, এই দুই কালজয়ী গানের জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে বেছে নিয়েছিলেন লন্ডনের পরিচালক কনরাড রুকস্, তাঁর Siddhartha ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে। কেবল গানই নয়, পুরো ছবির আবহসঙ্গীতও রচনা করেন হেমন্ত। এই ছবির কাহিনি গড়ে উঠেছে জার্মান সাহিত্যিক হেরম্যান হেসে-এর নোবেলজয়ী উপন্যাস 'Siddhartha অবলম্বনে। কনরাড রুকস্ নিজেই পরিচালনার পাশাপাশি লিখেছিলেন ছবির চিত্রনাট্য, এমনকি প্রযোজনাও করেছিলেন তিনি। ভারতের আধ্যাত্মিক পরিবেশ আর আত্ম-অনুসন্ধানের দর্শনকে উপজীব্য করেই এই ছবির নির্মাণ। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্ধার্থের ভূমিকায় ছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শশী কাপুর এবং নায়িকা ছিলেন সিমি গারেওয়াল। তাঁদের সঙ্গে আরও অভিনয় করেছিলেন রমেশ শর্মা, পিন্টু কাপুর, শিশুশিল্পী কুণাল কাপুর-সহ আরও অনেকে। সিমি গারেওয়ালের মাধ্যমেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয় কনরাড রুকস্-এর। কাহিনির প্রয়োজন অনুযায়ী এমন একটি গান খুঁজছিলেন পরিচালক, যা ভারতীয় সংস্কৃতির আবহকে প্রাণবন্ত করবে। তখনই সিমি তাঁকে শোনান 'ও নদী রে'। গানটির সুর ও আবেগ এতটাই মুগ্ধ করেছিল রুকস্-কে যে, তিনি ঠিক করেন গানটির ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে নেবেন। কিন্তু হেমন্ত রাজি হলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল;এই গানের আত্মা হারিয়ে যাবে অনুবাদের মাধ্যমে। তাই পরিচালককে রাজি করিয়ে আবারও বাংলা ভাষাতেই নতুন করে গাইলেন হেমন্ত। এই ছবির সংগীতের আরও একটি বিশেষ দিক ছিল;ছবি জুড়ে যে আবহসংগীত বাজে, তার প্রায় সবটাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া হামিং। এমনকি সিদ্ধার্থের বাবার ইংরেজি সংলাপও ডাবিং করেছিলেন তিনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। দেশবাসীর জয়যাত্রার পথকে তৈরি করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে। মায়ের আর্শিবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শিবাদ লাভ করেন তিনি জগতে আর কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

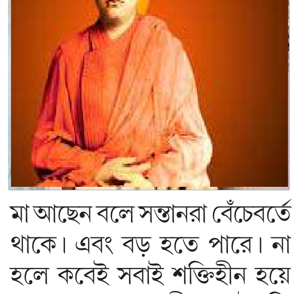

মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা সারদা হচ্ছেন সাক্ষাৎ মা ভবতারিনী। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আর্শিবাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত পরম ধন্য।

আচার্য হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর ৭৮ তম জন্ম-দিবস ঃ বাংলায় বৌদ্ধ দর্শন বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম অবদান আজও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়

অমলেন্দু চৌধুরী

১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়- 'বুদ্ধ প্রণাম'। রবীন্দ্রনাথ -বিবেকানন্দ- নজরুল সহ দুইপার বাংলার ২০০ কবির বুদ্ধ বিষয়ক কবিতা এতে স্থান পায়। তৎকালীন সময়ে এই সম্পাদনা নিয়ে দেশবিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তার অংশবিশেষ।

আজ আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী মহাশয়ের ৭৮ তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র শ্রদ্ধাঞ্জলি- 'বুদ্ধ প্রণাম'। সম্প্রতি জগজ্জ্যোতি পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'বুদ্ধ প্রণাম'।

শিরোনামে একটি অসাধারণ কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে বুদ্ধের জীবন, কর্ম, সাধনা ও কীর্তিকে কেন্দ্র করে রচিত প্রায় ২০০ জন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধ সম্পর্কে এরকম কবিতা সংকলন এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি। বুদ্ধ-বিষয়ক কবিতার এটি প্রথম সংকলন এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, পরবর্তীকালে বুদ্ধ-বিষয়ক অপর কোনো কবিতা সংকলন প্রকাশিত হলে এটি নিঃসদে দিশারি গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত হবে।... সেকাল ও একালের সমস্ত বিখ্যাত ও সুপরিচিত কবির রচনা সম্পাদক এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সহজেই বোঝা যায়, এই সংকলন -কর্মটি করতে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। বুদ্ধ প্রণাম সব অর্থে একটি অতি উচ্চাঙ্গের নৈবেদ্যে রূপলাভ করেছে। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ আমাদের কোথাও চোখে পড়েনি। মুদ্রণ খুবই উচ্চমানের। কাগজ অতি উচ্চাঙ্গের। সে তুলনায় মূল যথেষ্ট কম। উদ্বোধন (৯৬ বর্ষ বৈশাখ ১৪০১)। বাংলা ভাষায় এমন সংকলন পূর্বে হয়নি। কবি হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ। তিনি সম্পাদক বলেই নয়, শিল্পী অমিয় ভট্টাচার্য কৃত একটি অনবদ্য ডালিতে করে যে পুষ্পসম্ভার তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, সে জন্যেও। কথাসাহিত্য (জৈষ্ঠ ১৪০১)। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত হবার যোগ্য একটি কাব্য সংকলন। পশ্চিমবঙ্গ (২২ এপ্রিল ১৯৯৮)। জগজ্জ্যোতি পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক কবি-প্রাবন্ধিক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী এপার বাংলায় বুদ্ধচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পাদিত অতীশ দীপঙ্কর, বাবাসাহেব আম্বেদকর, কর্মযোগী কৃপাশরণ, আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া, রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ মনীষীদের মহান জীবন ও কর্মবিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত এই স্মারকগ্রন্থগুলি বুদ্ধচর্চার অমূল্য সম্পদ বিশেষ।... ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতেও মহাসমারোহে ২৫০০তম বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময়ে আমরা এরকম একটি সংকলন আশা করেছিলাম। সুখের বিষয় দীর্ঘ চার দশক পরে হেমেন্দু আমাদের বুদ্ধবিষয়ক বাংলা কবিতার এই সংকলনটি উপহার দিলেন।... প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের লেখার সুযোগ দিয়ে সম্পাদক কেবল নির্মল উদারতার পরিচয় দেননি, এক মিলনসেতু রচনা করে উভয়ের মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছেন। বহুজন নায়ক বুদ্ধবিষয়ক কবিতার প্রথম সার্থক সংকলন। দর্শক (১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩)।

এই সুদৃশ্য বইটি যিনি উপহার হিসাবে পাবেন, তিনি নিঃসন্দেহে খুশি হবেন। অবশ্য সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থের তালিকায় প্রণাম সংযোজিত হল। বাংলা সাহিত্যের কাব্যধারায় বুদ্ধবিষয়ক বিরাজমান ভাবমাধুর্যকে একটি সংকলনে গ্রথিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক জগজ্যোতি পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী বুদ্ধ প্রণাম শিরোনামে। বুদ্ধপ্রণাম কবিতা সংকলন সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।... বুদ্ধের প্রতি বাংলার কবিদের প্রণাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং স্মরণকে একত্র করায় একটি মহৎ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী এবং প্রকাশক বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারন সম্পাদক ধর্মপাল মহাথের সুধীজনের প্রশংসা দাবি করতে পারেন এবং ইতিমধ্যে তাঁরা তা অর্জনও করেছেন নিশ্চয়ই। দৈনিক আজাদী (১ এপ্রিল ১৯৯৪) বাংলাদেশ। হিংসার ফণা উদ্যত। চারদিকে এখন সম্প্রীতির জন্য আকুল প্রার্থনা। ঠিক এমনই সময় অহিংসার প্রতিমূর্তি বুদ্ধকে নিয়ে সংকলন প্রকাশ করলেন কবি হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। কালানুক্রমিক জন্মসূত্রের মাধ্যমে কবিদের কবিতার বিন্যাস ও কবি পরিচিতি সম্পাদকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকুমার মনের পরিচয় দেয়। সার্বিক দিক দিয়ে বুদ্ধ প্রণাম সংকলন সার্থক হয়েছে। জ্যোতি (বুদ্ধপূর্ণিমা ১৪০১) বাংলাদেশ। Many Treatises– essays– and poems have been written in India on Budha in different languages and Bengali has a distinct place in that. So far there was not a systematic collection of these Bengali poems. Hence Hemendu Bikash Chowdhury can be said to have rendered a yeomam service in collection these poems with a missionary zeal and bringing out this anthology which will be a great his to not only the research scholars of the subject but the common readers also. INDIAN LITERATURE September October 1996 SSahity Akademis Journal– New Delhi– Hemendu Bikash Chowdhury– a scholar and a poet of repute– has complied about 200 Bengali poems in a neatly bound volume with almost immaculate printing and excellent cover for which present generation as well as the posterity will remain grateful to him. _WFB REVIEW_ March 1995 organ of the World Fellowship of Buddhists– Bangkok

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত বুদ্ধ প্রণাম গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। অধ্যাপক কাজুও আজুমা (জাপানের বিখ্যাত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ)। বুদ্ধ প্রণাম অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। আধুনিক যুগের বাংলা কাব্য সাহিত্যের মূলের অনেকখানি প্রেরণা বুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে প্রায় দু'শো বাঙালি কবির বুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতার একটি সুন্দর সংকলন প্রকাশিত করেছেন। গভীর নিষ্ঠা ও শ্রমে শ্রীমান হেমেন্দ্রনিকাস চৌধুরী। বাঙালির চিত্তে বুদ্ধ-ভাবনার এক অসাধারণ নজির এই কাব্য-সংকনলটি। ড. নিশীথরঞ্জন রায়। বুদ্ধ প্রণাম কাব্য সংকলনের সর্বাঙ্গীণ চারুতা এতই স্বপ্রকাশ যেকোন কাব্যপাঠতে আকৃষ্ট করবে। প্রাক্ -কথনটি সুলিখিত। ভবিষ্যতের বুদ্ধ-গবেষণার পক্ষে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। ড. কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (বাগেশ্বরী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন উপাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)। বুদ্ধ প্রণাম পেয়েছি। সম্পাদনাসহ গ্রন্থের মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। আপনি শক্তিমান কবি, আপনার রচনায় বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের স্বাক্ষর মনকে প্রসন্ন করে। ...এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে উপহার হিসেবে পাঠাবেন। ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। এরকম একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক অভিনন্দন। ড. রমারঞ্জন মুখার্জী (প্রাক্তন উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)। সংকলনটিতে কার কবিতা নেই? বাংলা ভাষায় যিনিই বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করেছেন, বন্দন করেছেন- তাঁর কবিতাই এখানে স্থান পেয়েছে।... দীর্ঘতম কবিতাটির লেখক স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি যে এত চমৎকার বুদ্ধবিষয়ক কবিতা লিখে গেছেন- আমরা জানতাম না। হ্রস্বতম কবিতাগুলির মধ্যে ছয় পঙক্তিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। জাতক, হিংসা, যুদ্ধ, বৃদ্ধবাণী, পালিসাহিত্য, বৌদ্ধ আচরণ, বুদ্ধ জীবন নানান বিষয় কবিতাগুলিতে মুখ্য হয়ে বৃদ্ধানুসন্ধানক সম্পূর্ণ করে তুলেছে।... প্রতিটি কবিতায় ব্যক্তিগত ভাবনা বিশ্বগত ভাবনা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এক-একটি কবিতা একাধিকবার পড়ছি- নতুন দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু মালিকা পড়িলে গলে প্রতি ফুলে কে-বা মনে রাখে- সমস্ত কাব্যপ্রসূন এখানে একটি মালা হয়ে বুদ্ধচরণে নিবেদিত হয়েছে অশেষ দীনতায় আর প্রার্থনায়। বাংলাভাষায় এমন সংকলন পূর্বে হয়নি। ড. বারিদবরণ ঘোষ। বুদ্ধ প্রণাম হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই পঙ্ক্তিগুলো মনে পড়ে গেল- 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত'। এই সংকলন যেন এক ঝলক স্নিগ্ধ আলোর রশ্মি যা রিকে উদ্ভাসিত করে। এ যেন শ্বেত শুভ্র একগুচ্ছ রজনিগন্ধার ঝাড়। যেমন ছাপা, রেমনি অঙ্গসজ্জা। কোথাও উগ্রতা নেই, সর্বত্রই পরিশীলিত নান্দনিক চিন্তার ছাপ। প্রচ্ছদের তুলনা নেই সর্বত্রই একটা ভাবগাম্ভীর্য বিরাজ করছে। প্রায় দ্বিশত কবিকে এক মঞ্চে খুঁজে নিয়ে আসার পেছনে যে অপরিসীম পরিশ্রমের সংকেত আছে, তাকে মর্যাদা দিয়ে বলতে হয় 'সাধনা'। আমার হিন্দিভাষী কবি বন্ধুরা বুদ্ধ প্রণামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন- 'এমন একটা সংকলন হিন্দিসাহিত্যে নেই, নিঃসন্দেহে বাংলাসাহিত্য এই সংকলনের দ্বারা উপকৃত হল'। সুতরাং এর ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। সব দিক দিয়েই এই সংকলনটিকে আমার নিজের মনে হয়েছে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিকালের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। আপনার লেখা প্রাক্ কথন সংকলনের মূল্যবান অংশ। এটি উৎকৃষ্ট গবেষণাধর্মী লেখা। বাংলা সাহিত্যকে বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ কতভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তার সংকেত বহনকারী এই লেখাটির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

ড.পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (বিহার বাংলা একাডেমি)। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা বুদ্ধচর্চা দিয়ে শুরু। অর্থাৎ বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা বুদ্ধচর্চা দিয়ে। তারপর বাংলায় কী ঘটে গেল তা বলার সময় এখন না এলেও, পুবের সূর্য অকালে অস্তপাটে গেল, একথা বলা যায়। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্যযুগের অদ্ভুত আঁধারে, 'দশবিশ হয়্যা জড়' সদ্ধর্মির বিনাশসাধন করেছে। তারপর তেজ কাটালের জল নামতে নামতে সম্পূর্ণ নামল না, স্থানে স্থানে জলাশয় হয়ে রয়ে গেল। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর থেকে আবার বৌদ্ধ চিত্তবিত্ত উদঘাটিত হতে থাকল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এডুইন আর্নল্ড প্রমুখ মনীষীবৃন্দের সহায়তায় শুরু হল বুদ্ধচর্চা। তারপর সংগঠিতভাবে বৌদ্ধরা এগোতে থাকে অনাগারিক ধর্মপাল আর কৃপাশরণের নেতৃত্বে। কৃপাশরণ তাঁর কর্ম সম্পাদন চূড়ান্ত করলেন ১৯২৪ সালে আহত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের মাধ্যমে। জগজ্জ্যোতি তাঁরই প্রকাশিত পত্রিকা, যেখানে লিখেছেন বাংলার হিন্দু-মুসলমান একত্রে। কিন্তু ১৯৪৭এ দেশভাগ হয়ে গেলে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার গতিবেগে ভাটা পড়ে। দুই দেশে আমরা হয়ে যাই সংখ্যালঘু (আমানত)। অর্থাৎ আমাদের মন ও প্রাণশক্তিকে মূল স্রোতধারা থেকে আলাদা করা হল। এরপর আমরা যখন বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই বা লিখতে চাই, তখন তাকে সাম্প্রদায়িক চোখে দেখা হল। পৃষ্ঠপোষকতা সহযোগিতা আমাদের জন্য আর রইল না। আমাদের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে না, প্রকাশক বই ছাপে না। অনোমা ১৯৮ বছর সম্পাদিত হয়েছে সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে। আমরা জানি, কী বেগ আমাদের পেয়ে হয়েছে বা হচ্ছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা বুদ্ধচর্চা একটি বাতিল বিষয়। এহেন অবস্থায় হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর বুদ্ধচর্চায় খ্যাতি বিস্ময়কর। এপ্রসঙ্গে ইতিহাসের একটি ঘটনার কথা বলি। মগধরাজ বিম্বিসার ছিলেন পরম বুদ্ধভক্ত। জৈন সম্প্রদায় ভিতরে ভিতরে ক্ষুর হয়ে ক্ষমতা উল্টাল। রাজা বন্দি হলেন। পুত্র অজাতশত্রু বুদ্ধচর্চা নিষিদ্ধ করলেন। কিছু এক দাসী এ নিষেধ মানলো না। সে গভীর রাতে থালায় প্রদীপ সাজিয়ে স্তূপে অর্ঘ্য রচনা করল। আর প্রহরীর রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি শ্রীমতী, বুদ্ধের দাসী। আজ প্রহরীর এই রক্তচক্ষু না থাকলেও নীরব প্রত্যাখান আছে। এজন্যে হেমেন্দুবাবুর এক একটি সংকলন শ্রীমতীর থালার প্রদীপের মতো। তা বুদ্ধচর্চার গভীর প্রীতিকে বহন করে। তাঁর 'বুদ্ধ প্রণাম' উভয় বাংলায় দুই শতাধিক কবির বুদ্ধ সম্পর্কিত কবিতার সংকলন, যা এককথায় বুদ্ধচর্চার অনবদ্য সৃজনশীল প্রয়াস। অরুণবিকাশ বড়ুয়া (অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আয়োজিত বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী, ছড়ার রাজা সুকুমার বড়ুয়া, বুদ্ধ প্রণামের সার্থক সংকলক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীকে সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ভাষণ, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ, ১৪.১.৯৫)

এ মূল্যবান প্রকাশনার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ডি.পি. বড়ুয়া (প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, ঢাকা)।

প্রত্যেকটি কবিতাই পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার লেখা 'পৃথিবীর প্রথম বিস্ময়' কবিতাটিতে যা প্রকাশ পেয়েছে তা আপনার জীবনের উপলব্ধি- জরা, ব্যাধি, মৃত্যুই একমাত্র সত্য। কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখা কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তথাগতের সম্বন্ধে লেখা- অন্তর দিয়ে লেখা এবং সত্যকে উপলব্ধি করা, এটাই জীবনের অমূল্য জ্ঞান। আপনি সেই জ্ঞান-দৃষ্টি দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করে কবিতা সংকলন করেছেন।- আর্যবংশ মহাথের। **(লেখক পরিচিতি ঃ সভাপতি, মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া। চিত্র অঙ্কনে ঃ ডাক্তার শঙ্করনাথ)**

করোনা সংক্রমণকালে বাঙালির ভীমের মতো খাওয়ার দৃশ্য দেখে কোভিড পর্যন্ত অবাক হয়

বিশেষ প্রতিবেদক

পাড়ায় বিয়েবাড়ি। বিধি মেনে পঞ্চাশ জন নিমন্ত্রিত। করোনা কাল। এখন সবকিছুতেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ।

ম্যারাপ বেঁধে বাড়িতেই বিয়ে। আমার আর ভজহরিদার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল খাবারের জায়গা দেখভালের। মানে সবাই যেন ভরপুর খেতে পারে সেটা দেখা। ব্যাচ বলে কিছু নেই। যে আসছে তাকেই বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে খেতে।

এক মহিলা ব্যাপক সচেতন। মাস্ক নামিয়ে ফিস ফ্রাইয়ে কামড় দিয়েই ফের মাস্ক তুলে দিয়ে ফিস ফ্রাই চিবাচ্ছেন। আবার নামাচ্ছেন আবার তুলছেন। গোলাপি মাস্ক তেল ঝোল মেখে সোনালি হয়ে গেছে।

আবার উল্টো ছবিও আছে। এক খুব বয়স্ক লোক মাস্ক না পরেই এসেছেন। ভজহরিদা তাঁকে জিগ্যেস করলেন, কী দাদু শরীর ঠিক আছে তো?

বুড়ো বললেন, একদম ফাসক্লাস। সান্যাল আমাকে একা নেমন্তন্ন করে খুব ভাল করেছে, বুঝলে? ছেলে-বৌমা থাকলে এখন, 'এটা খেও না ওটা খেও' না করে মটকা গরম করে দিত। অনেক দিন পর শান্তিতে খুশি মতো খেতে পারব।.

বিয়ে বাড়িতে এক আধজন এমন পাব্লিক থাকবেই, যে কিছু না কিছু নিয়ে অভিযোগ করবে।

এইরকম এক লোক খাওয়া শেষে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, সব আইটেমগুলোই ঠিকঠাক ছিল শুধু পনিরটা খুব একটা গরম ছিল না। এই সময় বুঝতেই পারছেন ঠান্ডা কিছু খাওয়া হেভি রিস্কি, ভাইরাস থাকতে পারে। তাই পনিরটা খাইনি।

ভজহরিদা বললেন, মিষ্টি? মিষ্টি খেয়েছেন?

উনি বললেন, হ্যাঁ তা খেয়েছি খান কতক। ওহ্ কলাকাঁদটা মার্ভেলাস ছিল।

ভজহরিদা বলল, বেশ বেশ। মিষ্টিগুলো তাহলে গরমই ছিল!

লোকটা ভজহরিদার গুগলিতে বোল্ড হয়ে গিয়ে বললেন, না মানে... মিষ্টি তো ঠান্ডাই ছিল।

লোকটা চলে যেতে ভজহরিদা বলল, শালা কবজি ডুবিয়ে খেল আর যাওয়ার সময় ভাবল ঠান্ডা ফান্ডা বলে একটু চুলকে দিয়ে যাই। নিন্দে না করলে কিছু লোকের হজমের প্রবলেম হয়, বুঝলি!

নিমন্ত্রিতদের খাওয়া শেষ। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বসে আমরাও খেয়ে নিলাম। খেয়ে নিয়ে বাইরে বেরোলাম। দেখি মলিন পোশাক পরা দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বছর ষোলো-সতেরো হবে। একটা ছেলে বলল, কীগো খাবার বাঁচেনি? পাব না কিছু? কদ্দিন ভাল খাবার খাইনি।

অল্প লোকের জন্য খাবারের আয়োজন। কিছুই তেমন বাঁচেনি। ভজহরিদা আমাকে বলল, একটা হাঁড়িতে বিরিয়ানি সরানো ছিল না? আমি বললাম, হ্যাঁ। বাড়ির লোকেরা কাল খাবে বলে আগেই তুলে রেখেছে।

ভজহরিদা বলল, দাঁড়া হাঁড়িটা নিয়ে আসি। আজ তো সবাই গলা অবধি খেলো, আর কাল খেয়ে কাজ নেই। হাঁড়ি, প্লেট এনে ভজহরিদা এক পাশে জায়গা করে ওদের দুজনকে বসাল। প্লেটে ঢেলে দিল বিরিয়ানি। সান্যালদা, যাঁর মেয়ের বিয়ে, এসে সব দেখে বললেন, বড় জামাই ভেবেছিল ওই সরিয়ে রাখা বিরিয়ানিটা কাল খাবে। আর তোরা এদের খাইয়ে দিলি?

ভজহরিদা বলল, এসে এমন করে চাইল, তাই ভাবলাম খাক। দেখো সবচেয়ে তৃপ্তি করে ওরাই খাচ্ছে কিন্তু!

বড় জামাইয়ের সরিয়ে রাখা বিরিয়ানি দুই হাভাতেকে খাইয়ে দেওয়ার ফলে বড় জামাইয়ের বাসি বিরিয়ানি খাওয়ার সাধ ঘচাং হয়ে যাওয়ায় সান্যালদা যে খুবই বিরক্ত হয়েছেন সেটা তাঁর আর কোনও কথা না বলে দুম দুম করে চলে যাওয়ায় বোঝা গেল।

আমার খারাপ লাগল। ভজহরিদা নির্বিকার। মুগ্ধ হয়ে ছেলেগুলোর খাওয়া দেখছে আর প্লেট খালি হলেই হাঁড়ি থেকে প্লেটে বিরিয়ানি ঢেলে দিচ্ছে।

দুই কিশোর মিলে পরমানন্দে এক হাঁড়ি মানে প্রায় চার-পাঁচজনের বিরিয়ানি সাল্টে দিল।

ওদের খাওয়া আর ওদের খাইয়ে ভজহরিদার উৎফুল্ল মুখটা দেখতে দেখতে আমার মনে হল, পাড়ায় পাড়ায় এখনও আছে ভজহরিদার মতো কিছু বেহায়া, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো পরোপকারী মানুষ... যারা সমাজকে অবিরত স্যানিটাইজ করে চলেছে স্বার্থপরতা-ভাইরাস থেকে...

লেখক ঃ বাসু মুখোপাধ্যায়।

বাংলায় রম্য রচনা প্রায় উঠে গিয়েছে বলা যেতে পারে। হাসির গল্প এখন প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। জানা গিয়েছিল যে করোনা সংক্রমণের সময়ে লোকে খাওয়া নাকি বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা পায় তাই খেতে শুরু করে দিয়েছিল। ঘরে বসে প্রায় ত্রিশ ঘন্টা ধরে খাওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে মানুষ পেট ভরে মন ভরে খেতে শুরু করেছিল। কত আর খাবে? খেতে খেতে তাদের একেবারে খাওয়ার প্রতি অরুচি ঘটে যায়। তবুও বাঙালিরা খাওয়াকে ত্যাগ করতে পারে না। বাঙালির খাওয়া আর শোয়া ছাড়ার কোনও কিছুকেই বেশি ভালোবাসে না। বেড়াতে গেলে আগে কোথায় শোওয়া হবে কোথায় খাওয়া হবে তার চিত্র অঙ্কিত করে। ভালো খাওয়া এবং শোয়া স্থান না থাকলে সেখানে বেড়ানো বন্ধ। করোনা সংক্রমণ বাঙালির খাওয়ার কাছে হার মেনে গিয়েছিল। সেই কারণে দ্রুত করোনা বাংলা ত্যাগ করে পালায় সেটা কিন্তু কোনও সংবাদপত্র তাদের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশ করেনি। বাজারের আলুও পাওয়া যাচ্ছিল না। এত বাঙালিরা আলু ভক্ত । খাওনদার বাঙালি জয় আরকি।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
বুদ্ধি না থাকলেও কমনসেন্স ?

বিশেষ প্রতিবেদক

শ্যামলবাবু অবসরের পর পাওয়া ২০ লাখ টাকা এক ব্যাংকে স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্টে রাখেন। ATM কার্ডের PIN ও স্ত্রীকে জানিয়ে রাখেন। কখন কি দরকার পড়ে,বলা যায় না।

শ্যামলবাবু একদিন বাইরে যাওয়ার সময় ভুল করে নিজের মোবাইল ফোনটি বাড়িতে রেখে যান। কোথাও কি পড়ে গেল? এই চিন্তা করতে করতে দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে আসেন এবং দেখেন মোবাইলটা টেবিলের উপরেই আছে। দুঃশ্চিন্তা দূর হতেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন,কোন ফোন এসেছিল?

স্ত্রী বললেন,ব্যাংক থেকে ম্যানেজার ফোন করেছিলেন।

শ্যামলবাবু শুনেই ঘামতে শুরু করলেন।জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যানেজার কি বললেন?

উনি আমাদের যৌথ অ্যাকাউন্ট আপডেট করার জন্য কিছু তথ্য জানতে চাইলেন এবং বললেন একটা OTP যাবে মোবাইলে এবং সেটা জানালেই অ্যাকাউন্ট আপডেট হয়ে যাবে। স্ত্রী বললেন।

শ্যামলবাবুর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উপক্রম। সমস্ত সঞ্চয় বোধহয় শেষ হয়ে গেল! গলা শুকিয়ে গেল। খবরের কাগজে রোজ যা দেখেন!উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,তুমি কি OTP বলে দিয়েছ?

ব্যাংক মঞ্চ্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন,আমি কি না জানিয়ে পারি?

শ্যামলবাবু চেয়ারে বসে পড়লেন, দরদর করে ঘামতে শুরু করলেন নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয়ে। ভয়ে ভয়ে মোবাইলটা তুলে নিয়ে অ্যাকাউন্টে ব্যালান্স চেক করলেন। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন অ্যাকাউন্টে ২০ লাখ টাকাই আছে। জামতাড়া গ্যাং টাকা সরিয়ে নিতে পারেনি।ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন -কত নম্বর OTP এসেছিল?

৪০৪২- স্ত্রী বললেন।

-তুমি ঠিকঠাক বলে দিলে?

আমি ২০২১ বলেছি। যৌথ অ্যাকাউন্ট তো ,তাই হাফ বলেছি। আমি তো ব্যাংকের কর্মচারীর স্ত্রী, জানি এ টাকার অর্ধেক তো আমার। তাই OTP ও হাফ বলেছি।

শ্যামলবাবু স্ত্রীকে কি বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

জাদুকর পি সি সরকার

১৯১৩ সালে আজকের দিনে বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর প্রতুলচন্দ্র (P.C.SORCAR সরকার টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন ।

আই . এ. পড়ার সময় শ্রী গণপতি চক্রবর্তী (থাকতেন কাশী নাথ দত্ত রোড ,বরানগর) থেকে জাদুবিদ্যা শেখেন এবং সুনাম অর্জন করেন।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে জাদুবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম পাগড়ি পরে মহারাজার পোশাকে খেলা দেখাতেন।

১৯৩৪ সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। জাদুবিদ্যায় দুবার নিউ ইয়র্ক থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত হন। এশিয়ায়তে একমাত্র তিনিই এই সম্মান পেয়েছেন ।

এছাড়াও আরও অনেক স্বদেশি বিদেশি পুরস্কার ও পেয়েছেন, ভারত সরকার কতৃর্ক পদ্মশ্রী উপাধিও লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁর নব-আবিষ্কৃত খেলাগুলিতে পেটেন্ট করে দিতেন। তাঁর রচিত ১৬ টি গ্রন্থের মধ্যে ম্যাজিকে কৌশল ,সম্মোহন বিদ্যা,ছেলেদের ম্যাজিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তোর্সা নদী বাঁচাতে তৎপর জেলার পরিবেশ প্রেমীরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মৃতপ্রায় মরা তোর্সা নদী। জেলা কোচবিহারের সদর শহরের মাঝ দিয়ে এই বয়ে গেছে মরা তোর্সা নদী। দীর্ঘ সময়ের এই নদী বৈচিত্র্যের আবাসস্থল। তবে বর্তমান সময়ে নদীটি দিনে দিনে নিজের নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। নদীটি দিনের পর দিন বিভিন্ন ধরনের নোংরা-আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এছাড়া নদীটি সংস্কার করা হচ্ছে না দিনের পর দিন। ফলে ধীরে ধীরে নদীটির মধ্যে থাকা বহু জীব বৈচিত্র্য কমতে শুরু করেছে। তাইতো নদীটি বাঁচাতে তৎপর হয়ে উঠেছে জেলার পরিবেশ প্রেমীরা এবং বন্যপ্রাণ প্রেমীরা। জেলার এক নদী প্রেমী জানান, দীর্ঘ সময়ের এই নদীটির ধীরে ধীরে মৃতপ্রায় অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এই গোটা বিষয়টি হয়েছে মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের জেরে। নোংরা-আবর্জনা ফেলা এবং নদী পরিষ্কারের কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ না করা। এই দুই কারণে বর্তমান সময়ে নদীটি ধীরে ধীরে নিজের নাব্যতা হারাচ্ছে। একটা সময় নদীটি সতেজ থাকলেও। বর্তমান সময়ে নদীতে প্রাণপ্রায় নেই বললেই চলে। নালা রূপে নদীটি অবস্থান করছে শহরের মাঝে। জঙ্গল, কচুরিপানা ও নোংরা আবর্জনা - এর রীতিমত ঢেকে রয়েছে নদীতে। তাইতো নদীটির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।

জেলায় নেই ফ্রুট প্রোসেসিং সেন্টার, জমিতেই নষ্ট হচ্ছে টমেটো

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জেলায় নেই ফ্রুট প্রোসেসিং সেন্টার, জমিতেই নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ঘাম রক্ত ঝরিয়ে ফলানো টমেটো। জলপাইগুড়ি জেলার খট্টিমারি থেকে ধূপগুড়ি সুপারমার্কেটে এই টমেটো বিক্রি করতে নিয়ে যেতে আমাদের যা খরচ টোটো ভাড়া হিসেবে সেটা উঠছে না বাজারে নিয়ে গেলে। তার উপরে এই টমেটো ক্ষেত চাষ করতে সেচ কীটনাশক থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর যা খরচা হয়েছে তার অর্ধেকও এখন উঠবে না। বাজারে যখন টমেটো বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি দুই টাকা ও দাম করছে না পাইকার। বাধ্য হয়ে কৃষি জমিতেই এই টমেটো নষ্ট করছি। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলায় ফ্রুট প্রোসেসিং সেন্টারের দাবী দীর্ঘ দিনের, তৃণমূল আমলে জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ি এলাকায় এই সেন্টার স্থাপনের চেষ্টা হলেও আজ সেটির নীল সাদা রং ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে রয়েছে। যে কারণে প্রচুর পরিমাণে টমেটো উৎপাদন হলেও নেই সংরক্ষণের উপায়। বাধ্য হয়েই চাষিদের ফলানো ফসল জমিতেই নষ্ট করে দিতে হচ্ছে।

বিধায়কের দেহরক্ষীর মৃত্যু, পুলিশের তরফে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধায়কের দেহরক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের তরফে এখনও থানায় কোনো অভিযোগ হয়নি। তবে পুলিশের তরফে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি ডিএনটি সোমসুভ্র কাপরি। উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার দুপুরে ইসলামপুর এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের দেহরক্ষীর মহম্মদ সুলতান হোসেনের। মহম্মদ সুলতান হোসেন মালদা জেলার সুলতানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। প্রায় ২০ থেকে ২২ বছর ধরে চোপড়া বিধায়ক হামিদুল রহমানের দেহরক্ষী ছিলেন তিনি। জানা গেছে ইসলামপুর শহরের তিস্তা পল্লী এলাকায় একটি হোটেলের রুমে অসুস্থ অবস্থায় ওই দেহরক্ষী মহম্মদ সুলতান হোসেন কে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত্যু বলে ঘোষনা করে। ঘটনার পর হোটেল মালিকের দাবি এক মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে সেই হোটেলে রুম নিয়ে গিয়ে ছিলেন নিহত দেহরক্ষী মহম্মদ সুলতান হোসেন। খাওয়া দাওয়া করার হঠাৎ অসুস্থ খবর পায় হোটেল কতৃপক্ষ। তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত্যু বলে ঘোষনা করে। শুক্রবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর ইসলামপুর থানায় নিহত পুলিশ কর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

রাজ্যে এবার রেকর্ড ৭ লক্ষ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে এবার রেকর্ড ৭ লক্ষ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। এই পেঁয়াজ সংরক্ষণে এই প্রথম বিভিন্ন জেলায় সরকারি উদ্যোগে সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ও কালনা, হুগলির বলাগড় ও আদিসপ্তগ্রাম, মুর্শিদাবাদের নওদা ও সাগরদিঘি, নদীয়ার হাঁসখালি এবং মালদার গাজোলে ৪০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি বড় সংরক্ষণাগার নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া রাজ্যে আরও ৮ টি জেলায় ১১৭টি ছোট পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার তৈরির কাজ চলছে। সেগুলির প্রতিটিতে ৯ টন করে পণ্য রাখা যাবে। যার মধ্যে ৮৯টির নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে মোট ১১৭টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ৬ কোটি টাকা ভর্তুকি ধার্য করা হয়েছে। এতদিন বেসরকারি মালিকানায় পেঁয়াজ সংরক্ষণের জায়গা নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ভর্তুকি দিত। এবার বিভিন্ন জেলায় বড় ও ছোট মাপের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার তৈরি করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলিতে চাষিরা স্বল্প মূল্যে নিজেদের উৎপাদিত পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার সুযোগ পাবেন। এর ফলে লক্ষাধিক মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে বলে কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে জানা গেছে। এদিকে রাজ্যে নতুন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় বাজারেও দাম কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল দে জানান, কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যের পেঁয়াজও কলকাতার খুচরো বাজারে বেশি পরিমাণে মিলবে। তখন সবধরনেরই পেঁয়াজের দাম কমবে। মজুত রাখার সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ায় এবার রাজ্যের পেঁয়াজ বাংলার মানুষের চাহিদা আরও বেশিদিন ধরে মেটাতে পারবে। এতে আর্থিক সুবিধা হবে ক্রেতাদের।

একই থাকলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কানাঘুষোতে অনেক কথা শোনা যাচ্ছিল, তবে সেরকম কোনো কথা হলো না, একই থাকলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ কে নিয়ে অনেক কথা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু কোন পরিবর্তন হলো না। ঘনিষ্ঠ মহল

থেকে জানতে পারা গেছে, জেলা সভাপতি, শিলিগুড়ি পুরসভা কে জিতিয়েছেন, মহকুমা পরিষদ এনে দিয়েছেন যদিও লোকসভা ভোটে দলকে জেতাতে পারেননি, তবুও তার কৃতিত্ব একেবারেই অস্বীকার করার মতো নয়। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে তিনি চলতে চেয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে তিনি চলতে চান। সবার সাথে মিলেমিশে তিনি দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। সে খবরও আছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, তাই আপাতত জেলা সভাপতি কে নির্দেশ দিলেন তারা। জেলা সভাপতির সকলের সাথে সুসম্পর্ক নজরে এড়িয়ে যায়নি শীর্ষ নেতৃত্বের। তাই আপাতত পাপিয়া ঘোষকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সাংবাদিক মহলে ও জেলা সভাপতি সবার সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলেন। সব মিলিয়ে কানাঘুষা অনেক কথা শোনা গেলেও জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষই থাকছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরিবর্তন করতে চায় না শীর্ষ নেতৃত্ব, এই বার্তাই পৌঁছে গেল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা এবং কর্মীদের কাছে।

২৫ বছর ধরে পায়ে শেকল ! মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে বেঁধে রেখেছেন বাবা-মা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৫ বছর ধরে পায়ে শেকল ! মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে বেঁধে রেখেছেন বাবা-মা। রাস্তার ধারে সরকারি খাস সরকারি জমিতে বাড়ি। ইঁটের দেওয়ালের উপর টালির ছাউনি। অসংখ্য ফাটল। বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা এক যুবতী। বয়স বোঝার উপায় নেই। অবশ্য আধার কার্ডের তথ্য বলছে, বয়স ৩৭ বছর। আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে তাঁকে সেভাবেই বাঁধা থাকতে দেখে আসছে গ্রামের সবাই। কারণ, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। শুধু কি তাই ? ওই বাড়ির আরও দুই মেয়েও মানসিক ভারসাম্যহীন। বাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছেন, কেউ জানে না। কবে বাড়ি ফিরে আসবেন, সেটাও কেউ বলতে পারেন না। ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শৈলপুর গ্রাম। এই গ্রামের বাসিন্দা শেখ জাক্কার। বয়স এখন ৭৫। একসময় দিনমজুরি করতেন। বছর কয়েক ধরে শরীর আর সঙ্গ দেয় না। শ্রমিকের কাজ ছাড়তে হয়েছে। স্ত্রী মালেকা বিবি কয়েকটি ছাগল প্রতিপালন করেন। তাঁর বয়সও ৬০ বছর পেরিয়েছে। বৃদ্ধ এই দম্পতির চার মেয়ে। তিনজন বিশেষভাবে সক্ষম। শুধুমাত্র বড় মেয়ে খানিকটা সুস্থ। অনেক চেয়েচিন্তে তাঁর বিয়ে দিতে পেরেছেন। একসময় তিন মেয়ের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কিন্তু খরচের ধাক্কায় বেশিদিন টানতে পারেননি। বছর পনেরো আগে প্রশাসন মেয়েদের বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার জন্য কোনও টাকা লাগেনি বটে, কিন্তু সেখানে যাতায়াত আর খাওয়ার জন্য খরচের বহর বাড়ছিল। দিনদশেক পরেই মেয়েদের বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন বাবা। এখন চিকিৎসার প্রশ্নই নেই। দু'বেলা পাঁচজনের পেটই ভরাতে পারছেন না জাক্কাররা। মেয়েদের চিকিৎসা করানো এখন তাঁর কাছে দিবাস্বপ্নের মতো। সম্প্রতি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির বারান্দায় খুঁটিতে বাঁধা গোলবানু। বাড়িতে রয়েছেন জাক্কার সাহেবও। কিন্তু স্ত্রী কিংবা বাকি দুই মেয়ে নেই। প্রতিবেশীরা জানালেন, মালেকা বিবি ছাগল চড়াতে গিয়েছেন। মেজ মেয়ে জুলি আর ছোট টুম্পা কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। দু'দিন ধরে তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

আদিবাসী যুবককে মারধোরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ আদিবাসী সংগঠনের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক যুবককে মারধোরের প্রতিবাদ ও অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে বর্ধমান কাটোয়া রোড ও বর্ধমান নবদ্বীপ রোড অবরোধ করলো আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পরগণা মহল। অবরোধের জেরে বর্ধমান কাটোয়া রোডে আটকে পরে বহু যানবাহন। আদিবাসীদের দাবী, অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে। অবরোধকারীরা জানায়, পূর্ব বর্ধমানের পালিতপুর আদিবাসী পাড়ার শ্যামলাল হেমব্রম ও তার ছেলে সুখেন্দু হেমব্রমের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ হয়। সেই সময় কিছু দুস্কৃতি সুখেন্দু হেমব্রমের উপর আক্রমণ করে। দুস্কৃতিদের মারে সুখেন্দু হেমব্রমের হাত ভেঙে যায়। অভিযুক্তদের মধ্যে পাশের মুসলিম পাড়ার কিছু ব্যক্তি জড়িত বলে স্থানীয়দের দাবি। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারীরা। তাদের অভিযোগ, বারবার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ন্যায়বিচারের দাবিতে তারা রাস্তা অবরোধ করেছেন। এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করলেও তাদের বিরুদ্ধে আদিবাসী আইনে মামলা করা হয়নি অবরোধকারীদের অভিযোগ। আদিবাসী আইন অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধারা দিতে হবে। এই দাবীতে সকাল ৮.৪৫ থেকে বর্ধমান কাটোয়া রোডে দেওয়ানদীঘি মোরে রাস্তা অবরোধ হয়। এর জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বর্ধমান থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। অবরোধকারীদের বুঝিয়ে রাস্তা অবরোধ তোলার চেষ্টা চালায় পুলিশ, তাতে কোন ফল হয় না। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। শেষ পর্যন্ত অবরোধকারিদের সমস্ত দাবি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মেনে নেওয়ায় অবরোধ উঠে যায়। অবরোধের জেরে বর্ধমান কাটোয়া রোড বর্ধমান নবদ্বীপ রোড ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। এর জেরে হয়রানির শিকার হয় বহু সাধারণ মানুষ।

বেআইনি পোস্ত চাষ বন্ধ করতে পুলিশের অভিযান গোঘাটের মাঝুরিয়া গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বেআইনি পোস্ত চাষ বন্ধ করতে ময়দানে পুলিশ। গোঘাটের মাঝুরিয়া গ্রামের মাঠজুড়ে চলছিল এক প্রকার মাদক ব্যবসার লক্ষ লক্ষ টাকার পোস্ত চাষ। আর সেই পোস্ত গাছ থেকে নিষিদ্ধ আফিমের ব্যবসা চলছিল রমরমিয়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খবর পাওয়ার পরে বৃহস্পতিবার মাঝুরিয়ায় হঠাই অভিযান চালায় পুলিশ। পোস্ত চাষ বন্ধ করার পাশাপাশি ধ্বংস করে দেওয়া হয় পোস্ত গাছ। কমবেশি ছ'কাঠা জমির বেআইনি পোস্ত গাছ ধ্বংসে সক্রিয় ভূমিকায়. দেখা যায় গোঘাট থানার বদনগঞ্জ বিট হাউসের পুলিশকে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছিলো পোস্ত চাষ। বিশেষ করে গোঘাটের বদনগঞ্জ ফলুই এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় এই পোস্ত চাষ করতে দেখা যায়। এলাকায় সাংবাদিকরা গেলেই কখনও পোস্ত চাষিরা লুকিয়ে পড়ছেন, আবার সাংবাদিকরা এলাকা থেকে চলে এলেই নাকি পোস্ত গাছ তুলে ফেলা হচ্ছে এবং পোস্ত গাছের ফল দ্রুত তুলে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তবে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিঘা প্রতি পোস্ত চাষ থেকে তৈরি হচ্ছে ২ থেকে ৩ কেজি করে আফিম। প্রতি কেজি আফিম বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশি দামে। কিন্তু অবৈধ পোস্ত কারবারীদের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোরও সাহস নেই কারও। চাষিদের মতে, এক বিঘা জমি থেকে পোস্তর আঠা সংগ্রহ করে ২ থেকে আড়াই কেজি মতো আফিম তৈরি হয়। যার বাজারমূল্য কেজি প্রতি ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা। পোস্তর আঠা বের করে নেওয়ার পর যে ফলটি পড়ে থাকে, তার ভিতর থেকে তৈরি হয় খাবারের পোস্ত। কিন্তু পোস্ত চাষ বেআইনি। লক্ষাধিক টাকা জরিমানা থেকে শুরু করে প্রায় কুড়ি বছরের জেল পর্যন্ত হতে পারার আইন থাকলেও তাকে উপেক্ষা করেই বিঘার পর বিঘা জমিতে চলছিল পোস্ত চাষ। প্রশাসনের তরফে পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে প্রচার এবং আবগারি দপ্তর মাঝে মধ্যে অভিযান চালালেও জমির মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রতি বছর পোস্ত চাষের রমরমা দেখা যায় গোঘাটে। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, পাওয়ার পরেই পুলিশ পোস্ত চাষ বন্ধ করার পাশাপাশি পোস্ত গাছ ধ্বংস করে দিয়েছে। এই অভিযান চলবে। পুলিশ অনুসন্ধান করছে আর কোথায়, কোথায় এই চাষ হচ্ছে।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ভরাট জলাভূমি পুনরুদ্ধারে নামলো বহরমপুর পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ভরাট জলাভূমি পুনরুদ্ধারে নামলো বহরমপুর পুরসভা। গত ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ভরাট করা অংশের মাটি কেটে সরিয়ে ফেলে জলাভূমিকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিলেন। সেই নির্দেশ মেনে শুক্রবার বহরমপুর স্টেশন লাগোয়া এলাকার পুকুরের ভরাট জমির মাটি জেসিবি দিয়ে কেটে তুলে ফেলার কাজ শুরু করল। বহরমপুর পুরসভার পক্ষের আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, অবৈধ ভাবে মাটি ফেলে পুকুরের প্রায় আড়াই বিঘে জমি ভরাট করে ফেলেন পুকুর মালিক অরুণ গুহ। বিষয়টি জানতে পেরে পুকুর মালিককে জলাভূমির ভরাট করা অংশের মাটি কেটে ফেলে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়ে গত ২০২৩ সালে বহরমপুর পুরসভা চিঠি দিলে পুকুর মালিক তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে।

ওই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা সরজমিনে তদন্ত করে হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ জারি করেন গত ১৬ জানুয়ারি। সেই মতো বহরমপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের ও বহরমপুর পুরসভার কর্মীরা যৌথ তদন্ত করে গত ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ করে। ওই রিপোর্ট পেয়ে বিচারপতি ওই জলাভূমিকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে বহরমপুর পুর-কর্তৃপক্ষ এ দিন থেকে ভরাট করা মাটি তুলে ফেলার কাজ শুরু করে হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দেয়। এ ব্যাপারে পুরসভার সচিব মণীমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে জলাভূমিকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছি।

দুই বাংলাদেশিও এক ভারতীয় দালাল গ্রেফতার জলঙ্গিতে

দুরন্ত বার্তা, জলঙ্গি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গতকাল রাত্রে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীর চর পরশপুর এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলঙ্গি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতদের নাম শফিকুল মন্ডল ও সজীব শেখ ধৃত দুজনেরই বাড়ি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও দৌলতপুর এলাকায়। এবং ভারতীয় ওই দালালের নাম সাইউর হোসেন জলঙ্গি থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃত তিনজনকে শুক্রবার পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জেলা আদালতে পাঠায় জলঙ্গি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় দুই বাংলাদেশি এরা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে থাকতো গতকাল বাড়ি ফেরার পথেই গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা কেন বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছিল তার ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে জলঙ্গী থানার পুলিশ।

আলুর ন্যায্য দাম নিয়ে আন্দোলন শুরু করলো সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের তরফ থেকে আলুর ন্যায্য দাম নিয়ে আন্দোলন শুরু করলো সিপিএম। সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা তরফ থেকে আলুর দাম নিয়ে এক আন্দোলন সকালে শুরু হল। তরফ থেকে জানানো হয়েছে ন্যায্য দাম যতদিন না পর্যন্ত না দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে সিপিএম। সিপিএমের তরফ থেকে এদিন আরো জানানো হয়েছে সিপিএম বরাবরই একটা জিনিস নিয়ে আন্দোলন করে। এবং সেটা ন্যায্য থাকে, এবার আমরা সেই আন্দোলন শুরু করলাম।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশনের স্টাইলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের। শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় নির্বাচন প্রক্রিয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৩৪ জন। ভোটার সংখ্যা প্রায় ১২০০। নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে রিটার্নিং অফিসার ছিলেন আইনজীবী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও পোলিং অফিসার সহ বিভিন্ন পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে শুরু হয় নির্বাচন প্রক্রিয়া। কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেন, তিন বছর পর পর মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনের আদলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলে। ৩৪ জন প্রার্থী এবং ভোটার রয়েছে প্রায় ১২০০ জন। জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্য পদাধিকারীদের বাছাই করা হবে।

বিষধর সাপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চোপড়ার লালবাজার এলাকার মালগজ গ্রামে উদ্ধার করা হলো একটি বিষধর সাপকে। জানা গেছে বাড়ির মালিক মহঃ ইদ্রিশ বাড়িতে সাপটিকে দেখতে পায়। প্রথমদিকে সাপকে দেখেই পরিবারের বাকি সদস্যরা ভয় পেলেও ইদ্রিশ কিন্তু ভয় পাননি। তবে সাপকে মারতেও বাধা দেন তিনি । তাই পার্শ্ববর্তী এলাকা দাসপাড়া র সাপুড়ে কে ফোন করেন। সাপুরে সিদ্ধার্থ এসে সাপটিকে ধরেন এবং সাপকে না মারা বার্তা দিয়েছেন তিনি। বাড়িতে বা যে কোন স্থানে সাপ দেখলে সিদ্ধান্ত কে ফোন করার অনুরোধ করেছেন। এবং বাই চান্স যদি সাপে কামড় দেয় তাহলে তড়িঘড়ি ওঝার কাছে না গিয়ে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে বাড়ির মালিক মহঃ ইদ্রিশ জানিয়েছেন সাপ কে দেখে তিনি ভয় পান না তবে মানুষকে দেখে বেশি বেশি ভয় হয় তার। ঠিক যেন তিনি সাপের বিষের সঙ্গে মানুষের বিষ কে আরও বেশি বিষাক্ত মনে করেছেন ।

শ্রীশ্রী অন্নদা ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ আলিপুরদুয়ার শাখার ১৮তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে শুক্রবার মন্দিরে পূজা, হোম, নারায়ণ সেবা ও দরিদ্রদের বস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয় । উপস্থিত হয়েছেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই , ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রীমতি সুস্মিতা রাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপু কর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । ছবি সুবল সাহা

৫ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার বড়সড় সাফল্য এবার পাঁচ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল নদীয়ার ধানতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত ৫ বাংলাদেশী অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল কিছু মাস আগে তারা আবার ফের বাংলাদেশে অবৈধভাবে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তারপরেই ধানতলা থানার পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে ৫ বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করেছে ধৃত ৫ বাংলাদেশীকে আজ রানাঘাট আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃত ৫ বাংলাদেশের নাম শহিদুল ইসলাম বয়স ২১ বাড়ি বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে, অপরজনের নাম সজীব মোল্লা বয়স ২৮ তার বাড়িও গোপালগঞ্জ এলাকায়, অপর আরেকজনের নাম সজীব মোল্লা তারিকুল সিকদার দুজনের বাড়ি গোপালগঞ্জ এলাকার সর্বশেষ ধৃত বাংলাদেশি শুভ শিকদার তার বাড়িও বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে।

কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী থানার কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার এক যুবক পূর্বস্থলী থানার

রামকৃষ্ণপুর এলাকার রুবেল শেখ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ এদিন তাকে কালনা আদালতে পাঠানো হয়। গত ২০ তারিখে কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার মিসবাপুর এলাকায় ডিউটি করছিলেন সেই সময় রাত্রিবেলা বাইক নিয়ে আনাগোনা করছিলেন রুবেল শেখ দেখে সন্দেহ হওয়ার পরে তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তারপরেই পরিবারকে ডেকে পরিবারের হাতে ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী রাগবশত কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার ২৬ তারিখে বিশ্বরম্ভা এলাকায় ডিউটি করতে যাওয়ার সময় রামকৃষ্ণপুরে ধৃত ওই যুবক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ধরে মারধর করে তারপরেই পূর্বস্থলী থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ার অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে কালনা আদালতে পাঠায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় বিচারক।

চিংড়ির চাষে আরো সতর্ক হওয়ার নির্দেশ সরকারের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চিংড়ি চাষে আরও সতর্ক হতে হচ্ছে চাষিদের। এবার থেকে চিংড়ি রফতানির ক্ষেত্রে আগের থেকে আরও বেশি সতর্ক হতে হচ্ছে চাষীদের। সঠিক পদ্ধতি মেনে চিংড়ি প্রসেসিং এবং চিংড়ি ধরার জাল ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি জানাতে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে মাছ চাষীদের। সমুদ্র থেকে চিংড়ি ধরা আর কিনছে না আমেরিকা। তাতে অনেকটাই মার খাচ্ছে ভারতের রফতানি ব্যবসা। আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বাংলারও। দেখা গেছে চিংড়ি ধরতে গিয়ে জালে কচ্ছপ উঠছে। সমুদ্র থেকে চিংড়ি তোলার বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবার জালে। এতে মৎস্যজীবীর জালে শুধু চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ পড়বে, কচ্ছপ নয়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মস্য দপ্তর থেকে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আর মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই সংক্রান্ত সচেতনতা গড়তে রাজ্যে একাধিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সচেতনতার পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে সঠিক ট্রেনিং। ফলে আগের থেকে অনেকে সঠিক পদ্ধতিতে চিংড়ির প্রসেসিং ও চিংড়ি ধরার মত কাজ করছে মৎস্যজীবীরা। যার ফলে শীঘ্রই অন্যান্য দেশের মত আমেরিকাতেও চিংড়ি রফতানি করা যাবে মনে করছেন সকলেই। আর চিংড়ি রফতানি বাড়লে রাজ্যের আয় ও বাড়বে বলে মনে করেন মৎস্য আধিকারিকরা।

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. 33 OF 2024-2025 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

The Assistant Engineer, Serampore Sub-Division P.W.D. SHORT NOTICE INVITING TENDER for 01 (One) no work. Name of work - Installation of Temporary Barricading and Drop Gate at different location in connection to the Isal-E- Sawabab-2025 at Furfura under Hooghly Division, PWD during the year 2024-2025
Last date & time limit of application for obtaining permission for participation in the tender : **03-03-2025 [Up to 10:45AM]** Last date & time limit for obtaining permission for participation in the **tender 03-03-2025. [Up to 11.30 AM]** Date & time limit for opening of tenders **03-03-2025 [AT 01.30 pM]** For details please visit office of the undersigned on any working days. Details may be downloaded from the Departmental Wbsite **https://wbpwd.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer,
Serampore Sub Division, P.W.D.

NOTICE INVITING e-TENDER No. 32 OF 2024-2025 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tenderreference No: WBPWD/AE/SER/NIT_32/2024_2025

The Assistant Engineer, Serampore Sub-Division P.W.D. invites e-tender for 01 (One) no work. Name of work - Protective work for Traffic Safety Measure on G.T. Road (SH-6) from 651.00kmp to 668.00 kmp under Hooghly Division (PWD) during the year 2024-2025. **Tender ID: 2025_PWD_821374_1** Document Download/Sale start date (online) from **01.03.2025 at 10.00 a.m** Bid submission Date (online) from **01.03.2025 at 10.30 a.m . upto 07.03.2025 at 11.00 a.m.** Date of opening of Technical Bid (Online) **10.03.2025 at 11.30 a.m**. For details please visit office of the undersigned on any working days. Details may be downloaded from **http://etender.wb.nic.in** or from the Departmental Wbsite **http://wbtender.in**

Sd/-
Assistant Engineer,
Serampore Sub Division, P.W.D.

চাষবাস

ব্যবসা ভালো নয়, তামাকের পরিবর্তে চ্যাংরাবান্ধায় ভুট্টা চাষ করা হচ্ছে

দেশের অন্যান্য রাজ্যে কদর কমেছে দেশি তামাকের। যে কারণে এখানকার তামাক ভিনরাজ্যে রপ্তানি অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। যার প্রভাব পড়েছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকেও। কারণ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই এলাকার অন্যতম অর্থকরী ফসল ছিল তামাক। ব্লকের চ্যাংরাবান্ধায় তামাকের ব্যবসার রমরমা ছিল। এলাকার বিভিন্ন হাট থেকে এখানকার মহাজনেরা তামাক কিনে মজুত করে রাখতেন। তারপর সেগুলি ভালোমতো বাঁধাই করে বাইরে পাঠাতেন। এখনও এখানকার তামাক কলকাতা পাঠানো হয়। প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশাতেও পাঠানো হতো তামাক। তবে তা বর্তমানে কমে গিয়েছে বলে শোনা গিয়েছে।

আগে এই এলাকা থেকে মাসে ২০-২২ ট্রাক তামাক ভিনরাজ্যে যেত। বর্তমানে সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে। এই ১০-১১-তে কাজের জন্য অনেক শ্রমিকও যুক্ত থাকতেন। ব্যবসা কমে যাওয়ায় চাষিরাও এখন তামাক কম চাষ করছেন। তাই কর্মসংস্থানেও দেখা গিয়েছে ঘাটতি। চ্যাংরাবান্ধার এক ব্যবসায়ী জানালেন, তামাকের ব্যবসা আর আগের মতো নেই। যে কারণে ব্যবসায়ীর সংখ্যাও কমেছে। আগের থেকে পরিমানে অনেক কম তামাক এখন বাইরে যাচ্ছে। কুচলিবাড়ির এক কৃষক বলেন, কয়েক বছর আগেও আমাদের এলাকায় অনেক কৃষক তামাক চাষ করতেন। কিন্তু এখন এই চাষে খুব একটা লাভের মুখ দেখা যাচ্ছে না বলে চাষ প্রায় হয় না বললেই চলে। জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলার সিতাই, শীতলকুচি এবং মেখলিগঞ্জ এই তিন জায়গায় তামাকের ভাল উৎপাদন হত। বর্তমানে তিন জায়গা থেকেই এই চাষ কমার খবর পাওয়া গেছে। তবে তামাকের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ার বাইরের কারখানার মালিকদের ব্যবসার সিস্টেমও একটা অন্যতম কারণ। একটা সময় স্থানীয় মহাজনরা সরাসরি কারখানায় তামাক বিক্রি করতেন। বর্তমানে অনেক কারখানার মালিক এলাকায় এসে কমিশনে এজেন্ট নিয়োগ করে তাঁদের দিয়ে তামাক ক্রয় করাচ্ছেন। এতেই মাঝে থাকা মহাজনদের ব্যবসায় ভাটা পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ভিনরাজ্যে তামাকের চাহিদাও অনেক কমে গিয়েছে। এমনকী তামাক চাষ কমানোর লক্ষ্য রয়েছে সরকারেরও। মেখলিগঞ্জ ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, এই ব্লকে গত মরশুমে ১১০০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল। এবার সেটা কমে হয়েছে ৭৫০ একর। তামাক চাষ আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে। এর পরিবর্তে ভুট্টা চাষ হচ্ছে। গতানুগতিক চাষের বাইরে গিয়ে জেলার কৃষকদের ভুট্টা চাষে উৎসাহ দিচ্ছে কৃষিদপ্তর। বিজ্ঞানসম্মতভাবে জমির মান ধরে রাখার পাশাপাশি উপার্জনের বিকল্প দিশা দেখানোই এই চাষের উদ্দেশ্য। সরাসরি মাঠে নেমে কৃষকদের সহযোগিতা করছে কৃষিদপ্তর।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অন্তত ১ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর আমন এবং ৮০ হাজার হেক্টরের মতো জমিতে বোরো ধান চাষ হয়। ২২হাজার হেক্টর জমিতে আনাজ চাষ চলে। সরিষা চাষ হয় অন্তত ৬৬ হাজার হেক্টর জমিতে। গম হাজার হেক্টর এবং পাট চাষ হয় অন্তত ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে। এছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর মুসুর ডাল, আখ, সূর্যমুখী চাষও হয় বেশ কিছু এলাকায়। সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে জেলায় থাকা ৩ লক্ষ কৃষক। তাদের মধ্যে অন্তত ১০ শতাংশ চাষিকে আপাতত ভুট্টা চাষে আগ্রহী করে তুলতে লক্ষ্য নিয়েছে কৃষিদপ্তর। প্রযুক্তিগত সাহায্য এবং পরামর্শ দিয়ে এখন কৃষকদের উৎসাহ দিচ্ছে এই দপ্তর। গঙ্গারামপুর ব্লকের কিছু এলাকা ছাড়াও বালুরঘাটের কিছু এলাকায় ভুট্টা চাষে কৃষকদের মাঠে নামানো হয়েছে বলে খবর মিলেছে। এ মূহূর্তে অন্তত ৫ হাজার হেক্টর জমিতে করা হচ্ছে ভুট্টা চাষ। উপকারিতা তুলে ধরে বেশি বেশি জমিতে বিকল্প এই চাষ করানোই উদ্দেশ্য কৃষিদপ্তরের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, ডিএসআর বা সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে শূন্যকর্ষে ধানের মত ভুট্টা চাষ হচ্ছে। সিমিক ইন্ডিয়া প্রকল্পে যন্ত্র মিলেছে। সেই যন্ত্র দিয়ে চাষিদের জমিতে ভুট্টা বীজ রোপন করে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা উপ-কৃষি অধিকর্তা প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় (প্রশাসক) জানান, চাষিদের পেছনে লেগে থেকে এই চাষে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষবাস। যন্ত্র ও প্রযুক্তির সহায়তায় পাশাপাশি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে চাষাদের।

পাক বোর্ডের জন্য বিপুল বরাদ্দ করলেও কীভাবে সেই অর্থ খরচ হয়েছে, উঠছে প্রশ্ন

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাক দলের ভরাডুবি নিয়ে এবার উত্তাল হতে চলেছে পাক পার্লামেন্ট ! পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের উপদেষ্টা রানা সানাউল্লা সাফ জানিয়েছেন, ক্রিকেট টিমের বেহাল দশা নিয়ে পার্লামেন্ট এবং কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। পাক বোর্ড কীভাবে অর্থ খরচ করেছে, সেই নিয়েও সন্দেহ রয়েছে বলে মত সানাউল্লার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক হলেও টুর্নামেন্ট থেকে লজ্জাজনকভাবে বিদায় নিয়েছে মহম্মদ রিজওয়ানের দল। একটাও ম্যাচ জিততে পারেনি। পয়েন্ট টেবিলেও সকলের নিচে রয়েছে তারা। প্রিয় দলের এমন বেহাল দশা থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পাকিস্তানের সমর্থকরা। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটাররাও তোপ দেগেছেন বোর্ডকে। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের সরকারেরও পদক্ষেপ করা উচিত বলে মত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার। উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে পাকিস্তানের

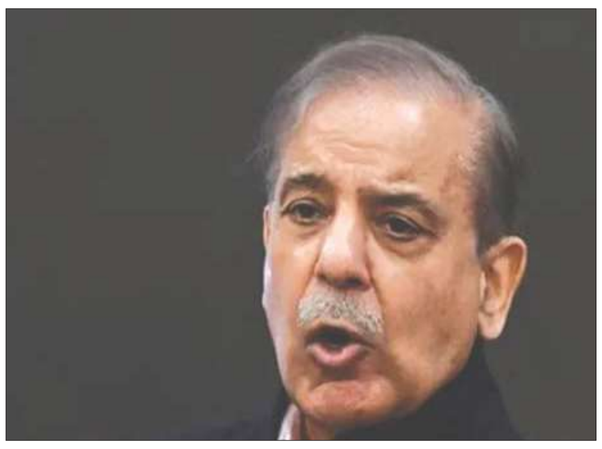

কেয়ারটেকার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সানাউল্লা। তাঁর কথায়, তদারকি সরকারের আমলে পাক বোর্ডকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হত। সানাউল্লার মতে, গত দশ বছর ধরে পাক ক্রিকেটে কেবল অবক্ষয় চলছে। পাক বোর্ডের জন্য বিপুল বরাদ্দ করলেও কীভাবে সেই অর্থ খরচ হয়েছে সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বলে মত সানাউল্লার। তাঁর কথায়, ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে মেন্টর রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা মিডিয়ায় গিয়ে বলছেন যে নিজেদের দায়িত্বটুকুও জানেন না। অর্থাৎ কাজ না করেই তাঁরা বিপুল অর্থ নিচ্ছেন। উল্লেখ্য, এই মেন্টরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শোয়েব মালিক। কয়েকদিন আগে একটি টিভি শোয়ে গিয়ে তিনি বলেন, মেন্টর দায়িত্ব বা ক্ষমতা কতখানি ছিল সেটা তাঁর অজানা। পাক বোর্ডের আধিকারিক যতটা বেতন এবং সুযোগসুবিধা পান সেটা বিশ্বের কোনও উন্নত দেশের দেশের সমান, এমনটাই মত সানাউল্লার। তিনি আরও বলছেন, নিজের খুশিমতো কয়েকজন ব্যক্তি পিসিবির পদে বসে পড়ছেন বলে বোর্ডের এমন বেহাল দশা। এই বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীর। ক্যাবিনেট এবং পার্লামেন্টে আলোচনা করে এই সমস্যা মেটানো উচিত বলে মত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার।

মাহোবায় ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির, মৃত ৩

মাহোবা, ২৮ ফেব্রয়ারি ঃ উত্তর প্রদাহের মাহোবায় ট্রাকে ধাক্কা মারল নিয়ন্ত্রণহীন একটি অল্টো গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আহত মহিলার চিকিসা চলছে হাসপাতালে। মাহোবা থানার অধীনে জাতীয় সরকারের ওপর বারা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। শুক্রবার সকালে ডাঃ হেমেন্দ্র কুমার বলেছেন, অ্যাম্বুলেন্সে ৩টি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ নিয়ে আসা হয়। একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। নিহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘চাকরি খাওয়ার অধিকার নেই মাস্কের’, আদালতের নির্দেশে মুখ পুড়ল প্রশাসনের

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চাকরি খাওয়ার অধিকার নেই ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের। সাফ জানিয়ে দিল মার্কিন আদালত। দিনকয়েক আগে আচমকাই আমেরিকার সরকারি কর্মীদের জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার সমস্ত দপ্তরের কাজের হিসাব দিতে হবে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চাকরি কেড়ে নেওয়া হবে বলেও কার্যত হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই অধিকারই নেই ট্রাম্প প্রশাসনের, এমনটাই জানাল আমেরিকার আদালত।

বৃহস্পতিবার সান ফ্রান্সিসকোর প্রাদেশিক আদালতের বিচারক উইলিয়াম আলসুপ বলেন, অফিস অফ পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট কাউকে চাকরি দিতে পারে না। কারোওর চাকরি কাড়তেও পারে না। তাদের সেই অধিকারই নেই। নিয়োগ এবং ছাঁটাইয়ের অধিকার রয়েছে কেবল সংশ্লিষ্ট সংস্থার হাতেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ এবং ছাঁটাইয়ের বিষয়টি পুরোপুরি থাকবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতেই। অর্থাৎ অন্য কোনও দপ্তরের তরফে কর্মী ছাঁটাইয়ের নির্দেশ দেওয়া যায় না। আদালতের এমন সিদ্ধান্তে বড়সড় ধাক্কা খাবে ট্রাম্প সরকার। কারণ ক্ষমতায় এসেই দেশের ব্যয় কমাতে উঠেপড়ে লেগেছেন মার্কিন ধনকুবের। তার জন্য তৈরি হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি, তার প্রধান এলন মাস্ক। ওই ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত আমেরিকার কর্মী ব্যবস্থাপনা দপ্তর বা অফিস অফ পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট থেকেই সরকারি কর্মীদের কাছে কাজের জবাবদিহি চেয়ে ইমেল গিয়েছে। সরকারি কর্মীদের ছাঁটাই করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে সেখানে। মাস্কের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তে আদালতের দ্বারস্থ হন সরকারি কর্মীদের একাংশ। তাঁদের আবেদন ছিল, অসাংবিধানিকভাবে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, সরকারি কর্মীরা এই সংক্রান্ত মেল পান শনিবার। সোমবার রাত ১২টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয় তাঁদের। এই ঘটনায় ক্ষুদ্ধ হন আমেরিকার প্রায় ২৩ লক্ষ সরকারি কর্মী। তবে আদালতের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে তাঁরা। অন্যদিকে, আদালতে ধাক্কা খেয়ে মুখ পুড়ল ট্রাম্প সরকারের।

দশম শ্রেণিতে বাধ্যতামূলক করা হল পাঞ্জাবি ভাষা, কড়া নিয়ম পাঞ্জাবে

২৮ ফেব্রুয়ারিঃ দশম শ্রেণির পরীক্ষায় থাকতেই হবে পাঞ্জাবি ভাষা। সিবিএসই, আইসিএসই, আইবি কিংবা রাজ্য বোর্ড যাই হোক না কেন, সব বোর্ডের সিলেবাসেই দশম শ্রেণির বিষয়ের মধ্যে পাঞ্জাবি থাকতেই হবে। এমনই নির্দেশ জারি করেছে পাঞ্জাব সরকার। কিন্তু কেন হঠাৎ এমন নির্দেশিকা? আসলে এর নেপথ্যে রয়েছে সিবিএসই-র নয়া বিজ্ঞপ্তি। পড়ুয়াদের উপর চাপ কমাতে অভিনব পদক্ষেপ করেছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। গত মঙ্গলবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষা দুই বারে নেওয়া হবে। কিন্তু সেই নির্দেশিকাতেই পড়ুয়াদের হিন্দি ও ইংরিজি পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই ‘স্থানীয় ও বিদেশ ভাষার গ্রুপে’ও রাখা হয়নি পাঞ্জাবি ভাষাকে। এরপরই পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী হজরত বেইনস প্রশ্ন তোলেন এর বিরুদ্ধে। আর তারপরই জারি করা হল নির্দেশিকা। ওই নির্দেশিকায় পরিস্কার বলা হয়েছে, পাঞ্জাবের সমস্ত বোর্ডকেই দশম শ্রেণিতে পাঞ্জাবি পড়াতে হবে। এবং সেটাও প্রধান বিষয় হিসেবেই। একে ‘স্থানীয় ও বিদেশ ভাষার গ্রুপে’ও রাখা যাবে না। অন্যথায় বৈধতা পাবে না শংসাপত্র। এদিকে সিবিএসইর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাঞ্জাবি ভাষার উল্লেখ না থাকার কারণ হল ওই বিজ্ঞপ্তিতে যা বলা হয়েছে তা ইঙ্গিতবাহী মাত্র। অর্থাৎ তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিষয়ের ক্ষেত্রে ২০২৫-২৬-এর ক্ষেত্রে সিলেবাস অপরিবর্তিতই থাকবে। এদিকে প্রশ্ন উঠছে, পরীক্ষা পাশের শংসাপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার কি রাজ্য সরকারের থাকে? এপ্রসঙ্গে বলা যায়, বোর্ডের পরীক্ষায় কেন্দ্র ও রাজ্য দুইয়েরই নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু কোনভাবেই রাজ্যের ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিশেষ করে যখন প্রশ্নটা জাতীয় স্তরের পরীক্ষা নিয়ে। তাছাড়া যে বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এত প্রশ্ন, সেই সিবিএসই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং তার নিয়মাবলী দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রেই এক।

ভারী তুষারপাত কাশ্মীরে বন্ধ জাতীয় সড়ক

শ্রীনগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃভারী তুষারপাতের জেরে স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীরে। বিঘ্নিত হয়েছে রেল ও বিমান পরিষেবা, পাশাপাশি জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় স াক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য যানবাহন। রামসু ও কাজিগুন্ডের মাঝে তুষারপাতের জন্য জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে। আবার নাশরি ও নবযুগ টানেলের মধ্যে পাথর, ভূমিধস ও কাদামাটির কারণেও জম্মু ও শ্রীনগর জাতীয় স াক বন্ধ রয়েছে। উধমপুরের জাখানিতে প্রচুর যানবাহন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুষারপাতের কারণে শুক্রবার শ্রীনগর থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে, আবার ট্রেন চলাচলও বন্ধ। রাগি নাল্লায় ভূমিধসের কারণে বাটোতে-ডোডা সড়কও বন্ধ রয়েছে। এসএসজি রোড, ভাদেরওয়াহ-চাম্বা রোড, মুঘল রোড এবং সিন্থন রোড-সহ আরও বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। ভারী তুষারপাতের পর বরফের চাদরে ঢাকা প ল লেহ। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে লেহ-তে ভারী তুষারপাত শুরু হয়েছে, সেই তুষারপাত থামেনি শুক্রবার সকালেও। তুষারপাতের প্রেক্ষিতে ঠান্ডা অনেকটাই বেড়েছে লেহ-তে। সেখানে তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তুষারপাত স্থানীয়দের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ তৈরি করেছে, তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে এই অঞ্চল থেকে ছেড়ে যাওয়া বিমানগুলি বাতিল করা হয়েছে। গাছ, রাস্তাঘাট বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িও বরফে ঢেকে গিয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযানে তছনছ হওয়া লেইক চৌমুহনী বাজার পরিদর্শন করলেন বিরোধী দলনেতা

আগরতলা, ২৮ ফেব্রয়ারি ঃ স্মার্ট সিটি হিসেবে আগরতলা শহরকে এখন সাজানোর কাজ চলছে। তাই রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন বাজারগুলিতে অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ করা দোকান ঘর এবং অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ চলছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার রাজধানীর লেইক চৌমুহনী বাজারের বেশ কিছু অবৈধ দোকান ভেঙ্গে ফেলা হয়। এরপরেই একে গিরে শুরু হয়েছে রাজনীতি। বাম নেতৃবৃন্দ উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছেন। রাজনীতির বাজার গরম করছেন একাংশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে। তাদের এই রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার লেইক চৌমুহনী বাজারের যে অংশে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় সেই এলাকা পরিদর্শন করেন সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ এক প্রতিনিধি দল। তাঁরা বাজারটি পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শন শেষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার তাই গরীবদের পেটে লাথি মারল আগরতলা পুর নিগম। তিনি আরো বলেন, বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা না করে আগেভাগে এভাবে ব্যবসায়ীদের দোকান ঘর ভেঙ্গে ফেলা উচিত হয়নি। কারণ এর সঙ্গে তাদের পরিবার প্রতিপালনের বিষয় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি দাবি জানান অবিলম্বে ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং বিকল্প জায়গায় ব্যবসা করার সুযোগ করে দিতে হবে।

তামিলনাড়ুতে সীমানা পুনর্গঠনে লোকসভার আসন সংখ্যা কমবে না, স্ট্যালিনের দাবি ওড়ালেন শাহ

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জনগণনার দোহাই দিয়ে কেন্দ্রের ‘ষড়যন্ত্রে’ আট লোকসভা আসন হারাতে চলেছে তামিলনাড়ু। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের এই দাবি উড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার তিনি দাবি করলেন, একটি লোকসভা আসনও কমবে না তামিলনাড়ুর। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে শঙ্কিত কেন স্ট্যালিন? ইতিমধ্যে সর্বদলীয় বৈঠকও ডেকেছেন ডিএমকে নেতা। সীমানা পুনর্গঠন বিতর্ক নিয়ে বুধবার শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে সীমানা পুনর্গঠনের পরেও দক্ষিণের কোনও রাজ্যের লোকসভা আসন কমবে না। উল্লেখ্য, জনসংখ্যার স্তর বিন্যাসের উপর নির্ভর করে দক্ষিণের রাজ্যগুলির সংসদীয় এলাকাগুলির সীমানা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এই কাজ শুরু হবে আগামী বছর থেকে। এর ফলে লোকসভা এলাকার সীমানায় পরিবর্তন আসতে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নতুন করে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মধ্যে সংঘাত তৈরি

হয়েছে।

আগামী ৪ মার্চ রাজ্যের সীমানা পুনর্গঠন সংকট নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন স্ট্যালিন। তাঁর কথায়, রাজ্য এক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের দাবি তুলতে হবে। স্ট্যালিনের ভাষায়, খোলা তরোয়াল ঝুলছে দক্ষিণের রাজ্যগুলির উপরে। আরও বলেন, এর ফলে সংসদে আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা কমবে, গলার জোর কম যাবে। দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাজ্যের কথা ভেবে সমস্ত দলের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গলা চড়ানো উচিত। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, লোকসভার সংখ্যা না কমলেও জনসংখ্যার ধরন বা স্তর বিন্যাস বদলে যেতে পারে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে। লোকসভার সীমানা পুনর্গঠনের পর ঠিক যেমনটা হয়েছিল অসমে। যার ফলে ধর্ম ভিত্তিক ভোটব্যাঙ্কে বড়সড় প্রভাব পড়েছিল। এর সুবিধা পেয়েছে শাসক দল বিজেপি। সেই কারণেই দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে সীমানা পুনর্গঠনের নির্দেশে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ডিএমকের মতো ‘ধর্মনিরেপক্ষ’ আঞ্চলিক দলগুলি।

ভুয়ো ভোটার সমস্যায় এবার বারুইপুরের দুটি বিধানসভায় ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৮ ফেব্রুযারি ঃ ভুয়ো ভোটার সমস্যায় এবার বারুইপুরের দুটি বিধানসভায় ভোটার তালিকা দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ। ভোটার তালিকা নিয়ে সতর্ক নির্বাচন কমিশন। দু জায়গায় নাম আছে, অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সেই ভোটারের নাম একটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বাদ দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই জায়গায় নাম থাকলে, কেউ তাঁর অপব্যবহার করতে পারে বলে আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই নিয়ে বিতর্ক এড়াতেই রিপিটেড এপিক বাদ দেওয়ার উপর জোর দিয়েছে কমিশন। জেলা আধিকারিকদের একাংশের গাফিলতিতেই এখনও এত জনের দুই জায়গায় নাম থেকে গিয়েছে, এমনই অভিযোগ উঠেছে।এদিকে, বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভায় ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে সেখানকার ১০টি পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ও প্রধানদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে বারুইপুর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা ধরে ধরে নাম মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভুতূড়ে ভোটারের আসল ঠিকানা ঠিক কোথায়, সেটাও খুঁজে বের করার কাজ শুরু হয়েছে। পুরো স্ক্রুটিনি করে তাঁর রিপোর্ট বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমা দেবেন জন প্রতিনিধিরা।নিয়ম অনুযায়ী,একজন ভোটারের নতুন ঠিকানায় নাম তোলার প্রক্রিয়া মিটে গেলে তাঁর পুরনো বিধানসভায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে ফর্ম সেভেন তৈরি হয়ে যাবে পোর্টালে।আর সেই বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সেটা পূরণ করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেবেন। তাহলেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন।কিন্তু কমিশনের তথ্য বলছে,এই কাজই কম বেশি এখন ও পড়ে রয়েছে সব জেলায়।২৩ হাজার রিপিটেড এপিক বাদ দিয়ে সংখ্যাটা শূন্যে নামাতে হবে বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কমিশনের কর্তারা।তাঁদের মতে, এই বছর কোনও নির্বাচন নেই। তাই এই নিয়ে এখন কেউ অপব্যবহার করতে পারবেন না। তবুও এই নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। জানা গিয়েছে, সব থেকে বেশি এই রিপিটেড এপিক রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায় (৪৪৫৭) ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৩৫৫২)।এছাড়াও হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় এক হাজারের বেশি করে ভোটারের দুই জায়গায় নাম রয়ে গেছে।এ বিষয়ে সব জেলার সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।আর ভুয়ো ভোটার সমস্যার সমাধান হবে এবারে।

শ্রীনগরে পুনরায় চালু বিমান পরিষেবা

শ্রীনগর, ২৮ ফেব্রয়ারি ঃ রাতভর তুষারপাতের ফলে শুক্রবার সকাল থেকে খারাপ আবহাওয়ার কারণে শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান চলাচল ব্যাহত হযেছিল। তবে সকাল ১১০ৃ০ টা থেকে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে। সকাল ১১,১২ মিনিটে নয়াদিল্লি থেকে একটি বিশেষ বিমান শ্রীনগর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমান পরিষেবা চালু হলেও কাশ্মীর উপত্যকাকে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সংযোগকারী একমাত্র রাস্তা, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক এখনও বন্ধ রয়েছে।

হায়দরাবাদ মোদী-উরসুলা বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রয়ারি ঃ নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেন। হায়দরাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেছেন তাঁরা। শুক্রবার ইউরোপীয. কমিশনের কমিশনাররা হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি দ্বারা চালিত একটি বাসে হায়দরাবাদ হাউসে পৌঁছন, এই বাসটি টাটা মোটরস এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সহযোগিতায় তৈরি। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁদের স্বাগত জানান। হায়দরাবাদ হাউসে সাক্ষাতের পর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদী ও উরসুলা। এরপর আবার প্রতিনিধি পর্যায়ে আলোচনাও করেছেন তাঁরা।

Name Change

I, Dipika Mondal W/o Sushil Mondal Residing at B/9, Baishnabghata, Patuli Upanagari, Central Club, Panchasayar, District - Kolkata, Pin - 700094 West Bengal India shall henceforth be known as Deepu Mondal. I declare that Dipika Mondal and Deepu Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 28-02-2025

Name Change

I, MOSSAMAT TUHINA PARVIN (Old Name) W/O ABU TOIEB MD WALIULLAH Residing at Vill-Shasan (Dugdia), P.O. & P.S.-Shasan, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MST TUHINA PARVIN (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 27-12-2024. MOSSAMAT TUHINA PARVIN (Old Name) and MST TUHINA PARVIN (New Name) both are same and one identical person.

সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি! যুদ্ধবিরতির মাঝেই যেকোনও সময় লড়াইয়ে ফেরার হুঙ্কার নেতানিয়াহুর

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি চলছে গাজায়। চুক্তি অনুযায়ী হামাসের ডেরা থেকে মুক্তি পাচ্ছে ইজরায়েলের পণবন্দিরা। জেলবঃিদ প্যালেস্তিনীয়দেরও ছেড়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি প্রশাসন। কিন্তু চুক্তি লঙ্ঘন করা নিয়ে একে ওপরকে দুষছে দুপক্ষই। এর মাঝেই কয়েকদিন আগে তেল আভিভে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে রেগে লাল ইজরায়েল। বাকি পণবন্দিদের নিয়েও বাড়ছে চাপানউতোর। এই পরিস্থিতিতে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হুঙ্কার দিলেন, সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি। যেকোনও সময় যুদ্ধে ফিরতে পারে ইজরায়েল। এএনআই সূত্রে খবর, সোমবার ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। সেখানে বক্তব্য রাখার সময় ফের একবার যুদ্ধে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, কোনও বাছাই নয়, আমরা সব পণবন্দির মুক্তি চাই। সব বন্দিরা বাড়ি ফিরে আসবেন। হামাস কখনও গাজা শাসন করতে পারে না। আমরা ওই দানবদের পরাজিত করবই। আমরা এটা করবই। মনে রাখবেন, সমঝোতার পথে হেঁটে কখনও জয় আসে না। অন্য পথে জয় ছিনিয়ে নিতে হয়। নিজের বক্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, ইজরায়েলকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। যা ইজরায়েলের প্রতিরক্ষায় ও ফৌজকে আরও আক্রমণাত্মক হতে সাহায্য করবে। ওই অস্ত্রের সাহায্যেই আমরা জয়লাভ করব।

উল্লেখ্য, দিন চারেক আগেই দুই শিশু ও তাদের মা-সহ চারজন ইজরায়েলি পণবন্দির কফিনবন্দি দেহ ইজরায়েলে পৌঁছয়। যার পর গোটা দেশে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। হামাসকে ‘ বলে কটাক্ষ করে নেতানিয়াহু বলেন, ‘ ধ্বংস করবে তেল আভিভ। পাশাপাশি নেতানিয়াহুকে বলতে শোনা যায়, আমরা সবাই হামাসের দানবদের উপর ক্ষুব্ধ। আমরা সমস্ত পণবন্দিদের ফিরিয়ে দেব। ধ্বংস করব খুনিদের, হামাস এবং সকলকেই। ঈশ্বরের সহায়তায় আমরা আমাদের ভবিষ্যকে সুনিশ্চিত করব। আমাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের আত্মায় কোনও ভাঙন নেই। গত ১৯ জানুয়ারি ইজরায়েল ও গাজার মধ্যে কার্যকর হয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি। আর সেই চুক্তিমতো প্রথমেই তিন বন্দিকে রেডক্রসের হাতে তুলে দেয় হামাস। অন্যদিকে, ৯০ জন প্যালেস্তিনীয় বন্দিকে মুক্তি দেয় ইজরায়েল। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১৯ জন জীবিত ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ১ হাজার ১০০ জন প্যালেস্তিনীয় বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে ইজরায়েল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালায় হামাস। সেই সময় সব মিলিয়ে ২৫১ জন ইজরায়েলিকে পণবন্দি করে তারা।

নদীয়ায় ১৫ দফা দাবী নিয়ে এআইকেএস, এআইএডব্লুইউ, সিআইটিইউ-র ডাকে নবদ্বীপ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল, আবাস যোজনার যারা প্রকৃত উপভোক্তা তাদের তালিকায় নথিভুক্তকরন, অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় যোজনায় প্রকৃত গরীব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষকদের বীজ, কীটনাশক, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি বিলি বণ্টনের ক্ষেত্রে দলবাজি বন্ধ করতে হবে। প্রানী সম্পদ দপ্তরে উপভোক্তা নির্বাচনে দলবাজি বন্ধ করে প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা ভুক্ত করতে হবে। বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. দপ্তরের সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদ সহ মোট ১৫ দফা দাবী নিয়ে শুক্রবার নবদ্বীপ ব্লকের মহেশগঞ্জ বিডিও অফিসে এক বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচী পালন করে এআইকেএস, এআইএডব্লুইউ, সিআইটিইউ তিনটি সংগঠনের তরফে। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের রাজ্য নেতা ইন্দ্রজিত ঘোষ, ডিওয়াইএফআই নদীয়া জেলা সম্পাদক রুদ্র মুখার্জি, সারা ভারত কৃষক সভা নবদ্বীপ ব্লক সভাপতি বিধান ঘোষ, সম্পাদক সুরোজ মণ্ডল, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন নবদ্বীপ ব্লক সভাপতি হানিফ মণ্ডল, সম্পাদক নকিব শেখ, সিআইটিইউ নবদ্বীপ আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি সম্পাদক সৌমেন অধিকারী, সিপিআই(এম) নবদ্বীপ এরিয়া কমিটি সম্পাদক বেচু সিংহ রায়, নবদ্বীপ পূর্ব এরিয়া সম্পাদক আয়ুবনবী শেখ প্রমুখ। ডেপুটেশন কর্মসূচী শেষ করে আয়ুবনবী শেখ বলেন আমরা আমাদের দাবীগুলো নিয়ে বিডিও সাহেবের সামনে তুলে ধরেছি, তিনিও আন্তরিকতার সাথে বিষয় গুলো দেখবেন বলে জানিয়েছেন, পাশাপাশি তারা আরও জানান আগামী দিনে তাদের দাবী পুরন না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথেই হাঁটবো।

ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার মা ও ছেলে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার হলেন মা ও ছেলে। তাদের কাছ থেকে ৫৮২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা। গোপন সূত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ খবর পায় ব্রাউন সুগারের পাচারের। জানতে পারে, এক মহিলা এবং যুবক ওমরপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার রয়েছে। সেই অনুযায়ী ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালায়। বাসে ওঠার আগেই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় পাচারকারীদের। তাদের ব্যাগে তল্লাশি চলে। যুবকের ব্যাগ থেকে ২৬৭ গ্রাম এবং মহিলার কাছ থেকে ৩১৩ গ্রাম ব্রাউন সুগারের হদিশ পান তদন্তকারীরা। যার বাজারদর কয়েক কোটি টাকা।

স্কুল চত্বরেই কেটে ফেলা হল গাছ, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও', এর ওপর যখন জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন জলপাইগুড়ি জেলায় কেটে ফেলা হল একের পর এক গাছ। তাও আবার স্কুল চত্বরেই। একের পর এক গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে দেবনগর সতীশ লাহিড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন প্রাক্তনী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। কেন স্কুল ক্যাম্পাসের একাধিক গাছ কেটে ফেলা হল, তার কৈফিয়ত চেয়ে শুক্রবার স্কুলের শিক্ষকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়। জলপাইগুড়ির এই স্কুলে গাছ কাটার ঘটনার তদন্তে নেমেছে বন দফতর। মোতায়েন রয়েছে পুলিশও।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু, প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পলাশিপাড়ায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যবসায়ীর। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ব্যবসায়ীর নাম আশরাফ শেখ (৪০)। তাঁর বাড়ি পলাশিপাড়ার কুলগাছিতে। শুক্রবার সকালে রাজ্য সড়ক ধরে তিনি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সাইকেলের পিছনে মুরগি বোঝাই ঝুড়ি ছিল। তিনি মুরগি বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। ওই সময় একটি ডাম্পার তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। রাস্তায় ছিটকে পড়েন আসরাফ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আশরাফকে ধাক্কা মেরে জোরে গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে যান ডাম্পার চালক। এলাকার ট্রাফিক পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ও তার প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মীরা ফাঁড়ির পুলিশ। তারা বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন জানায়। পুলিশের আশ্বাসে ওঠে পথ অবরোধ।

কচুরিপানা থেকেই সংসার চলছে প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমানে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থান মহিলাদের স্বনির্ভর করতে কখনও ছাগল, হাঁস, মুরগি চাষে উৎসাহী করেন, আবার কখনও বাড়িতে মাছ চাষ করে স্বনির্ভর হতে বার্তা দেন। তবে এইসবের বাইরে ও মহিলাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করছে জলের মধ্যে থাকা কচুরিপানা। কচুরিপানা এই নামটি অন্তত গ্রামবাংলায় এমন কেউ যারা জানেন না। কচুরিপানা মুক্তভাবে ভাসমান বহুবর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ। মূলতঃ এর আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা। পুরু, চকচকে এবং ডিম্বাকৃতির পাতাবিশিষ্ট কচুরিপানা জলের উপরিপৃষ্ঠের ওপর ১ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। আর এর কাণ্ড থেকে দীর্ঘ, তন্তুময়, বহুধাবিভক্ত মূল বের হয়, যার রং বেগুনি-কালো। তবে অনেকে ভাবেন কচুরিপানা জলাশয়ের এক এমন জিনিস যার কোনও কাজ নেই।এই কচুরিপানা থেকেই লক্ষ্মীলাভ করছে বীরভূম। কচুরিপানার তন্তু দিয়ে তৈরি বাড়ির ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিস এবার সাঁইথিয়া থেকে সারা দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। সাঁইথিয়ার ভগবতীপুর গ্রামে সেই জন্য তৈরি হচ্ছে 'কমন প্রোডাকশন সেন্টার'। রাজ্য ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগের উদ্যোগে ভগবতী পুরে তৈরি হচ্ছে সরকারি ভবন। বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত আহমদপুর এলাকায় গেলেই আপনি পৌঁছে যাবেন এই বাড়ি। যেখানে প্রায় একাধিক মহিলারা স্বনির্ভর হচ্ছেন কচুরিপানা থেকে বিভিন্ন বাড়ির সামগ্রী তৈরি করেন। জেলা শিল্প কেন্দ্রের সূত্রের খবর, 'জমি চিহ্নিতকরণ হয়ে গেছে। দফতর এর জন্য ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে হস্তান্তর করে কাজ শুরু হয়ে যাবে। ২০২১ সালে কচুরিপানা থেকে তন্তু বের করে নিত্য দিনের ব্যবহৃত সামগ্রী তৈরি করতে শুরু করেছেন জেলা শিল্প কেন্দ্রের অধীনে থাকা মহিলারা। যা দিয়ে ফাইল রেক, ট্রে, ডাইরি- সহ নানা জিনিস তৈরি হয়। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন এর আগেও তন্তু দিয়ে তৈরি ক্লাস্টার পূর্বস্থলী ও কলকাতার কাছে একটি কেন্দ্রে পরিকাঠামো করে দিয়েছে সরকার। এবার আনন্দ দ্বিগুণ, কারণ নিজের জেলার প্রায় আনুমানিক ৩৫০-৪০০ মহিলা সরাসরি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবেন। পরোক্ষ ভাবে কাজে যোগ দেবে আরও ৪০০-৫০০ মহিলা। সব মিলিয়ে এই কাজ করে স্বনির্ভর হচ্ছেন মহিলারা। আর্থিক উপার্জন করে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারবেন তারা। আর কার্যততাতেই খুশি প্রত্যন্ত গ্রামের এই সমস্ত মহিলারা।

এআই-চালিত সমাধান-এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার স্বাস্থ্য উন্নতি এবং স্বাস্থ্যসেবায় রূপান্তর করার লক্ষ্য

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আর্কা এআই, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-চালিত স্বাস্থ্যসেবা সমাধান ক্ষেত্রে এক স্বপ্নদর্শী, গর্বের সঙ্গে দুটি বিপ্লবী সহযোগিতার করতে পেরে গর্বিত যা প্রগতিশীল রোগীর যত্ন, চিকিৎসা শিক্ষা এবং দীর্ঘায়ু গবেষণার জন্য অগ্রগতি আনবে। লংজিভিটি ইন্ডিয়া, আইআইএসসি, ব্যাঙ্গালোর এবং বিলিভার্স চার্চ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কেরালার সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব স্বাস্থ্যসেবা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রভাবশালী রূপান্তরের জন্য কাটিং-এজ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। **লংজিভিটি ইন্ডিয়া, আইআইএসসি'র সঙ্গে দ্য ইন্ডিয়া স্টাডি'তে দীর্ঘায়ু গবেষণার অগ্রগতিঃ** আর্কা এআই লংজিভিটি ইন্ডিয়া'র মূল প্রযুক্তি অংশীদার হবে, যা ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (আইআইএসসি) দ্বারা পরিচালিত। আইআইএসসি হলো একটি একত্রিত কেন্দ্র যা গভীর গবেষণা, আবিষ্কার এবং অগ্রণী প্রযুক্তি উন্নয়ন সঞ্চালন করছে, যা ভারতের সুস্থ বার্ধক্যের জন্য অগ্রগতি চালাচ্ছে। এই সহযোগিতার লক্ষ্য হলো বিশেষায়িত অ্যাপ্লিকেশনগুলির উন্নয়ন, যা দীর্ঘ জীবনযাত্রা গবেষণায়য় সমগ্র ডেটা সংগ্রহ, একত্রীকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো গবেষকদের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা যাতে তারা বায়োমার্কার, জেনেটিক এবং জীবনযাত্রার নিদর্শন বিশ্লেষণ করতে পারে এবং ভবিষ্যতদ্বাণীমূলক মডেল তৈরি করতে পারে যা ভারতের সুস্থ বার্ধক্যের অগ্রগতি চালাতে সহায়ক হবে। আর্কা এআই, এমএলডিএল অ্যানালিটিক্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিং দক্ষতার মাধ্যমে, লংজিভিটি ইন্ডিয়া উন্নত সরঞ্জাম পাবে যাতে গবেষণার ডেটা দক্ষতার সঙ্গে প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণ করা যায়। এই উদ্যোগটি লংজিভিটি বিজ্ঞানে যুগান্তকারী অগ্রগতি অর্জন করতে সহাযক্ হবে, যা নতুন থেরাপিউটিক কৌশল এবং নির্দিষ্ট চিকিৎসার পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহাযক্ হতে পারে। ডেটা এবং বিশ্লেষণগুলি ফেডারেটেড লার্নিংয়ের জন্য তৈরি করা হবে এবং আইআইএসসি, ব্যাঙ্গালোরে সংরক্ষিত হবে। আইআইএসসি অধ্যাপক এবং লংজিভিটি ইন্ডিয়ার কনভেনার ডঃ দীপক সাইনি বলেন, আর্কা এআই'র সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা আমাদের বার্ধক্য এবং দীর্ঘজীবন সম্পর্কিত জটিলতা গুলি উন্মোচন করার প্রচেষ্টায় একটি বড় সাফল্য,। এআই-চালিত অ্যানালিটিক্স এর মাধ্যমে আমরা বার্ধক্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারব, যা জীবনের মান উন্নত করার জন্য উদ্ভাবনী হস্তক্ষেপের পথ তৈরি করবে। বিলিভার্স চার্চ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কেরালায় রোগীর সেবা এবং চিকিৎসা শিক্ষায় এআই-এর মাধ্যমে রূপান্তর আর্কা এআই, কেরালা বিলিভার্স চার্চ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে যাতে এআই-চালিত সমাধানগুলো রোগী-চিকিসক সম্পর্কে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করতে, ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কে উন্নত করতে, হাসপাতালের কর্মপ্রবাহ কে সহজ করতে এবং রোগীর ফলাফল উন্নত করতে প্রস্তাবিত হয়। এই সহযোগিতা মেশিন লার্নিং মডেল, ভবিষ্যতদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ এবং অটোমেশন ব্যবহার করে চিকিৎসার পরিকল্পনাগুলি অপটিমাইজ করতে, নির্ণয়ের বিলম্ব কমাতে এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের জন্য রিয়েল- টাইম অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে লক্ষ্য করে। এছাড়াও, এই অংশীদারিত্ব রোগীর সেবা ছাড়াও চিকিৎসা শিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে ছাত্র এবং শিক্ষকরা এআই-চালিত শিক্ষণ সরঞ্জাম, সিমুলেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল সম্পদ পাবে যা তাদের জ্ঞান এবং ক্লিনিকাল দক্ষতা সমৃদ্ধ করবে। মেডিকেল পাঠ্যক্রমে বুদ্ধিমান সিস্টেমগুলো সংযুক্ত করে, বিলিভার্স চার্চ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কেরালা একটি নতুন প্রজন্মের এআই-সক্ষম স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার তৈরি করতে চায়, যারা রোগীদের সাথে আরও গুণগত সময় কাটাতে পারবেন, প্রশাসনিক কাজের পরিবর্তে। কেরালার রোজি মার্সেল বিলিভার্স চার্চ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বলেন, আমরা আর্কা এআই'র সঙ্গে সহযোগিতা করতে পেরে উত্তেজিত, যাতে আমাদের হাসপাতাল এবং একাডেমিক প্রোগ্রাম সর্বশেষ এআই উদ্ভাবন গুলি নিয়ে আসা যায়। এই অংশীদারিত্ব আমাদের রোগীর সেবাকে উন্নত করতে সহায়ক হবে এবং পাশাপাশি

আমাদের ছাত্রদের জন্য প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা উন্নত করবে, তাদের ভবিষ্যত চিকিৎসার জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদান করবে। ভবিষ্যতের জন্য একটি সমন্বিত দৃষ্টি- এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব আর্কা এআই'র স্বাস্থ্যসেবা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির শক্তি দিয়ে রূপান্তর ঘটানোর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। চিকিৎসা অনুশীলন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে, কোম্পানির উদ্ভাবন চালিয়ে যাচ্ছে যা বর্তমান রোগীদের উপকারে আসে এবং চিকিৎসা ও লংজিভিটি গবেষণার ভবিষ্যত গঠনে সহায়ক। এই প্রচেষ্টা গুলি ভারতের স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলো একটি বেসলাইন সার্ভে পরিচালনায় সহায়ক হবে, যার লক্ষ্য ২০ বছরের জন্য। আর্কা এআই-এর প্রতিষ্ঠাতা রোহিত রাজন বলেন, আমরা ভারতীয় জনসংখ্যার জন্য একটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য চিত্র তৈরি করতে চাই যা ডেটা-চালিত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সক্ষম হবে। এই কাঠামোবদ্ধ ডাটার মাধ্যমে এম এলডি এল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যা কমিউনিটি ডিপ্লয়মেন্ট - এর জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেল তৈরি করবে। দীর্ঘমেয়াদে, আমরা ক্লিনিকাল মেটাডেটা, জীবনযাত্রার স্বাস্থ্য ডেটা এবং আণবিক ডেটা একীভূত করব, যাতে ব্যক্তিদের জন্য সেরা স্বাস্থ্যসেবা বিকল্প পাওয়া যায়।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ (নিলাম পরিচালন অধিকারী), শিয়ালদহ ডিভিসনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্ক-এইউজি-২৪-৭৯। **সিকো.নং, লট নং ও স্টেশন** নিম্নলিখিতমতো : (এএ/২) পার্কিং-এসডিএএইচ-কেএনজে-টিডব্লু-১১৮-২৫-১, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন। (এএ/৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৬-২৪-১, জগদ্দল। (এএ/৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-২৮২৬-২৩-১, জগদ্দল। (এএ/৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-১৭৩-২২-১, বেথুয়াডহরি। (এএ/৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-এসইপি-টিডব্লু-১৯৯-২৩-১, সোদপুর। (এএ/৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৮-২৪-১, জগদ্দল। (এএ/৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-২৭৪-২৩-২, বেথুয়াডহরি। (এএ/৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৯-২৩-১, জগদ্দল। (এএ/১০) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএসএলএ-টিডব্লু-২৯১-২৩-১, ভাসিলা। (এএ/১১) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৩-২৪-১, জগদ্দল। (এএ/১২) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৫-২৪-১, জগদ্দল। (এএ/১৩) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৭-২৪-১, জগদ্দল। (এএ/১৪) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপিসি-টিডব্লু-১৮০-২৪-১, বহরমপুর কোর্ট। (এএ/১৫) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-২৯৫-২৩-২, নুঙ্গী। (এএ/১৬) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-২৭৩-২৩-২, বেথুয়াডহরি। (এএ/১৭) পার্কিং-এসডিএএইচ-এনএআই-টিডব্লু-২৯৪-২৪-১, নুঙ্গী। (এএ/১৮) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৪-২৪-১, জগদ্দল। (এএ/১৯) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-৯৪-২৪-১, জগদ্দল। (এএ/২০) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-৫৩-২৫-১, বেথুয়াডহরি। (এএ/২১) পার্কিং-এসডিএএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-৯৬-২৩-১, জগদ্দল। (এবি/১) পার্কিং-এসডিএএইচ-আরএমটিআর-এমএক্স-২৪০-২৫-১, রিমাউন্ট রোড। (এসি/১) পার্কিং-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-আরডব্লু-২৭২-২৩-২, বেথুয়াডহরি। **অকশন শুরু:** ১০.০৩.২০২৫ দুপুর ১২টা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (SDAH-369/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Keshargarh Gram Panchayat
Vill.+PO - Dapang, PS-Hura, Dist.-Purulia, Pin-723148
Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/HURA/KGP/635/eNIT No-05/ 2024-25, Dated: -28/02/2025
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of similar Works. Document download/ sale/Bid submission starting from (online) **01/03/2025 06.00 PM up to 07/03/2025 up to 04.00 PM**. Bid Opening date(Technical) **10/03/2025 at 02:00 PM.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Keshargarh Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার একটি জমির দলিল নং এ.ডি.এস.আর-৩০৭৪ / ১৯৯৩ ভোলাডাঙা থেকে বেথুয়াডহরী বাসরুটে হারিয়ে গেছে, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন নিচের নং এ যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। সনাতন ঘোষ পিতা প্রয়াত সুধীর ঘোষ, বেথুয়াডহরী, নদীয়া। ফোন -৯১৫৩৫২২৫৭৫.

OFFICE OF THE
LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
E-Tender No: WBPUR/HURA/ PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15 th FC)/NIT(e)-04/2024-25
E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 4(Four) Nos. different works. Last date of Submission of Bid(Online) **10/03/2025 at 06.00 PM.** Bid Opening Date(online) **13/03/2025 at 11.00 AM.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ৩৫৫_২০২৪-২৫, তারিখ ২৭.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** এইএন/এনডিএই-র অধীনে বিবি ল্যাপে অ্যাবাটমেন্ট ও পায়ার্সের আরসিসি জ্যাকেটিং দ্বারা ব্রিজ নং ৫১ (ডিএল)-এর পুনর্নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,২৮,২১,০২৫.১৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,১৪,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২১.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। **দ্রষ্টব্য :** আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-640/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 14/2024-2025(3 rd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 15/2024-2025(2 nd Call)
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from **28/02/2025 from 6.30 pm up to 08/03/2025 at 6.30 pm.** Last date of submission of Bid (online) **08/03/2025 up to 04.30 pm.** Date of opening of Tender on **11/03/2025 from 11.00 pm.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ই-টেন্ডার/জিএসইউ/২০২৫/০২ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লেখিত তারিখে **১৫.০০ টার** আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে **১৫.৩০ টায়: ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য:** (১); ই-কেজিপি-জিএস-০৩-২০২৫; খড়গপুর-ভদ্রক: খড়গপুর ডিভিশনে সিপিএম/জিএসইউ/ কেজিপি -এর অধীনে ১৩০ কিমি/ঘন্টা ও তার বেশি গতির রুট বি-তে কিমি ১১৫.৪০ থেকে কিমি ২৮৭.২০-তে সেফটি ফেন্সিং-এর ব্যবস্থা; ₹ ১৪২,১৪,৮৪,০৪১.১১; ₹৭২,৫৭,৪০০.০০ (২); ই-কেজিপি-জিএস-০৪-২০২৫; হাওড়া থেকে ডুঁয়া ও বালিচক-রাখা মাইনস: খড়গপুর ডিভিশনে সিপিএম/জিইউএস/কেজিপি-এর অধীনে ১৩০ কিমি/ঘন্টা ও তার বেশি গতির রুট এ-তে কিমি ০ থেকে কিমি ২৩৩.৪০-তে সেফটি ফেন্সিং -এর ব্যবস্থা; ₹১৭৭,২০,৬৪,১৯৪.০৩; ₹৯০,১০,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ₹০ (ক্রম নং. ১ ও ২ -এর জন্য); **খোলার তারিখ:** ১৬/০৪/২০২৫ (ক্রম নং. ১ ও ২ -এর জন্য); **কাজ সমাপ্তির সময়কাল:** ১২ মাস (ক্রম নং. ১ ও ২-এর জন্য); **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০২.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে এবং **১৬.০৪.২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-1195)**

Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat
E-NIT NO-86/DGC/NIT/2025 dated 28/2/2025 are invited by Prodhan Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat (01 no-Drain). Download start date - 01.03.2025 from 11:15 AM and last date of dropping Tender doccuments on dated 8/3/2025 upto 2.00 PM. and it should be opened on 10/3/2025 at 2.00 pm. Other details are available from the www.wbtenders.gov.in
Sd/-Prodhan
Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat

Thanamakua Gram Panchayt
Vill & P.O.-Podrah, Sankrail,Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER
E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-27/TGP/ 2024-25(SL-1 to 5)** BID SUBMISSION START DATE:- **28/ 02/2025 AT 09:30 Hrs**. BID SUBMISSION CLOSING: **07/03/ 2025 12:30Hrs**. BID OPENING DATE: **10/03/2025 12:30HRS**. PLEASE LOOK FOR DETAILS **www.wbtenders.gov.in** & UNDER SIGNED GP OFFICE.
SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/ PRLII/NIT(e)-06/2024-25
E-Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total **7(Seven) nos.** similar nature of works. Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid (online) **07.03.2025 at 02:00 PM.** Date of opening of Technical Proposal (online) **10.03.2025 at 10.30 PM**. For details please visit office of the undersigned or visit website **https:// wbtender.gov.in**
Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

জনসাধারণ বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ''আখিল বঙ্গীয় জনতা পার্টি'' নামে একটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। দলের অফিস সুভাষ পল্লী, দেউলি, পোস্ট-চকদহ, পি.এস.-এ অবস্থিত। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১২২। এই দলটি ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২৯এ ধারার অধীনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন, নয়াদিল্লিতে আবেদন জমা দিয়েছে। দলের পদাধিকারীদের নাম / ঠিকানা নিম্নরূপঃ - **সভাপতিঃ** অনির্বাণ কৃষ্ণ ডাকুয়া পুত্র শ্রী অশোক কুমার ডাকুয়া, দেউলি কলোনি, সুভাষপল্লী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১২২
সাধারণ সম্পাদকঃ অশোক কুমার ডাকুয়া, পুত্র রাজেন্দ্র নাথ ডাকুয়া, দেউলি কলোনি, সুভাষপল্লী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১২২
কোষাধ্যক্ষঃ শিপ্রা রায় ডাকুয়া স্ত্রী অনির্বাণ কৃষ্ণ ডাকুয়া আবাসিক দেউলি কলোনি, সুভাষপল্লী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১২২
''আখিল বঙ্গীয় জনতা পার্টি'' নিবন্ধনের বিষয়ে যদি কারও কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সচিব (রাজনৈতিক দল), নির্শোভা, দিল্লি রোড,

Office of The Pradhan Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
Vill-Layakdih, P.O-Lakhanpur, Dist-Purulia, Pin-723104
Notice Inviting Tender No: 04 (2024-25)/LKGP
Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3(Three) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **28.02.2025 to 07.03.2025(11.30 am to 3.30 pm)**. Last date of dropping of sealed tender form on or before **10.03.2025 up to 12.00 noon**. Date of Tender Opening: **10.03.2025 at 12.30 pm**. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

Office of the
Banharishpur Gram Panchayat
Banharishpur, under
Panchla Development Block, Dist-Howrah
Notice Inviting E-Tender
Office of the Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat under Panchla Development Block, Dist-Howrah has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice :- 1) 020/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 2) 021/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 3) 022/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 4) 023/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 5) 024/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 6) 025/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 7) 026/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 8) 027/E-TENDER/BGP/2025(15-th FC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 9) 028/E-TENDER/BGP/2025 (5-th SFC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 10) 029/E-TENDER/BGP/2025(5-th SFC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 11) 030/E-TENDER/BGP/2025(5-th SFC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 12) 031/E-TENDER/BGP/2025(5-th SFC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 13) 032/E-TENDER/BGP/2025(5-th SFC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 14) 033/E-TENDER/BGP/2025(5-th SFC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025, 15) 034/E-TENDER/BGP/2025(5-th SFC) SI N0-01 Dated:-25/02/2025. Bid Submission date- **01/03/2025 , 10:00 AM** and End of Bid Submission **10/03/2025 at 5:00 PM** , The details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

e-Tender Notice
e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIT No-EGP/ 117/2025/15TH CFC 2024-25 Dt-28/ 02/2025.** Last Dt. of application **07/03/ 2025 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https:// www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

e-Tender Notice
e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIT No-EGP/118/2025/15TH CFC 2024- 25 Dt-28/02/2025.** Last Dt. of application **07/03/2025 up to 18:00 IST.** For details visit the website **https:// www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_821406_1	01.03.2025	20.03.2025	22.03.2025
2.	2025_MAD_821468_1	01.03.2025	20.03.2025	22.03.2025
3.	2025_MAD_821517_1	01.03.2025	20.03.2025	22.03.2025

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN: L65999WB1992PLC055224
২বি, গ্রান্ট লেন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.rfsl.co.in.

পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যদি কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (নিয়ম), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ (SEBI তালিকাভুক্তির নিয়ন্ত্রণ) এর নিয়ম ৪৪ এবং COVI D-19 মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে MCA দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত হয়, তাহলে কোম্পানিটি ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ (কাট-অফ তারিখ) পর্যন্ত কোম্পানির সাথে বা ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মের একটি বাস্তব অনুলিপি MCA সার্কুলারগুলির সাথে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে-
১. পোস্টাল ব্যালট নোটিশে প্রদত্ত আইটেমগুলি অনুমোদনের জন্য বিশেষ কার্যকলাপ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়।
২. ই-ভোটিং ২৮.০২.২০২৫ (শুক্রবার) সকাল ৯.০০ টা (1ST) তে শুরু হবে এবং ২৯.০৩.২০২৫ (শনিবার) বিকেল ৫.০০ টা (IST) তে শেষ হবে এবং তারপরে, রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত সময়ের পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৩. কেবলমাত্র সেই সদস্যরা যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে।
৪. বোর্ড মেসার্স লক্ষ্মী সুব্রহ্মণ্যম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের ডাক ব্যালটের জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৫. যেসব সদস্য ডাক ব্যালটের নোটিশ পাননি তারা rfsl.nbfc@gmail.com ঠিকানায় চিঠি লিখে তা পেতে পারেন।
৬. ই-ভোটিং সম্পর্কিত যদি আপনার কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.rfsl.co.in-এ উপলব্ধ Frequently Asked Questions (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সাহায্য বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।
৭. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ evoting@nsdl.com-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।
কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা RTA-কে ashoksen@nichetechpl.com-এ লিখতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rfsl.co.in., BSE ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ৩১ মার্চ, ২০২৫, সোমবার বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং বিএসই লিমিটেডকে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rfsl.co.in-এও পোস্ট করা হবে।

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
মিঃ ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 09194854
স্থান ঃ এর্নাকুলাম
তারিখ ঃ২৮.০২-২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE_PS/VII/57/19/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of Park at Metropolitan in Ward No.-57, BR-VII.** Estimated cost: **₹ 2,98,053.53.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **08.03.2025 - 1 P.M.** The bid forms and other details shall be available on and from **01.03.2025 (10 A.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC invites e-tender for the under mentioned work:
NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/2024-25/08
Name of the work: **Annual maintenance of water purifiers cum coolers at EWS.** Estimated cost: **Open quotation.** Earnest money: **Two percent of quoted rate.** Last date and time of submission of bid (online): **10.03.2025 (3 P.M.).** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/24-25/10A (2nd Call)
Name of the work: **Removal of silt & floating materials from auto screen chamber, pump chamber and sump chamber at Maniktala DPS.** Estimated cost (Including CESS): **₹ 3,46,298.64.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **35 days.** Bid submission start date (online): **28.02.2025 at 1 P.M.** Last date and time of submission of bid (online): **08.03.2025 at 1 P.M.** Date of opening of technical bid: **10.03.2025 at 1 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2025 at 1 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/751 (1st Call)
Name of the work: **Laying of vertical kerb stone at New C.I.T. Road from Jn. of Rabindra Sarani to Jn. of C. R. Avenue in Ward No.-43 and 44 under BR-V.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 3,83,140.85.** Earnest money: **₹ 7,700.00.** Period of completion: **45 days.**
(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/750 (1st Call)
Name of the work: **Laying of seal coat at S. N. Banerjee Road (Repairing portion) in Ward No.-50 under BR-V.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 3,86,760.87.** Earnest money: **₹ 7,750.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **13.03.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **04.03.2025 (12 Noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Special Officer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:
(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/729 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of trench portions disturbed by P.U. Agencies at Unique Park in Ward No.-130 under BR-XIV.** Estimate amount (including 18% GST & 1% CESS): **₹ 4,96,164.35 (excluding Contingency amount.).** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of all bids: **10.03.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.03.2025 (12 Noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM
NIT No. - KMC/DCE(PS)/XV/NC_M/24-25 (1st Call) published in this Newspaper on **19.02.2025** (Key No. 1405/24-25) of **Parks & Squares Department** (Sl. No. 11). The last date & time of submission of bid will be read as **07.03.2025** instead of 27.02.2025. (1428/24-25)

বিরাট কোহলিকে নিয়ে তুলনায় বেজায় বিরক্ত সানি

দুবাই, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ সচিন তেন্ডুলকর ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি। বিরাট কোহলি ভারতীয় ক্রিকেটের কিং। দুই তারকা তুলনা বৃথা। এ কথা বার বার বলেছেন ভারতের বিশ্বজয়ী তারকা সুনীল গাভাসকর। প্রায়শই ক্রিকেট বিশ্বে সচিনের সঙ্গে কোহলির তুলনা হয়। তা মোটেও সমর্থন করেন না সানি। 'ড্রেসিং রুম' শো-তে অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন গাভাসকর। সেখানে তাঁকে সঞ্চালক সচিন ও বিরাটের তুলনা নিয়ে প্রশ্ন করেন। সানি পরিষ্কার জানান, তাঁর মতে এই তুলনা অযৌক্তিক। সুনীল গাভাসকর মনে করেন সচিনের সঙ্গে কোহলির তুলনা 'উপমহাদেশের দুর্বলতা।' সেখানেই থেমা থাকেননি সানি। আরও জানান, তাঁর মনে হয় বিভিন্ন যুগ আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। ফলে এই ভাবে তুলনা একেবারেই অযৌক্তিক। তিনি বলেন, ''আমি কখনও যুগের তুলনা করব না। কারণ সকলেই জানে সচিন যে সময় খেলেছে আর বিরাট যে সময় খেলছে তাতে খেলার অবস্থা আলাদা, পিচ আলাদা, প্রতিপক্ষ আলাদা। তাই মানুষের তুলনা করা খুব কঠিন। কিন্তু এটা বলতে পারি উপমহাদেশের মধ্যে এটি শুধু একটা দুর্বলতা।'' যে প্লেয়ার যেমন, তাকে সেই মতোই গ্রহণ করার কথাও জানিয়েছেন গাভাসকর। তিনি বলেন, ''আমরা প্রায়শই

প্লেয়ারদের তুলনা করি। আপনারা কি কখনও দেখেছেন গ্রেগ চ্যাপেলের থেকে রিকি পন্টিং ভালো প্লেয়ার কিনা তার তুলনা হয়েছে? কেউ এটা করে না। যে প্লেয়ার যেমন আছে, তাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। কোনও রকম তুলনা করা ঠিক নয়। এটা উপমহাদেশেই ঘটে। আমরা সব সময় এর সঙ্গে ওর তুলনা করি।'' চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন বিরাট। সেই সুবাদে তিনি ওডিআইতে ১৪ হাজারের বেশি রানও করেছেন। আর এই কীর্তি গড়ার পথে সচিনকে পিছনে ফেলেছেন কোহলি। মাস্টার ব্লাস্টারের থেকে কম ইনিংসে ওডিআইতে ১৪ হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন বিরাট।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝে ভারতের অধিনায়ক বদল?

ক্যাপ্টেন্সি করবেন না রোহিত শর্মা!

দুবাই, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ টিম ইন্ডিয়ার জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল নিশ্চিত। তবে কিউয়ি কাঁটা পেরিয়ে গ্রুপ এ-র এক নম্বর দল হিসেবে শেষ চারে ভারত যাবে কিনা, তার উত্তর পাওয়া যাবে রবিবার। ২ মার্চ গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে রোহিত শর্মারা নামবেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আজ, শুক্রবার ছিল টিম ইন্ডিয়ার প্র্যাক্টিস সেশন। আগামিকাল অর্থাৎ ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ভারত ভালো জায়গায় রয়েছে। তবে এরই মধ্যে জানা যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝে ভারতের অধিনায়ক বদলে যাবে। তা হলে কি আর ক্যাপ্টেন্সি করবেন না রোহিত শর্মা? দুবাইতে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে

২ মার্চ। ওই ম্যাচে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বিশ্রামে থাকতে পারেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তা হলে কে দিতে পারেন ভারতীয় টিমকে নেতৃত্ব? এক রিপোর্ট অনুযায়ী, কিউয়ি ম্যাচে শুভমন গিলের ওডিআই ক্যাপ্টেন্সি ডেবিউ হতে পারে। বুধবার টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ছিল। এরপর বৃহস্পতিবার ছিল ছুটি। রিপোর্ট অনুযায়ী বুধে শরীর ভালো না থাকার ফলে অনুশীলন করেননি গিল। তবে বৃহস্পতিবার টিমের ছুটি থাকলেও প্র্যাক্টিসে নেমে পড়েন গিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বে মাত্র ৩টি করে ম্যাচ খেলছে ৮ টিম। সেমিফাইনালে উঠলে চতুর্থ আর ফাইনালে উঠলে পঞ্চম। ফলে এই কটা ম্যাচের মাঝে হয়তো বিশ্রাম নেবেন না রোহিত। তবে পাক ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। ফলে তিনি অনুশীলনও করেননি। তাই তাঁর দিকে বাড়তি নজর থাকবে। এ বার আজ অর্থাৎ শুক্রবারের প্র্যাক্টিসেও রোহিতকে দেখা গেল না।। রোহিত ভারত-কিউয়ি ম্যাচে না খেললে তাঁর জায়গায় একাদশে আসতে পারেন ঋষভ পন্থ। লোকেশ রাহুল অবশ্য ছন্দে রয়েছেন। ফলে ঋষভ যদি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেন, তা হলে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলবেন। আর উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভূমিকায় দেখা যাবে রাহুল।

মেসিকে পেনাল্টি নেওয়া শিখিয়েছিলেন নেইমার

সান্তোস, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ লম্বা সময়ের বন্ধুত্ব লিওনেল মেসি ও নেইমারের। মাঠে ও মাঠের বাইরে একসঙ্গে প্রচুর সময় কাটিয়েছেন তাঁরা। দুজনে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের হয়ে খেললেও বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি। শুধু যে বন্ধু হিসেবে তাঁরা একে অপরকে সঙ্গ দিয়েছেন তা নয়, বরং নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও একে অপরকে সহায়তা করেছেন। সম্প্রতি 'পডপাহ' নামে পডকাস্টে মেসিকে বিশেষ একটি জায়গায় দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করার কথা জানিয়েছেন নেইমার।

ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড বলেছেন, পেনাল্টি কিক নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলেন মেসি। নিজের সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার নেইমার পেনাল্টিতে দারুণভাবে কার্যকর। শুধু কার্যকারিতার দিক থেকেই নয়, স্টাইলের দিক থেকেও বাকিদের চেয়ে বেশ এগিয়ে আছেন সান্তোস তারকা। ট্রান্সফরমার্কেটের হিসাবে, এখন পর্যন্ত ১০৬টা পেনাল্টি নিয়ে ৮৮টিতে গোল করেছেন নেইমার, মিস করেছে ১৮টি। অন্যদিকে মেসি ১৪২টি পেনাল্টি নিয়ে ১১১টি গোল করলেও মিস করেছেন ৩১টি। যার অনেকগুলোই ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে। ২০১৬ কোপা আমেরিকা ফাইনালেই যেমন টাইব্রেকার শট মিস করেছিলেন মেসি। নিজের পেনাল্টি নেওয়ার দক্ষতা বাড়াতে একসময় নেইমারের কাছ থেকে পরামর্শও নিয়েছিলেন মেসি। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকার অনুরোধ নিয়ে নেইমার বলেছেন, ''আমি মেসিকে পেনাল্টি নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কীভাবে এমন পেনাল্টি নাও?'' মেসির কাছ থেকে সাহায্যের অনুরোধ শুনে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। সে সময় কী মনে হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে নেইমার বলেছেন, ''আমার মনে হচ্ছিল (মেসির অনুরোধ শোনার পর) তুমি কি পাগল? তুমি মেসি! যদি আমি সেটা করতে পারি, তবে তুমিও করতে পারবে।'' এরপরও অবশ্য মেসিকে সময় নিয়ে নিজের কৌশল ঠিকই শিখিয়ে দিয়েছিলেন নেইমার। যা পরে অনুশীলনের সময় চর্চাও করেছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। নেইমারের দেওয়া এ তথ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে, সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের একজন হয়েও মেসি শেখার জন্য কতটা ক্ষুধার্ত ছিলেন। নিজের উন্নতির জন্য কতটা উন্মুখ ছিলেন। ক্যারিয়ারজুড়ে বিভিন্ন সময় পেনাল্টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল মেসিকে। চাপের মুখে বিশ্বকাপ বা চ্যাম্পিয়নস লিগে পেনাল্টি নিয়ে যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, তেমনি বিভিন্ন সময় মিস করে সমালোচিতও হয়েছিলেন। তবে ক্যারিয়ারের পরের দিকে স্পট কিকে বেশ উন্নতি দেখান মেসি। হয়তো নেইমারের পরামর্শই বদলে দিয়েছিল তাঁকে।

এএফসি ম্যাচের আগেই নতুন বিদেশিতে ঝুঁকছে ইস্টবেঙ্গল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ২০২৪-২৫ মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের শুরুটা ছিল খুবই খারাপ ভাবে। প্রথমে পরাজয়ের পাহাড়ে চাপা পড়েছিল লাল হলুদরা। বিশেষত, স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের অধীনে একের পর এক পরাজয় দলকে আরও দুর্বল করে তোলে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে পারছিল না তারা, আর ভক্তদের হতাশা ছিল তুঙ্গে। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, যখন দলের কোচ হিসেবে আসেন আরেক স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজো। তার অধীনে ইস্টবেঙ্গল ধীরে ধীরে খেলা গুছিয়ে ওঠে এবং দল আবার ছন্দে ফিরে আসে। অস্কারের অধীনে দলের পারফরম্যান্সে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এক সময়ে হারের হ্যাটট্রিকের জালে বন্দী ইস্টবেঙ্গল এখন প্রতিপক্ষদের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামে। দলের পেশাদারিত্ব এবং স্কিলের উন্নতি, পাশাপাশি খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে, বর্তমানে লাল হলুদরা ২২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ তালিকায় ৮ নম্বরে উঠে এসেছে, যা তাদের ভক্তদের নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল তাদের শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদকে ২-০ গোলে পরাজিত করে, যা তাদের প্লে অফে প্রবেশের সম্ভাবনা পুনরায় উজ্জীবিত করেছে। এই জয়ের পর, দলের ভক্তরা আবার সুপার সিক্সে প্রবেশের আশা করতে শুরু করেছে। তবে, সুপার সিক্সে যাওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গলকে পরবর্তী দুই ম্যাচে জয়ী হতে হবে এবং পাশাপাশি নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এবং মুম্বই

সিটি এফসিকে অন্তত একটি করে ম্যাচে হারাতে হবে। ইস্টবেঙ্গলের প্লে অফ আশা রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি ম্যাচ। তবে আইএসলের চলতি মরসুমের মাঝপথেই এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে অভিযান শুরু করবে ক্লডিয়াস সরণির এই ক্লাব। সেখানে ৫ মার্চ ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ তুর্কিমিনেস্তানের দল আর্কাদাগ। এমন পরিস্থিতির মধ্যে, শোনা যাচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল নতুন শক্তি যোগ করতে চলেছে। দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে তারা স্কটিশ ফুটবলারদের দিকে নজর দিয়েছে। চেন্নাইয়িন এফসির তারকা ফুটবলার কোনর শিল্ডসের নাম শোনা যাচ্ছে। এই ফুটবলার মশাল ব্রিগেডের আক্রমণাত্মক শক্তিকে আরও দৃঢ় করতে পারেন, যার ফলে দল ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। এভাবে ইস্টবেঙ্গল এখন নতুন আশায় ভরপুর এবং সুপার সিক্সে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তারা আরও কিছু কঠিন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।

মেসি-সুয়ারেজ জুটিই কি সর্বকালের সেরা?

ফ্লোরিডা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ ফুটবলে গোলটাই বেশি মনে থাকে, বাকি সব খুব দ্রুত ঝাপসা হয়ে যায়। আর গোলটা যদি লিওনেল মেসি নামের কেউ করেন, সম্ভবত আগে-পরে আর কিছুই মনে থাকে না। শুধু মেসির গোল করার ফ্রেমটাই খোদাই হয়ে যায় মাথার ভেতর। কিন্তু এরপরও কেউ কেউ আসেন, মেসির পাশে এসে দাঁড়ান। এমন কিছু করেন, যা মেসির সঙ্গে জুড়ে দেয় তাঁর নামও। এমন বিরল ঘটনার ধারা থেকেই জন্ম নিয়েছে মেসি-সুয়ারেজের অসাধারণ জুটি। কারও কারও মতে যা সর্বকালের সেরা জুটিও বটে। সর্বশেষ ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক। পরশু কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে ইন্টার মায়ামি ও স্পোর্টিং কেসির খেলা চলছিল। ম্যাচের ১৯ মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে বক্সে ঢুকে সামনে থাকা প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে ক্রস করেন সুয়ারেজ। উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার বলটা যখন বাড়াচ্ছেন, মেসি তখন বক্সের অনেকটা বাইরে। কিন্তু বল মাটিতে পড়ার আগে ঠিকই কাছে পৌঁছে যান আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। প্রথমে বুক দিয়ে বলটা নামিয়ে নেন, তারপর দারুণ এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করে এগিয়ে দেন দলকে। এই গোলের জন্য সুয়ারেজের মেসিকে খুঁজে নেওয়ার ঘটনা দুজনের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অনন্য এক দৃষ্টান্ত। সুয়ারেজ চাইলে পোস্টের মুখে থাকা অন্য সতীর্থের উদ্দেশ্যেও বলটা বাড়াতে পারতেন। সেটিই বরং সহজ ছিল। কিন্তু মুহূর্তের ব্যবধানে সুয়ারেজের নেওয়া সিদ্ধান্ত দুজনের মধ্যে আস্থা ও নির্ভরতাকেই সামনে নিয়ে আসে। পাশাপাশি সুয়ারেজের সহায়তায় মেসির এই গোলে অনন্য এক মাইলফলকও রচিত হয়েছে। ফুটবলের পরিসংখ্যানভিত্তিক সাইট অপ্টার হিসাব অনুযায়ী এটি ছিল দুজনের সম্মিলিত অবদানের ১০০তম গোল। ক্যারিয়ারের লম্বা সময় একসঙ্গে খেলা সুয়ারেজ ৫৫ গোলে সহায়তা করেছেন মেসিকে। বিপরীতে মেসির সহায়তায় সুয়ারেজ করেছেন ৪৫ গোল। আর্জেন্টাইন মহাতারকার অ্যাসিস্টে এর চেয়ে বেশি গোল আর কারও নেই। এ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে মেসির সঙ্গে আছেন নেইমার। যাঁকে মেসি অ্যাসিস্ট করেছেন ২৭ গোলে। তবে একসঙ্গে গোল করার এই ধারা নিশ্চয়ই এখানেই থামছে না। সামনের দিনগুলোয়ও মায়ামির গোলে একসঙ্গে অবদান রাখতে দেখা যেতে পারে দুজনকে। ক্যারিয়ারের লম্বা সময় একসঙ্গে খেলা সুয়ারেজ ৫৫ গোলে সহায়তা করেছেন মেসিকে। বিপরীতে মেসির সহায়তায় সুয়ারেজ করেছেন ৪৫ গোল। মেসি-সুয়ারেজ জুটির একসঙ্গে গোল করার শুরুটা ২০১৪ সালে। সেবার দলবদলে লিভারপুল থেকে বার্সেলোনায় যোগ দেন সুয়ারেজ। মেসি তত দিনে ফুটবলের মহাতারকা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফুটবল-প্রতিভার দিক তো বটেই, ব্যক্তি হিসেবেও বিতর্কমুক্ত। অন্যদিকে লিভারপুল ও উরুগুয়ের হয়ে ফুটবলীয় দক্ষতা প্রমাণের পাশাপাশি কামড়-কাণ্ডের কারণেও সুয়ারেজ তখন বেশ আলোচিত। বার্সেলোনায় মাঠে ও মাঠের বাইরে এই দুই বিপরীত প্রকৃতির মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, তা নিয়ে ছিল নানা গুঞ্জন। কিন্তু সব গুঞ্জন হাওয়ায় উড়িয়ে মেসি-সুয়ারেজ শুধু মাঠেই সেরা জুটি হয়ে ওঠেননি, মাঠের বাইরেও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছেন। বলা যায়, একে অপরের সবচেয়ে কাছের বন্ধুও। যার ফল হাতেনাতে পেয়েছে বার্সেলোনা। মাঠের দুজন মিলে রচনা করেছেন অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত। একসঙ্গে জিতেছেন ৪টি

লা লিগা, ১টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ৪টি কোপা দেল রে, ২টি স্প্যানিশ সুপার কাপ, ১টি উয়েফা সুপার কাপ এবং ১টি ক্লাব বিশ্বকাপের ট্রফি। ২০২০ সালে সুয়ারেজের বার্সেলোনা ছাড়ার মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় এই জুটি। মাঠের জুটি ভাঙলেও মাঠের বাইরে দুজনের সম্পর্ক আগের মতোই ছিল। এমনকি দুজনের পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও সম্পর্ক বেশ অটুট। অবকাশে বিভিন্ন সময় একসঙ্গে পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতেও দেখা যায় তাঁদের। সেই বন্ধুত্বের জেরেই ইন্টার মায়ামিতে আবার জুটি বাঁধলেন দুজন। আর ধরে রেখেছেন একসঙ্গে গোল করার পুরোনো ধারাবাহিকতাও। যা এখন নতুন এক মাইলফলকেও রূপ নিয়েছে। এই মাইলফলকের পর মেসি-সুয়ারেজ জুটি সর্বকালের সেরা কি না, সেই আলোচনাও সামনে এসেছে। কেউ কেউ এ তালিকায় হয়তো রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলা ডি স্টেফানো এবং ফেরেঙ্ক পুসকাসকে এগিয়ে রাখতে চাইবেন। কিন্তু পরিসংখ্যান মোটেই তাতে সাক্ষ্য দেবে না। পরিসংখ্যানমতে, ডি স্টেফানোর সহায়তায় পুসকাস গোল করেছেন মাত্র ৭টি। আর পুসকাসের সহায়তায় ডি স্টেফানো করেছেন ১১ গোল। এ ছাড়া এই শতকে রিয়ালের ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো-করিম বেনজেমা জুটির কথাও সামনে আসতে পারে। রোনাল্ডো অ্যাসিস্টে বেনজেমা ২৯টি এবং বেনজেমার অ্যাসিস্টে রোনাল্ডো ৪৭টি গোল করেছেন। কিন্তু লম্বা সময় ধরে খেলা, গোল করার ধারাবাহিকতা এবং মাঠের বাইরে সম্পর্ক বিবেচনায় নিলে মেসি-সুয়ারেজ জুটিকে সর্বকালের সেরার স্বীকৃতিটা বোধ হয় দেওয়াই যায়!

ওডিআই ক্রিকেট বাঁচাতে অশ্বিনের বিশেষ আবেদন

চেন্নাই, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ আইসিসির রুলবুক তাঁর ঠোঁটস্থ। ক্রিকেটের যে কোনও নিয়ম একেবারে জলভাত করে নিয়েছেন তিনি। কথা হচ্ছে ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে নিয়ে। এখন তিনি নিচ্ছেন আইপিএলের প্রস্তুতি। তারই মাঝে চোখ রেখেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। এই টুর্নামেন্ট ৫০ ওভারের। জৌলুস যেন কমেছে। প্রতিটা ম্যাচেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ওডিআই ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেকেই চিন্তিত। এই পরিস্থিতিতে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ওডিআই ক্রিকেট বাঁচাতে এক বিশেষ আবেদন করেছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিন তাঁর হিন্দি ইউটিউব চ্যানেল

'অ্যাশ কি বাত'-এ বলেছেন, ''আফগানিস্তান বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে আমি ভাবছিলাম ওডিআই ক্রিকেটের কোনও ভবিষ্য আছে কিনা। সত্যি কথা বলি, টি-২০ ক্রিকেট আজকাল সবচেয়ে বেশি দর্শক টানে। ভিড় হয়। কারণ ওটা ৪ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আমার মনে হয় টেস্ট ক্রিকেট আরও উন্নত হবে যদি আফগানিস্তানের মতো দলগুলোর কাঠামো উন্নত হয়।'' ওডিআই ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে অশ্বিন বলেন, ''ওডিআইতে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত ওডিআই ক্রিকেট এক বলে খেলা হত। ২০১৫ সালের আগে নতুন নিয়ম কার্যকর হয়। যেখানে ৫জন ফিল্ডারকে সার্কেলের মধ্যে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং দুটো বল নিয়ে খেলা চালু হয়। আমার মনে হয় ভারতের স্পিনারদের আধিপত্য আটকাতে এই নিয়ম চালু হয়েছিল। এটা পুরোপুরি আমার মতামত।''

বিতর্ক উসকে রোনাল্ডোর নিজেকে 'সর্বকালের সেরা' বলে দাবি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফুটবল বিশ্বে আবারও উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে 'ইতিহাসের সবচেয়ে সম্পূর্ণ খেলোয়াড়' এবং 'সর্বকালের সেরা' বলে দাবি করেছেন। ৪০ বছর বয়সেও সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-নাসরে গোলের পর গোল করে চলা এই ফরোয়ার্ড মনে করেন, তিনি পেলে, লিওনেল মেসি এবং দিয়েগো মারাদোনার মতো কিংবদন্তিদের চেয়েও এগিয়ে। তবে, তার এই দাবি নিয়ে ফুটবল দুনিয়ায় মতভেদ শুরু হয়েছে। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডো নাজারিও এই দাবির সঙ্গে একমত নন এবং তার নিজস্ব মতামত জানিয়েছেন।

রোনাল্ডোর দাবি ও তার ক্যারিয়ার

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো তার অসাধারণ ক্যারিয়ারে ৯২৫টি গোল করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে অসংখ্য শিরোপা জিতেছেন তিনি। পর্তুগালের হয়ে তিনি ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে পাঁচটি ব্যালন ডি'অর পুরস্কার অর্জন করেছেন। বর্তমানে আল-নাসরে খেললেও তিনি তার ফর্ম ধরে রেখেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি, আমি সবচেয়ে সম্পূর্ণ খেলোয়াড়। আমার পরিসংখ্যানই এটার প্রমাণ। আমার থেকে ভালো কাউকে আমি দেখিনি।' তার এই মন্তব্য ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

রোনাল্ডো নাজারিওর প্রতিক্রিয়া

ব্রাজিলের দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী তারকা রোনাল্ডো নাজারিও এই দাবির জবাবে ইএসপিএন-কে বলেছেন, ''আমি এই ধরনের বিতর্কে জড়াতে পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, মানুষের মধ্যে নিজেকে নিয়ে বড়াই করার প্রবণতা বেশি থাকে। আমি চাই, অন্যরা আমার খেলা ও কৃতিত্ব নিয়ে কথা বলুক, আমি নিজে নয়। ক্রিস্টিয়ানোর একটা দারুণ গল্প আছে। সে সবকিছু জিতেছে, সবভাবে গোল করেছে। সে ইতিহাসের অন্যতম সেরা, এতে সন্দেহ নেই। তবে সে 'সেরা' কিনা, আমি তাতে একমত নই। আমি তার মতামতের সম্মান করি। আমি বলব, সে সহজেই শীর্ষ ১০-এর মধ্যে আছে।'' রোনাল্ডো নাজারিও তার সর্বকালের সেরাদের তালিকাও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ''পেলে নিঃসন্দেহে এক নম্বর। তারপর মেসি ও মারাদোনা একসঙ্গে দ্বিতীয়। এরপর জিকো, রোমারিও, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, মার্কো ভ্যান বাস্টেন, জিনেদিন জিদান, লুইস ফিগো, রিভাল্ডো, রোনাল্ডিনহো গাউচো-এমন অনেক বড় খেলোয়াড় আছেন। আমি নিশ্চিত, কিছু নাম বাদ পড়ে গেছে। প্রতিবার এই তালিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আমার তালিকা বদলায়। শুধু প্রথম তিনজন আমার কাছে অপরিবর্তনীয়।'' তার এই মন্তব্যে স্পষ্ট, ক্রিস্টিয়ানোকে তিনি শীর্ষে রাখছেন না।

ফুটবল বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

ক্রিস্টিয়ানোর এই দাবি নিয়ে ফুটবল বিশ্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার সতীর্থ নাহুয়েল মোলিনা এবং ইন্টার মায়ামির ম্যানেজার হাভিয়ের মাসচেরানো এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। মাসচেরানো, যিনি মেসির সঙ্গে বার্সেলোনায় দীর্ঘদিন খেলেছেন, মেসিকে 'সর্বকালের সেরা' হিসেবে বিবেচনা করেন। অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন স্ট্রাইকার করিম বেনজেমা মনে করেন, রোনাল্ডো নাজারিওই সর্বকালের সেরা। বেনজেমা, যিনি ক্রিস্টিয়ানোর সঙ্গে রিয়ালে ৯ মরসুম খেলেছেন, বলেছেন, ''রোনাল্ডো নাজারিও আমার শৈশবের আইডল। তার খেলার ধরনই আলাদা ছিল।''

ক্রিস্টিয়ানোর বর্তমান অবস্থান

৪০ বছর বয়সেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো তার গোল করার ক্ষুদা হারাননি। সৌদি আরবে আল-নাসরে যোগ দেওয়ার পর তিনি এখনও পর্যন্ত দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তবে, তার দল এখনও কোনো বড় শিরোপা জিততে পারেনি। বর্তমানে সৌদি প্রো লিগে আল-নাসর শীর্ষে থাকা আল-ইত্তিহাদের থেকে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। একটি ম্যাচ বেশি খেলেও তারা লিগ শিরোপার দৌড়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে, ক্রিশ্চিয়ানো এখনও হাল ছাড়েননি এবং শিরোপার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

ফুটবলের চিরন্তন বিতর্ক

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিওনেল মেসির মধ্যে 'সর্বকালের সেরা' বিতর্ক ফুটবলের একটি চিরন্তন বিষয়। মেসি ৮টি ব্যালন ডি'অর এবং ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন, যা তার দাবিকে শক্তিশালী করে। অন্যদিকে, ক্রিশ্চিয়ানো ৫টি ব্যালন ডি'অর এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বাধিক গোলের (১৪০) রেকর্ড ধরে রেখেছেন। তবে, রোনাল্ডো নাজারিওর মতো কিংবদন্তিরা যখন পেলে, মারাদোনা বা মেসির নাম উচ্চারণ করেন, তখন ক্রিস্টিয়ানোর দাবি আরও প্রশ্নের মুখে পড়ে। নাজারিও নিজেও একজন কিংবদন্তি। তিনি দুটি বিশ্বকাপ, দুটি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন এবং তার গতি, দক্ষতা ও গোল করার ক্ষমতা তাকে ফুটবলের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তবে তিনি নিজেকে এই বিতর্কে জড়ানোর বদলে অন্যদের মতামতের ওপর ভরসা করতে পছন্দ করেন। তার এই বিনয়ী মনোভাব ক্রিস্টিয়ানোর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৈপরীত্য তৈরি করেছে।

সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া

ক্রিস্টিয়ানোর এই মন্তব্যে তার সমর্থকরা উচ্ছ্বসিত। অনেকে বলছেন, সে তার পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করেছে সে সেরা। তবে, মেসির সমর্থকরা বলছেন, ''বিশ্বকাপ ছাড়া 'সর্বকালের' দাবি অসম্পূর্ণ।'' সামাজিক মাধ্যমে এই বিতর্ক তুঙ্গে। একজন সমর্থক লিখেছেন, 'ক্রিশ্চিয়ানো গোলের মেশিন, কিন্তু মেসি শিল্পী।' আরেকজন লিখেছেন, 'নাজারিও ঠিক বলেছেন, পেলেই সেরা।' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর 'সর্বকালের সেরা' দাবি ফুটবলের চিরন্তন বিতর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে। রোনাল্ডো নাজারিওর মতো কিংবদন্তিরা যখন ভিন্ন মত দিচ্ছেন, তখন এই প্রশ্নের উত্তর একক কোনো সত্যের ওপর নির্ভর করছে না। ক্রিস্টিয়ানোর অর্জন অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে ফুটবলের 'সেরা' নির্ধারণ ব্যক্তিগত পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। আল-নাসরে তিনি শিরোপা জিততে পারেন কি না, তা তার এই দাবিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। তবে এখনও এই বিতর্কের কোনো শেষ নেই।

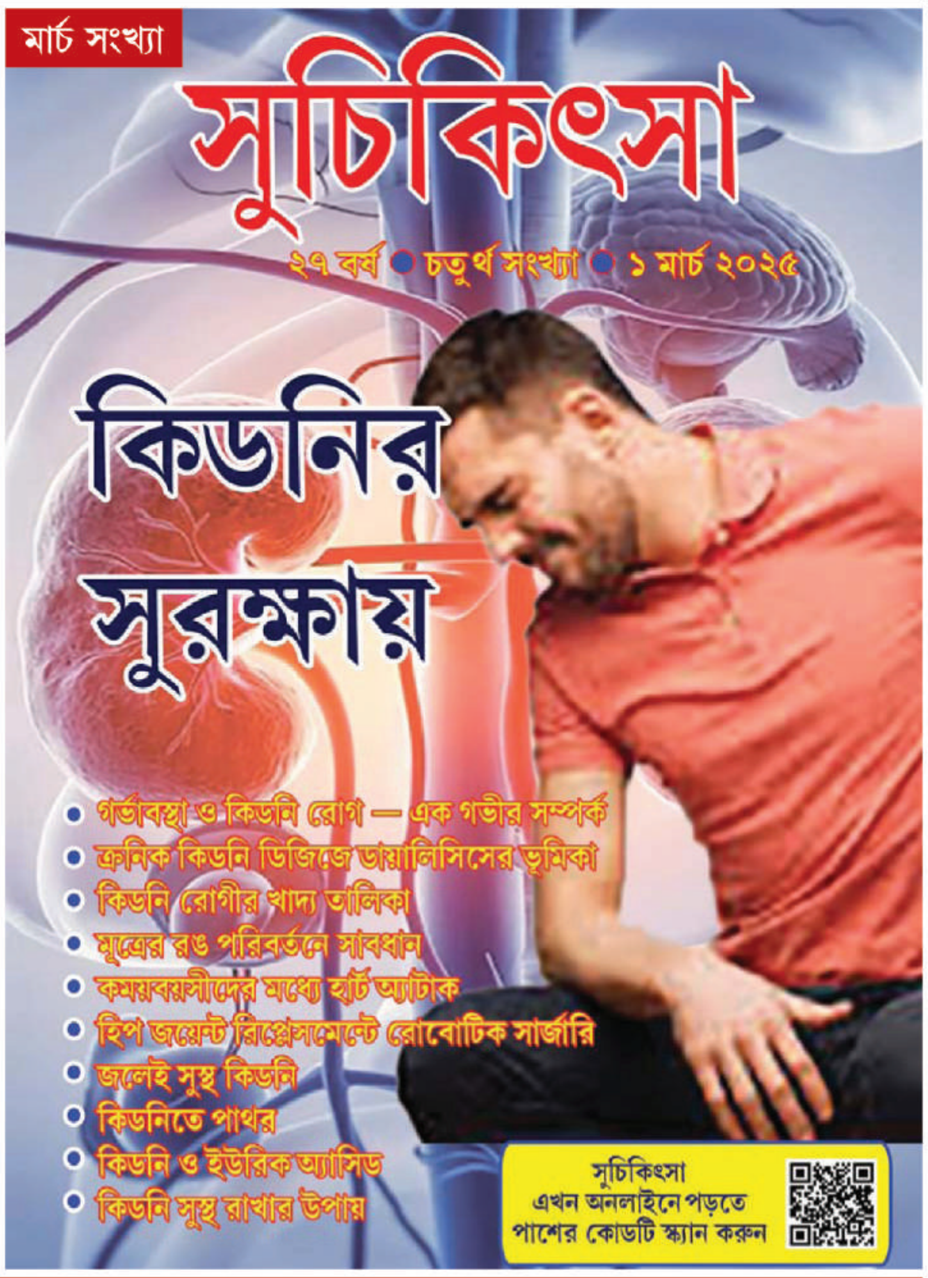

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com